উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 18 December 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 209

প্রিয়াংকার ব্যাগে পদ্ম কুপোকাত

▸▸ সাতের পাতায়

শেষবেলায় বুমরাহদের লড়াই

▸▸ এগারোর পাতায়

স্বস্তি মিলল না ট্রাম্পের

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পর্ন স্টার স্টর্মি-যৌন ঘুষ কাণ্ড মামলায় নিউ ইয়র্ক আদালত রেহাই দিল না। বিচারক জুয়ান মার্শান জানিয়েছেন, ট্রাম্প আর ক'দিন পরে প্রেসিডেন্ট হবেন। তা সত্ত্বেও এই মামলায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

নিট-ইউজি এবার অনলাইনে

জাতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি অনলাইন পদ্ধতিতে নেওয়া হবে, নাকি আগের মতো কাগজ-কলমে (পেন-পেপার মোড) হবে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মধ্যে আলোচনা চলছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, শীঘ্রই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

▸▸ বিস্তারিত সাতের পাতায়

এক দেশ এক ভোটে গরিষ্ঠতা সরকারের

দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন নেই : বিরোধীরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দেশে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট করানোর পথে আরও এক ধাপ মোদি সরকারের। প্রবল বাকবিতণ্ডার মধ্যে মঙ্গলবার লোকসভায় 'এক দেশ এক ভোট'-এর লক্ষ্যে সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন সংশোধনী বিল পেশ হল। আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল বিলটি পেশ করার সময় 'ইন্ডিয়া'র একজোট প্রতিবাদ ও বিরোধিতার মুখে পড়ে সরকার।

বিলটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী, অগণতান্ত্রিক বলে ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়া একসুরে সমালোচনা করে। বিরোধীদের দাবিতে বিল দুটি পেশ করা নিয়ে ভোটাভুটির পথে যায় সরকারপক্ষ। যদিও পেশের পক্ষে ২৬৯টি ভোট পড়ায় সরকারের সমস্যা থাকে না। বিপক্ষে ভোট পড়ে ১৯৮টি। যদিও সংবিধান সংশোধনী বিলকে আইনে পরিণত করতে যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন, মোদি সরকারের নেই বলে বিরোধীরা কটাক্ষ করে।

শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মেঘওয়াল জানান, 'সরকার দুটি বিলকে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠাতে প্রস্তুত।' সরকারের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিলটি পেশ করা উচিত নয় বলে কংগ্রেসের যুক্তি খারিজ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মন্ত্রীসভায় আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী বিলটি বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।'

মেঘওয়ালের বক্তব্য, 'বিরোধীদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরেও আমরা বিলটি জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব রাখব।' বিরোধীদের পক্ষে প্রিয়াংকা গান্ধি

সংসদে ভোটাভুটিতে জিতেছে দল। তাই কি স্বস্তির প্রণাম মোদির? জয়পুরে।

ভোটের পরিসংখ্যান

- লোকসভায় ডিভিশন দাবি, দু'দফায় ভোটাভুটি
- প্রথম বার বিলের পক্ষে ২২০, বিরোধীদের ১৪৯ ভোট
- পরের বার পক্ষে ২৬৯টি ভোট, বিপক্ষে ১৯৮টি
- সংসদে অনুপস্থিত বিজেপির ২১ জন সাংসদ

ভদরার যুক্তি, 'এক দেশ এক ভোট বিল অসাংবিধানিক এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।' কংগ্রেস শশী থারুরের কথায়, 'আজকের ভোটাভুটি বুঝিয়ে দিল, সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করানোর প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির নেই।'

বিলটির বিরোধিতায় সংসদে 'ইন্ডিয়া' জোটের ঐক্যের ছবি ফুটে ওঠে। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ডিভিশনের দাবি তোলেন বিলটি পেশ করার আগে। তাঁর সুরে সুর মেলান কংগ্রেস সাংসদরা। লোকসভায় বিরোধী দলের উপনেতা গৌরব গগৈ বলেন, 'এমন আইন আনা হচ্ছে, যেখানে রাষ্ট্রপতিও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।'

তবে বিল দুটি সমর্থন করে তেলুগু দেশম এবং একনাথ শিন্ডের শিবসেনা। শেষপর্যন্ত বিলটি দিনের আলো দেখতে পাবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল পাশে সংসদের দুই কক্ষেই যে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার, তা এনডিএ'র নেই বলে।

যদিও লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল পিডিটি আচার্যের মতে, 'সংবিধান সংশোধনী বিল পেশের জন্য বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ সভার মোট সদস্যের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি এবং ভোটাভুটির সময় সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন নেই।'

মঙ্গলবার দু'দফায় ভোট হয়। প্রথম দফায় সরকারপক্ষ পায় ২২০টি ভোট। বিরোধীদের পক্ষে পড়ে ১৪৯টি। বিরোধীরা এ নিয়ে হইচই করলে ফের ভোটাভুটি হয়।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতেই ভোট

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর : নির্বাচিত সরকারের পরিচালনায় আর ভোট নয়। বাংলাদেশে ফিরল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পুরোনো ব্যবস্থা। দেশের সাধারণ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায়। যে ব্যবস্থাটা খারিজ করে দিয়েছিল শেখ হাসিনার সরকার। ২০১১ সালে এজন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই আইনের কিছুটা অংশ বাতিল করে দিল বাংলাদেশের হাইকোর্ট।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব এবং বিচারপতি দেবাশিস রায়চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চের এই রায়ের পর এখনকার অন্তর্বর্তী সরকারের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হতে তেমন বাধা নাও থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সরকার কবে নির্বাচন করবে, তা নিয়ে দেশে-বিদেশে চর্চার অন্ত নেই। বিএনপি ও জামায়াতের

অস্থির বাংলাদেশ

লাভ ইউনূসের

- অন্তর্বর্তী সরকার এক অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার
- বাংলাদেশের সংবিধানে যার বৈধতা ছিল না
- ফলে ইউনূস সরকারের অবস্থান নিয়ে সংশয় ছিল
- হাইকোর্টের রায়ে সেই সংশয় না থাকার সম্ভাবনা

মতো দলগুলি অবশ্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করানোর পক্ষপাতী।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস অবশ্য সোমবারই বিজয় দিবসের ভাষণে বলেছিলেন, '২০২৫-এর শেষ কিংবা ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করানো হবে।' হাইকোর্টের মঙ্গলবারের রায়ের পর তাই ততদিন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। তাছাড়া আওয়ামী লিগ সরকারের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বন্দোবস্তের আইনটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় সাংবিধানিকভাবে ইউনূস সরকারের ফাঁড়া কেটে গেল। কারণ, এই সরকার ভোটে না জিতে ক্ষমতাসীন হয়েছে।

বিজয় দিবসের বার্তায় যে কারণে সোমবার ইউনূস সরকারকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাটি বিলুপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বিএনপি সহ অনেক বিরোধী দল এই বিলুপ্তির ঘোর বিপক্ষে ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানোর দাবিতে এই দলগুলি আন্দোলনও কম করেনি।

তাতে কর্ণপাত করেনি হাসিনার সরকার। উলটে সংশোধিত আইনে ভোট ছাড়া সরকার গঠনকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। কেউ সেই অপরাধ করলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান ছিল সংশোধিত আইনে। চলতি বছরের ৫ অগাস্ট হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। ৮ অগাস্ট ক্ষমতায় আসে অন্তর্বর্তী সরকার। তারপর ১৮ অগাস্ট হাইকোর্টে সংশোধিত সেই আইনটি বাতিল করার জন্য আবেদন পেশ হয়।

সুশাসনের লক্ষ্যের যুক্তি দেখিয়ে একটি নাগরিক সংগঠনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার সহ পাঁচজন ওই আবেদনে সেই আইনের ১৬টি ধারার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পরে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামির মতো কয়েকটি সংগঠন ওই মামলায় নিজেদের যুক্ত করার আবেদন জানালে হাইকোর্ট তা মেনে নেয়। মঙ্গলবার সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই আদালত রায় দিল।

বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদের ভোট করানোর উল্লেখ আছে। হাসিনা সরকারের গ্রহণ করা সংশোধনীতে সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগের শেষ ৯০ দিনে ভোট করানোর কথা বলা ছিল।

সালিশিতে মার তৃণমূল নেতাকে

তুম্বাজোতে জমি বিরোধ মীমাংসায় আক্রান্ত

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের বেলডাঙ্গিতে জমি দখলকে কেন্দ্র করে মারপিট। মীমাংসা করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে মার খেলেন বেলডাঙ্গির তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি পাপ্পির রায়। জমি দখল করে তা বিক্রির ঘটনায় জড়িতদের পেছন থেকে মদতের অভিযোগ উঠেছে বেলডাঙ্গির এক তৃণমূল যুব নেতার বিরুদ্ধে।

সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে বেলডাঙ্গিতে দফায় দফায় মারপিট হয়। এতে এক তরুণের মাথা ফাটে। এদিন সকালে ঝামেলা থামাতে মাটিগাড়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয় র‍্যাফ। মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এবিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'যারা আইন ভেঙে কাজ করেছে, তাদের সকলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, বেলডাঙ্গির এক ব্যক্তির চার কাঠা জমির মধ্যে দুই কাঠা দখল করে তা অবৈধভাবে অন্য এক ব্যক্তিকে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় এলাকার দুই দুষ্কৃতী শাহজাদ ও আজাদের নাম সামনে এসেছে। যাঁর কাছে জমিটি বিক্রি করা হয়েছে, ওই ব্যক্তি সোমবার জমির দখল নিতে চান। এ নিয়েই বিবাদের সূত্রপাত। এরপর স্থানীয়দের একাংশকে নিয়ে সোমবার রাতে সালিশি বসলে মারপিট বেধে যায়। সেই বিবাদ মিটমাট করতে মঙ্গলবার সকালে ফের সালিশি বসে। পাপ্পির কথায়, 'সালিশির জন্য শাহজাদ আমাকে ডেকে আনে। কিন্তু সালিশি চলাকালীন শাহজাদ ও তার লোকজন আমার ওপরই চড়াও হয়ে চোখ ও মুখে আঘাত করে। এর পেছনে স্থানীয় এক তৃণমূল যুব নেতার মদত রয়েছে।' পাপ্পির আরও

সেই ট্র্যাডিশন

- বেলডাঙ্গির এক ব্যক্তির চার কাঠা জমির মধ্যে দুই কাঠা অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগ
- জমির ক্রেতা সোমবার ওই জমির দখল নিতে গেলে বিবাদের সূত্রপাত হয়
- সোমবার রাতে সেই ঘটনা নিয়ে সালিশি বসলে সেখানে মারপিট বেধে যায়
- সেই বিবাদ মিটমাট করতে মঙ্গলবার সকালে সেখানে ফের সালিশি বসে

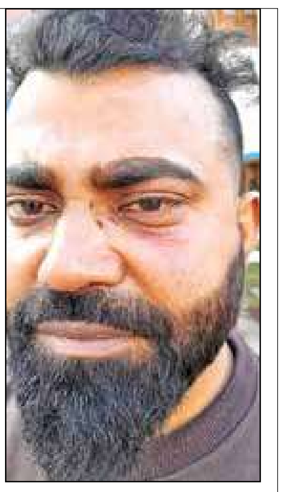

সালিশিতে তৃণমূল নেতার ওপর চড়াও হয়ে তাঁর চোখ-মুখে আঘাত করা হয়

অভিযোগ, 'জমিটি দখল করে বিক্রি করে অভিযুক্ত দুজন ১৫ লক্ষ টাকা নিয়েছে।'

মাটিগাড়া থানা সূত্রে খবর, শাহজাদ ও আজাদ দুজনের বিরুদ্ধে আগেও পুলিশের কাছে জমি দখল সংক্রান্ত অভিযোগ জমা পড়েছিল। এই দুজনের দৌরাত্ম্যে বাসিন্দারাও অতিষ্ঠ। অভিযোগ, বেলডাঙ্গি এলাকায় কলকাতার এক ব্যক্তির ফাঁকা জমি রয়েছে। সেই জমির ভুয়ো কাগজ বের করে ওই দুই দুষ্কৃতী তা বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে মারপিটের পর থেকে তারা গা-ঢাকা দিয়েছে বলে খবর।

এদিকে, জমি দখলে তৃণমূলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় দলীয় নেতৃত্ব ক্ষুব্ধ। এ বিষয়ে তৃণমূলের মাটিগাড়া অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মন বলেছেন, 'অবৈধ কাজকর্মে আমাদের দলের বা অন্য কোনও দলের কেউ জড়িত থাকলে পুলিশ যাতে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে, সেই বিষয়ে কথা বলেছি। জমির দালালির নামে দাদাগিরি বরদাস্ত করা হবে না।' তাঁর সংযোজন, 'আজাদ এক সময় আমাদের দল করত। কিন্তু এখন করে না। তার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ আগেও উঠেছিল। এমন ঘটনা হলে সে গা-ঢাকা দেয়।' পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এনজেপি থানার ওসি ক্লোজড

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : ক্লোজ করা হয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার ওসি নির্মলকুমার দাসকে। একই থানার পিসি পার্টির (সাদা পোশাকের পুলিশ) ওসি গণেশ রায়কে বদলি করা হয়েছে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের কোনও পুলিশ আধিকারিক এই পদক্ষেপ নিয়ে মন্তব্য করেননি। তবে ওই বদলের পিছনে এনজেপি থানার বিরুদ্ধে নানা অনৈতিক কাজের অভিযোগ আছে বলে পুলিশ মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক শিবিরেও এ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের কেউ নিজের পরিচয় দিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। তবে এলাকায় দলের এক অঞ্চল সভাপতির কথায়, 'জমিজমা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার ওসি'র ভূমিকা ভালো ছিল না।' এই ওসি'র বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বিজেপিও। দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ বহু দুর্নীতিতে যুক্ত। জমি মাফিয়া, সিন্ডিকেটের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক এই থানার আধিকারিকদের।'

বদলি আরও অফিসার

কী অভিযোগ

- স্থানীয় জমি মাফিয়া ও সিন্ডিকেটের পান্ডাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা
- এলাকায় নানা অনৈতিক কাজের সঙ্গে থানার আধিকারিকদের যোগসূত্র
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে ব্যর্থতা

কয়েক মাস আগে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় জ্বালানি তেলের অবৈধ কারবারে যুক্ত সিন্ডিকেটের গণ্ডগোলে কালীপদ রায় ওরফে গোলে নামে একজন খুন হন। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আরেকটি খুন হয় ওই থানা এলাকার রাজাহাউলিতে। সেই ঘটনায় পুলিশের তদন্ত অসন্তুষ্ট নিহতের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পকসো'র বেশ কয়েকটি মামলার তদন্ত নিয়েও এনজেপি থানার ভূমিকা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। জমিজমা সংক্রান্ত বেশ কিছু ঘটনায় স্থানীয় অনেকেই এই থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন সময়।

অভিযোগ আছে আইনশৃঙ্খলা সামলানোর ব্যর্থতা নিয়েও। পুলিশ সূত্রে খবর, এই সমস্ত ঘটনার বহু খবর পৌঁছেছিল পুলিশের ওপরমহলে। সেই কারণেই ওসিকে ক্লোজ করা হল বলে জল্পনা চলছে। মঙ্গলবার এই বদলি সংক্রান্ত নির্দেশিকায় নিউ জলপাইগুড়ির পিসি পার্টির ওসিকে বাগডোগরা থানায় বদলি করা হয়েছে। বাগডোগরা থানার পিসি পার্টির ওসি শমীক পালকে নিয়ে আসা হয়েছে নিউ জলপাইগুড়িতে। এনজেপি থানার নতুন ওসি হতে পারেন সোনম লামা।

কুয়াশা সরিয়ে ভোরের আলো....

দিনের শুরু।। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে অরিন্দম চন্দের তোলা ছবি।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বাংলার বাড়িতে আরও দু'দফা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পর আবাস যোজনা। নির্দিষ্ট করে বললে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেক অস্ত্র ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে। রাজ্যের ১২ লক্ষ পরিবারকে বরাদ্দের প্রথম কিস্তি মঙ্গলবার দেওয়া হবে বলে আগাম ঘোষণা ছিলই। কিন্তু ২০২৬-এর আগে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কোনও ইঙ্গিত ছিল না।

মঙ্গলবার নবান্নের সভাঘরে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী সেই ঘোষণাটিই করে দিলেন। তিনি বলেন, 'সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, প্রায় ২৮ লক্ষ পরিবার বাড়ি পাওয়ার যোগ্য। আমরা এখন ১২ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তি দিচ্ছি। আগামী মে-জুন নাগাদ আরও ৮ লক্ষ এবং ডিসেম্বরে আরও ৮ লক্ষ অর্থাৎ মোট ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তি দেওয়া হবে পরের বছর।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বাংলায় তৃণমূলের ভোটব্যাংক শক্ত হয়েছে মহিলাদের মধ্যে। গ্রামীণ দরিদ্রদের সমর্থন সুনিশ্চিত করতে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এই পরিকল্পনা বলে মনে করা হচ্ছে। ২৮ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি মানে প্রায় দেড় কোটি সমর্থন ভোটবাক্সে পাওয়ার সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে আগামী তিনদিন প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার সূচনা করলেন মমতা।

প্রথম কিস্তির টাকায় বাড়ি তৈরি কিছুটা এগোনোর পর দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তিতে এই খাতে রাজ্যের খরচের পরিমাণ ১৪,৭৭৩ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ ঐতিহাসিক দিন। রাজ্য সরকার নিজেই গরিব মানুষকে বাড়ি তৈরির টাকা দিচ্ছে।' বরাদ্দ না দেওয়ার জন্য তাঁর দল যে ২০২৬-এর ভোটে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করবে, তা স্পষ্ট মমতার কথায়।

মমতার লক্ষ্যে ২০২৬-এ জয়

তিনি বলেন, 'আবাস প্রকল্পে আমরা এক নম্বরে থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে এই রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে। আমরা কথা দিয়েছিলাম, বাড়ি তৈরি করে দেব। সেইমতো কথা রাখা শুরু হল। আমরা কথা দিলে রাখতে জানি।' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এখন কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের পাওনা ১ লক্ষ ৭১ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্র ৬৯টি টিম পাঠিয়ে বিভিন্ন কাগজ চেয়েছিল। আমরা সব দিয়েছিলাম। তাও রাজ্যকে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্র। আমরা ভিক্ষা চাই না, ন্যায্য অধিকার চাই।'

গ্রামের প্রাণভোমরা বাঁধা হাতির পায়ে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : এই গ্রামে নেপালি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ১৭ পরিবারের বাস। সাকুল্যে মানুষের সংখ্যা ৬০। আর এঁদের সকলেরই প্রাণভোমরা রাখা আছে হাতির পালের কাছে। নিয়তি সঙ্গ না দেওয়ায় এখন পর্যন্ত ১৩ জন মারা গিয়েছেন হাতির হানায়। মারাপুর চা বাগান ছাড়িয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার ভেতরে মেচি নদীর কিনারায় এই গ্রামের নাম টুকরা বস্তি। ভারত-নেপাল সীমান্তের শেষপ্রান্তে এই গ্রাম হয়তো ম্যাপেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে কলাবাড়ি জঙ্গল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই গ্রাম। চারিদিকে জঙ্গল আর চা বাগান দিয়ে ঘেরা। বন্যপ্রাণীর হানা এই এলাকায় নিত্যদিনের ঘটনা।

স্থানীয়দের থেকে জানা গেল, সাতের দশকে মারাপুর চা বাগানে যেসব বাসিন্দা কাজ পাননি তাঁরাই এই বস্তিতে থেকে কৃষিকাজ করতে শুরু করেন। কৃষিকাজ করে

টুকরা বস্তির জীবনমরণের পথ। -সংবাদচিত্র

পরিবারের ভরণ-পোষণ করে এই পরিবারগুলি।

মারাপুর চা বাগান থেকে অনেকটা ভেতরে এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তা, দুর্গম পথ পেরিয়ে জনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ হল এই টুকরা বস্তি।

এলাকায় কোনও সরকারি পরিষেবা নেই। বাসিন্দারা ভুগছেন রাস্তা ও পানীয় জলের মতো সমস্যায়। তাঁদের সমস্যা শুনতে জনপ্রতিনিধি থেকে কোনও সরকারি আধিকারিক কেউই সেখানে যান না।

নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মারাপুর চা বাগান সংলগ্ন এলাকার মানুষের আয়ের মূল উৎস কৃষিকাজ। মরশুম অনুযায়ী ধান, ভুট্টা ও শাকসবজির ফলনেই চলে তাঁদের সংসার। তবে ঘরে ফসল তোলাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের কাছে। পাশেই সংরক্ষিত কলাবাড়ি বনাঞ্চল। দিনদুপুরে রয়েছে বুনো হাতির আতঙ্ক। অপরদিকে বন্য শুয়োর, ময়ূর, হাতি, চিতাবাঘ সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর গৃহপালিত প্রাণীর ওপর হানাদারি।

এইসব প্রতিকূলতা থেকে যা বাঁচাতে পারেন তা দিয়ে ১২ মাসের খাবার চলে এখানকার বাসিন্দাদের। ওই বস্তির মানুষকে প্রতিদিনই হাতির ও বন্যপ্রাণীর ভয় কাটিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চা বাগান ও বনাঞ্চল ঘেঁষা এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তায় চলাচল করতে হয়। দুই কিলোমিটার এমন রাস্তা রয়েছে। তার মাঝে রয়েছে একটি ঝোরা। ইতিমধ্যে মারাপুর চা বাগানে এসজেডিএ'র উদ্যোগে প্রায় দেড় কিমি পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হয়েছে। তবে তা বাগানের প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত রয়েছে। অভাব অনটনের মধ্যে সন্তানদের স্কুল, কলেজে পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখতে চান না ওই বস্তির বাসিন্দারা। সেখান ১২ জন স্কুল পড়ুয়া সহ ৪ জন কলেজ ছাত্রী রয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

সেরা ভোডাফোন আইডিয়া

নিউজ ব্যুরো

১৭ ডিসেম্বর : কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে ৪জি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সেরা পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ভোডাফোন আইডিয়া (ভিআই)। ওপেনসিগন্যাল'স ৪জি নেটওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স রিপোর্ট, নভেম্বর ২০২৪-এ এমনই দাবি করা হয়েছে। ডেটা থেকে ভয়েস, ভিডিও- সব প্যারামিটার ধরেই এই সমীক্ষা করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভিআই ৪জি ডেটা সর্বোচ্চ গতিতে কাজ করেছে। এছাড়া ৪জি ভিডিও, গেমিং অভিজ্ঞতা সবই ভালো। ওই রিপোর্ট মতো ৪জি ভয়েস অ্যাপের ক্ষেত্রেও শীর্ষে ভিআই।

ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। যোগ্য প্রার্থীরা ২৫ ডিসেম্বর (২০২৪)এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডাটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

E-mail : jobs.uttarbanga@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ঝাঁকিয়ে পড়েনি শীত, ক্রেতাশূন্য শিলিগুড়ির ভুটিয়া মার্কেট। মঙ্গলবার। -সূত্রধর

মাঝ ডিসেম্বরে 'উধাও' শীত

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মেঘমুক্ত আকাশে সমতল থেকেও এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। যেন জেগে উঠেছেন 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বসিত পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকরা। কিন্তু দিনের বেলায় ঠান্ডা সেভাবে অনুভূত হচ্ছে না। মাঝ ডিসেম্বরে শীত কার্যত উবে যাওয়ায় হতাশা ঝরে পড়ল হালকা পোশাকে ম্যালে ঘুরতে থাকা অনেক পর্যটকের কথাতেই।

হাতাশার ছবিটা সমতলেও। আচমকা শীত উধাও হয়ে যাওয়ায় ক্রেতাদের পা পড়ছে না শিলিগুড়ির ভুটিয়া মার্কেটে। হাতেগোনা কয়েকজন ক্রেতার উপস্থিতি এবং টুকটাক কেনাকাটায় কীভাবে ব্যবসা চলবে, প্রশ্ন করলেন প্রেমা গুরুং। রাতের সময়টুকু বাদ দিলে ঘাম ঝরার উপক্রম জলপাইগুড়ি, কোচবিহারেও। যথারীতি এই দুই জেলা শহরেও গরমের পোশাকের বিক্রিতে ভাটা।

উত্তরের সর্বত্র তাই প্রশ্ন, জাঁকিয়ে পড়ার আগেই কি শীত বিদায় নিল? দক্ষিণবঙ্গে যখন ইতিমধ্যে শৈত্যপ্রবাহ দেখা গিয়েছে, তখন কেন উত্তরের সঙ্গে আবহাওয়ার এমন বিমাতৃসুলভ আচরণ?

সাধারণত উত্তরবঙ্গে শীত নির্ভরশীল পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ওপর। শক্তিশালী ঝঞ্ঝার দেখা না মিললে শীতল অনুভূতিও পাওয়া যায় না। বর্তমানে ঝঞ্ঝা অনুপস্থিত। মেঘমুক্ত আকাশের জন্য সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছানোয় দিনেরবেলা গরম থাকছে যথেষ্ট। আগামী দু'দিন পরিস্থিতির তেমন বদল ঘটবে না বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা। তবে শুক্রবার থেকে যে হাওয়া বদল ঘটার সম্ভাবনা প্রবল, তা স্পষ্ট করছেন তিনি।

মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

গ্যাংটক -	১৬.৪
দার্জিলিং -	১৮.০
শিলিগুড়ি -	২৬.০
জলপাইগুড়ি -	২৭.৮
কোচবিহার -	২৭.২
মালদা -	২৫.০

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)
তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর

তাঁর বক্তব্য, 'শুক্রবার সিকিম এবং দার্জিলিং পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ঝরতে পারে তুষারকণাও। কপাল ভালো থাকলে শনিবার সমতলের কয়েকটি জায়গার মাটি ভিজতে পারে। আবহাওয়ার এই শর্তগুলি পূরণ হলে, দিনেরবেলাতেও ফের শীতের আমেজ পাওয়া যাবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।'

কিন্তু এই পর্যায়ে শীতের স্থায়িত্ব কতদিন? নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না কোনও আবহবিদ। তাঁদের বক্তব্য, অন্তত চার-পাঁচদিন তো থাকবেই। বৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে ঘন কুয়াশাতেও ঢাকবে গৌড়বঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা।

সরকারি ক্যান্টিনের দায়িত্বে ১১ দুর্গা

কোচবিহার ডিএম অফিস ক্যাম্পাসে ওই ক্যান্টিন। ছবি : জয়দেব দাস

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর : ২০০১ সালে শ্বশুরবাড়ি থেকে এক কাপড়ে আলাদা করে দেওয়া হয় গৌরী রায়কে। পরপর দুই মেয়ের জন্ম দেওয়াই ছিল তাঁর অপরাধ। সেখানেই চোখের জল ফেলে গৌরী থেমে যাননি। নিউ কোচবিহার চাঁপাগুড়ির সেই ঝুপড়ি ঘর থেকেই তাঁর নতুন পথ চলা। জেদকে সম্বল করে ২০০২ সালে স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে তৈরি করেন অঙ্কুর মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীই মঙ্গলবার কোচবিহার ডিএম অফিস চত্বরে ল্যান্সডাউন হলের দক্ষিণে খাদ্য ছায়া নামে একটি ক্যান্টিনের দায়িত্ব পেল। ব্যাংক থেকে ছয় লাখ টাকা লোন নিয়ে এই নতুন পথে পাড়ি দিলেন গৌরী, মমতা, সরস্বতী, মিনতি, মণি সহ মোট ১১ জন।

ওই দলের সকলের গল্প গৌরীর মতো না হলেও অনেকটাই কাছাকাছি। হতদরিদ্র পরিবারের সেই মহিলারা নিজেদের চেষ্টায় আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রত্যেকেরই এখন পাকাবাড়ি, সচ্ছল সংসার। কারও কাছে হাত না পেতে, লড়াই করে এই এগারো দুর্গা আজ সফল।

এদিন দুপুরে ডিআরডিসি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহেশ বর্মন খাদ্য ছায়া ক্যান্টিন উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশনের তরফে এখানে একটি ক্যান্টিন তৈরি হয়েছে। সরকারিভাবে চেয়ার-টেবিলও দেওয়া হয়েছে। অঙ্কুর মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের ছয় মাসের একটি চুক্তি হয়েছে। ছয় মাসে তাঁরা এই ক্যান্টিনটি লাভজনকভাবে চালিয়ে দেখাতে পারলে পরের ছ'মাসের জন্য আবার ক্যান্টিনটি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে।'

ক্যান্টিনটি সোম থেকে শুক্র সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। । গৌরীর বক্তব্য, 'আমরা চাই সরকার যেনও এভাবেই আমাদের সমর্থন করে পাশে থাকে। তাহলেই আমরা সকলেই মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারব।'

২০০২-'২৪ যাত্রাটা সহজ ছিল না। শুরুর দিকে ওই গোষ্ঠীর সদস্যরা মাসিক ৩০ টাকা করে দলের খাতায় টাকা জমা করতেন। দলের ১১ জনই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁদের লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। গৌরী বলেন, 'শুরুর দিকে মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক বনশ্রী সেনগুপ্ত আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেন। শুধুমাত্র রান্নাকে সম্বল করে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। পুঁজি বলতে গোষ্ঠীর পাসবইয়ে জমানো ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।'

তারা ২০১৩ থেকে ২০২২ ডিআরডিসিতে ক্যান্টিন চালিয়েছে। এখন সুনীতি অ্যাকাডেমিরপড়ুয়াদের টিফিন সরবরাহ করেন তাঁরা। ওই গোষ্ঠীর এক মহিলা জানালেন, ২০২৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১২ দিনব্যাপী সরসমেলায় তাঁদের দল রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

এদিন ক্যান্টিন উদ্বোধনে ডেপুটি প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর সৌমনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এখানে ঘরোয়া সমস্ত খাবার মিলবে।

আজ টিভিতে

রোদ্দুর-ময়না কি জানতে পারবে আসল অভিযুক্তের নাম?
পুবের ময়না বিকেল ৩.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হিরোগিরি, বিকেল ৪.২০ রক্তবীজ, সন্ধে ৭.১০ সংগ্রাম রাত ১০.১৫ অন্যায় অবিচার
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ আক্রোশ, ২.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৪.৫৫ মায়ের আশীর্বাদ, রাত ৯.২৫ মেজ বউ, ১১.২৫ হীরক রাজার দেশে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ তোমাকে চাই, দুপুর ১.০০ অন্নদাতা, বিকেল ৪.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.৩০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.৩০ অমানুষ-২
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্বামীর আদেশ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নাগরিক
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২৩ হিরো-দ্য বুলেট, ২.৫০ জেট্টি, বিকেল ৫.১৯ রুদ্রঙ্গী, সন্ধে ৭.৫৫ ভীমা, রাত ১০.৪৪ জাল-দ্য ট্র্যাপ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৭ গ্রেট গ্র্যান্ড মস্তি, দুপুর ১.১৫ বাগী, বিকেল ৩.৫৪ কৃশ, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ১০.০৯ রাবণাসুরা
জি ক্লাসিক : দুপুর ১.০৮ অমৃত, বিকেল ৪.০২ ঘর জামাই, সন্ধে ৭.০০ রূপ কি রানি চোরোঁ কা রাজা, রাত ১০.৩০ আপ কে দিওয়ানে
সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.৩৭ ২০১২, বিকেল ৩.১৮ জন র‍্যাম্বো, ৪.৫২ দ্য ৩৫৫, সন্ধে ৬.৫৯ স্যান অ্যানড্রিজ, রাত ৯.০০ ওয়ান্ডার উওম্যান ১৯৮৪, ১১.৩৮ প্যাসিফিক রিম

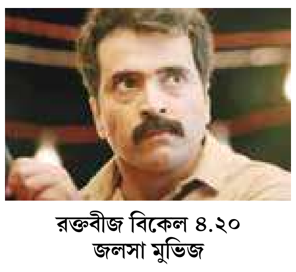

রক্তবীজ বিকেল ৪.২০ **জলসা মুভিজ**

বাগী দুপুর ১.১৫ **অ্যান্ড পিকচার্স**

ইনটু দ্য ব্লু বিকেল ৩.১৮ **মুভিজ নাউ**

অমানুষ-২ রাত ১০.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিওএন/২০২৪/এনওডি/০৫, তারিখ : ২৫-১১-২০২৪ -এর জন্য সংশোধনী -১

টেন্ডার নং: সিই/সিওএন/কেএম/এমআইএস/২০২৪/১২ -এর জন্য সংশোধনী -১ জারি করা হয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিই/সিওএন-৫, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/নভেম্বর/০৬ তারিখঃ ২৯-১১-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী-১

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/কেকে/এমআইএস/২০২৪/১৩ এর বিপরিতে সংশোধনী-১ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/৫
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Alipur-I Gram Panchayat
Kaliachak, Malda
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited by the undersigned for the development work in of Alipur-I Gram Panchayat. For more details please visit www.wbtenders.gov.in
Ref TENDER ID-2024_ZPHD_786083_1 & TENDER ID-2024_ZPHD_786080_1& TENDER ID-2024_ZPHD_786077_1 to 3 eNIT Published Date & Bid Submission Start Date 17-12-2024, Bid Submission End Date-27-12-2024, Technical Bid Opening Date- 30-12-2024
Sd/-
Prodhan
Alipur-I Gram Panchayat

e-TENDER NOTICE

Tender Reference No. CGEC/NIT-12(a)/2024-25, CGEC/NIT-12(b)/2024-25, CGEC/NIT/13/2024-25, CGEC/NIT-14/2024-25, CGEC/NIT-15/2024-25 For supply of Laboratory Equipment, Mess employee, Conduction of Nirman Sahayak Program, Jungle cutting etc. For details visit : https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Principal, Cooch Behar Govt. Engg. College

সেতু কাজের পুনর নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. ৩৫-এপি-II-২০২৪। কাজের নামঃ ফকিরাগ্রাম জংশন-গোলকগঞ্জ জংশনের মধ্যে ২০/৭-৮ কিলোমিটারে ১x২.৫০ মিটার আরসিসি বাক্স কালভার্টের দ্বারা সেতু নং.-১২এ (১x১.৮৩ মিটার স্ক্রিউ আর্চ) এর পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,২৫,২৭,১৯৯.৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৬২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৩৪, তারিখ ১৩.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য খোলা ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। ... MLD-167/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী নন্দলাল আগরওয়াল, পিতা স্বর্গীয় বাবুলাল আগরওয়াল ... আমি AMN/0801/2024/19760 Mutation Case মূলে কোচবিহার ১ নং B.L&L.R.O. Office-এ রেকর্ড-এর জন্য আবেদন করিয়াছি। এই বিষয়ে কারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে কোচবিহার ১ নং B.L&L.R.O. Office-এ যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

"গ্রিড কানেক্টেড" সৌর ফটো ভোল্টাইক মডিউল স্থাপন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/আরটি১৭_২০২৪/কে/১০৪০, তারিখ : ১২-১২-২০২৪; টেন্ডার নং. : আরটি১৭_২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড কানেক্টেড" (অন গ্রিড) সৌর ফটোভোল্টাইক মডিউল স্থাপন (ফেজ- I)। টেন্ডার মূল্য : ৮,৩০,৮২,০৫০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৫,৬৫,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৬-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এবং সিএইচজি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./০৫ অফ ২০২৪ তারিখ ১১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ... ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস বাতিল

বর্তমান কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ট্রেন পরিচালনায় সামাল দিতে, ১৫৭০৯/১৫৭১০ মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.১২.২০২৪ থেকে ২৮.১২.২০২৪) বাতিল থাকবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

PUBLIC NOTICE

Memo No. 3706/15-vehicle Dated 17.12.2024
It is hereby informed that the under mentioned seized vehicles are lying unclaimed in the custody of the Forest Department in connection with different forest offences. Claimants if any, are requested to appear in person before the undersigned at office chamber on 06.01.2025 with valid documents, otherwise the vehicles will be confiscated to the State of West Bengal under Section 59A of Indian Forest (West Bengal Amendment, 1988) Act, 1927.

Sl. No.	Vehicle No.	Vehicle Type
1.	WB-6363A/1555	TATA ACE MEGA
2.	WB-63/8832	TATA ZENON PICK UP
3.	NL01D/7599	TRUCK
4.	WB-64A/0910	MARUTI 800
5.	WB-70A/3335	MARUTI VAN
6.	WB-64A/2855	MARUTI VAN
7.	WB-73C/8424	TATA-407
8.	WB-73B/5031	BOLERO CAMPER
9.	WB-64J/3032	MOTOR CYCLE
10.	WB-70A/9922	MARUTI 800

SD/- Authorised Officer, District of Cooch Behar
&
Divisional Forest Officer, Cooch Behar Division.

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং : সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লিউএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ১৩.১২.২০২৪ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য দুই পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি এসএলআর-এর ... www.ireps.gov.in ... ই-নিলাম ... এইচডব্লিউএইচ-২৪-১২ই। ট্রেন : ট্রেন নং. ১২৩১১ হাওড়া-কালকা নেতাজী এক্সপ্রেসের এসএলআর-১। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ৩০.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা।
HWH-487/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভর্তি

নতুন শিক্ষাবর্ষে চৌধুরীহাট শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি চলিতেছে। আসন সংখ্যা সীমিত। যোগাযোগের মোবাইল নম্বর- 9932920941/ 9932966039. (D/S)

কর্মখালি

Security Guard চাই, ৮ ঘণ্টা Duty, Salary- ৯৫০০/-, O.T Extra. থাকা ও খাওয়ার সুবিধা আছে। Tailor কাজের মেয়ে চাই। Mob : 8967577096. (C/113635)

Marketing Manager

For Siliguri OPD branch of Institute of Neurosciences Kolkata. To meet doctors in North Bengal for brain and spine surgeries referral. Payment terms negotiable (on incentive basis only). Contact : Oindrila Moitra 8207220666. (C/113952)

ব্যবসা-বাণিজ্য

কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। (M) 9832387689. (C/113933)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি তুলসী মোদক ৫/১২/২৪ তারিখে APD EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলে বিকাশ মোদক-কে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করিলাম। (C/113720)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে A+ কিডনিদাতা চাই। 25-45 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9674258565. (C/114209)

•

কিডনি চাই, A+, বয়স 30-45, পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর : 8016140555. (C/114210)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নাম ভুল থাকায় 09-12-2024 Jal EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Alkash Uddin এবং Alkash Rahaman একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/113636)

•

আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 04.12.2024 কোচবিহার সদর নোটারি অ্যাফিডেভিট বলে Rejwan Mia এবং Rahim Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। আমার ছেলের শুভ নাম Rejwan Mia। জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং - B/2024/1466716, Dt. 04.11.24. Golenowhati, Sitalkuchi, কোচবিহার। (C/113132)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No WB6920040865384)-এ নাম ভুল থাকায় ১৬/১২/২০২৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 01AC 918193) বলে আমার নাম সংশোধন করে Rakhal Ch Mondal, পিতা- Lt. B.C Mondol থেকে Rakhal Chandra Mandal, পিতা- Lt. Brajendra Chandra Mandal করা হল। (C/113719)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি বিপুল ঠাকুর, পিতা- রামেশ ঠাকুর, গ্রাম- উত্তর মেন্দাবাড়ি, থানা- কালচিনি, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No 860/ Kal) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 8837214801. (C/113718)

•

আমি তারক পাল, পিতা মৃত প্রমোদ পাল, সাইগ্রাম শিবমন্দির, পোস্ট : কদমতলা। আমার মা মৃত আরতি পালের জমির আসল দলিল কপি হারিয়ে গেছে যাহার নম্বর 1640, তারিখ 01-03-1989, যদি কেউ পেয়ে থাকেন এই নম্বরে কল করবেন 9733350838. (C/114211)

•

আমি, কুমদা দাস, স্বামী প্রয়াত সুবল চন্দ্র দাস, ঠিকানা : হাসপাতাল পাড়া, পোস্ট ও থানা- ইসলামপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর- 733202, (W.B.)। আমি বিক্রয় দলিল হারিয়েছি (নং- 3877/2013) এবং বায়নানামা (নং- 2238/2013), জিডিই- নং- 253, Dt.- 05/12/2024, পি.এস.- ইসলামপুর। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন। - M : 7001618998. (S/N)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বন্ধু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, হারানো বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অযথা দুশ্চিন্তা বাদ দিন। কোনও কারণে অর্থ খরচ হতে পারে। প্রেমে শুভ। **বৃষ :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। অফিসে সহকর্মীরা ভুল বুঝতে পারে। **মিথুন :** বাবার জন্য দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বাড়বে। **সিংহ :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমে শুভ। **কন্যা :** মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। **তুলা :** বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আগমনে আনন্দ। হারানো জিনিস ফেরত পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** পথে আজ বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা বাড়বে। সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। **ধনু :** রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে চলুন। মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটবে। **মকর :** বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতপার্থক্য। নতুন অফিসে আজ যোগ দিতে পারেন। **কুম্ভ :** সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে স্বস্তি। **মীন :** বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ২ পুহ, সংবৎ ৩ পৌষ বদি, ১৫ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৭, অঃ ৪।৫১। বুধবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৪। পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ৩।৩৬। ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১০।৩২। বিষ্টিকরণ দিবা ১২।৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৩।৩৬ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।৪ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৮।৫৬ গতে ১০।১৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫৬ গতে ৪।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।২৮ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১২।৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭। ৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিজেকে রক্ষা করুন
খণ্ডকালীন সময়ের ভিত্তিতে কাজের সুযোগের প্রতারণা থেকে
cbc 19101/13/0036/2425

বিভিন্ন ধরনের অজ্ঞাত ব্যক্তির কল, সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞাপন অথবা কিছু গোষ্ঠী খুব সহজতর কার্যের দ্বারা সহজে অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা দেওয়ার মাধ্যমে
আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সমর্থ
☑ অনলাইনের মাধ্যমে চাকরির সুযোগগুলিকে খুঁটিয়ে যাচাই করে নিন
☑ কোনোভাবেই আপনার ব্যক্তিগত অথবা অর্থনৈতিক তথ্য প্রদান করবেন না

গৃহ মন্ত্রালয় MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Indian Cyber Crime Coordination Centre

চিন্তা বন্ধ করুন, সত্বর ব্যবস্থা নিন
অভিযোগ দায়ের করুন
www.cybercrime.gov.in এতে অথবা কল করুন ১৯৩০ তে
বিভিন্ন তথ্যের জন্য অনুসরণ করুন 'সাইবার দোস্ত'

পূর্ব চয়নপাড়ায় জমিকে কেন্দ্র করে পুলিশের সামনে তর্জায় জড়াল দু'পক্ষ। মঙ্গলবার। –সংবাদচিত্র

মন্দির লাগোয়া জমি জরিপ ভূমি দপ্তরের

খবর প্রকাশ হতেই উদ্যোগ আশিঘরে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মন্দিরের জায়গা বেহাত হতে পারে এমন অভিযোগ উঠেছিল কয়েকদিন আগেই। খবর প্রকাশ হতেই মঙ্গলবার রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে তদন্তে আসেন। সেই সময় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশও সেখানে উপস্থিত ছিল। প্রশাসনের আধিকারিকদের সামনেই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয় পূর্ব চয়নপাড়াতে। পাশাপাশি ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেত্রী সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

সুধার মন্তব্য, 'জমিটি বহু বছর থেকে কয়েকজন দেখাশোনা করে আসছেন। এখানে জমি দখলের কোনও বিষয় নেই।' ঘটনাস্থল থেকেই সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে কয়েকজনকে উসকে দিতে থাকেন সুধা। সুধার উসকানিতে কেন এই বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছিল সেই প্রশ্ন তুলে স্থানীয়দের একটি অংশ হুজ্জতিও শুরু করেন। এমনকি জমি জরিপের প্রয়োজন নেই বলেও কয়েকজন মহিলা মন্তব্য করতে থাকেন।

দীপলাল রায় নামের এক প্রবীণ ব্যক্তি বলেন, 'কয়েক দশক থেকে আমরা এখানে পুজো দিয়ে আসছি। এখানে কোনও রাস্তা ছিল না।' অন্য একজনকে বলতে শোনা যায়, 'আগেই মন্দিরের মাঠ থেকে ওই পরিবারগুলির জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে।'

> জমিটি সরকারি, মন্দিরও বারোয়ারি। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে সেটাকে ঘিরলেন কেন? নিশ্চয়ই অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।
>
> **মনীষা রায়** *সদস্য, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ*

একই কথা বলেন আরও অনেকে। যদিও অন্য একটি অংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই মাঠের ওপর দিয়েই তাঁরা যাতায়াত করতেন।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল মহিলার অঞ্চল সভানেত্রী প্রিয়াংকা সাহা ঘোষের বক্তব্য, 'মন্দির তো সকলেরই। সেখানকার জায়গা কেউ ব্যক্তিগতভাবে ঘিরবে কেন? মন্দিরের মাঠের জমিও সরকারি। আমরা সেই জমির একপাশ দিয়ে একটি রাস্তা চেয়েছি। এতে তো কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়, নিশ্চয়ই কোনও অসৎ মতলব রয়েছে।'

বিষয়টি নিয়ে এলাকার কয়েকজন আবার অন্যরকম মতামত দিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির বক্তব্য, 'আসলে জমিটি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। খবর প্রকাশ হতেই শোরগোলের সৃষ্টি হয়, বন্ধ হয়ে যায় বিক্রির পরিকল্পনা।' স্থানীয়দের একাংশের দাবি, মন্দিরের পেছনে যাঁদের বাড়ি রয়েছে সেদিকে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দমকল বা অ্যাম্বুল্যান্স যাওয়ার পরিস্থিতি নেই। অন্যদিকে, প্রিয়াংকা সহ এলাকার একটি অংশের প্রতি সমর্থন রয়েছে তৃণমূলেরই অন্য একটি গোষ্ঠীর।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সম্পাদক নির্মল বর্মনের বক্তব্য, 'মানুষের সুবিধার জন্য একটি রাস্তা তৈরি হতেই পারে। জমিটা তো কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। প্রাক্তন প্রধান কেন এতে আপত্তি করছেন বলতে পারব না।'

মদের ঠেকে অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত এএসআই

খড়িবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : বাংলা-বিহার সীমান্তে চোলাইয়ের ঠেকে অভিযানে গিয়ে আক্রান্ত হলেন খড়িবাড়ি পুলিশের একজন এএসআই। আহত পুলিশ আধিকারিক শ্যাম ছেত্রী খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করছে। ধৃতের নাম সুনীল মহন্ত। সে বিহার সীমানার ডাঙ্গুজোত গ্রামের বাসিন্দা। ঘটনায় পলাতক অন্তত ২০ জন। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে নেশাখোররা সন্ধে হলেই বিহার থেকে বাংলার ডাঙ্গুজোত সহ এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামে দেশি, বিদেশি মদ ও চোলাইয়ের ঠেকে আসর বসায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে খড়িবাড়ি পুলিশের কাছে স্থানীয়রা একাধিকবার অভিযোগ করেন। সেইমতো খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল সোমবার রাতে খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমানা লাগোয়া ডাঙ্গুজোত বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি রাস্তার পাশে ঝুপড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশ মদ্যপদের পাকড়াওয়ের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে মদ্যপরা। ঘটনায় জখম হন খড়িবাড়ি থানার এক এএসআই। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কম্বল বিতরণ

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের শিলিগুড়ি ৩ নম্বর টাউন ব্লক নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের তরফে কম্বল বিতরণ করা হল মঙ্গলবার। শিলিগুড়ির ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধান মোড়ের কাছে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুঃস্থদের হাতে কম্বল তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন টাউন নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের সভাপতি প্রসেনজিৎ মণ্ডল সহ অন্যরা।

সংশোধনী

সোমবার তিনের পাতায় প্রকাশিত উপহার হাতে চার্চে পুলিশ কমিশনার শীর্ষক খবরে পুলিশ কমিশনারের নাম সি সুব্বার বদলে সি সুধাকর পড়তে হবে।

পাট্টা ইস্যুতে অজয়দের ওপর ক্ষুব্ধ জিটিএ

পাহাড় অচলের হুমকি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : পাহাড়ে চা বাগান শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। আর এই জমির পাট্টা দেওয়া নিয়ে হামরো পার্টির সভাপতি তথা জিটিএ সদস্য অজয় এডওয়ার্ডের বক্তব্য ঘিরে পাহাড়ের রাজনীতি উত্তপ্ত হচ্ছে। অজয় মঙ্গলবার বলেছেন, 'জিটিএ পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এটা আমরা মেনে নেব না। শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টা দিতে হবে।' শুধু তাই নয়, জমি মাপজোখ করে সেখানেই জমির পাট্টার কাগজ শ্রমিকদের হাতে তুলে দিতে হবে বলে তিনি দাবি করেছেন। অন্যথায় পাহাড়জুড়ে তীব্র আন্দোলন এবং পাহাড় অচল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন অজয়।

তিনি দাবি করেছেন, 'গোর্খাদের দাবি নিয়ে তাঁদের আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে তার দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।' যদিও জিটিএ কর্তাদের বক্তব্য, অজয় সরকারি বিজ্ঞপ্তি না দেখে, কিছু না বুঝেই ভুলভাল কথা বলে পাহাড়ের মানুষকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছেন। শ্রমিকরা বর্তমানে দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টা পাবেন। সেই সমীক্ষার কাজই শুরু হয়েছে।

পাহাড়ের চা বাগানের শ্রমিকদের জমির অধিকারের দাবি দীর্ঘদিনের। এই নিয়ে গত কয়েক দশকে প্রচুর আন্দোলন হয়েছে। অনীত থাপার নেতৃত্বে জিটিএ'র বোর্ড গঠনের পর রাজ্য সরকার চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে পাঁচজনকে এই পাট্টার নথি তুলেও দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরই বিতর্ক শুরু হয়। কেননা এক-একজন শ্রমিক বসতবাড়ি, চাষের জমি মিলিয়ে অনেক বেশি জমি বর্তমানে দখলে রেখেছেন। পাঁচ ডেসিমাল জমির পাট্টা দিয়ে বাকি জমি কেড়ে নেওয়া হতে পারে এই প্রচার করে বিরোধীরা। পঞ্চায়েত ভোটে এর প্রভাব পড়বে ধরে নিয়ে অনীতরা নবান্নে দরবার করেন। তাঁরা দাবি জানান, শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমিরই পাট্টা দেওয়া হোক।

দীর্ঘ আলোচনার পরে রাজ্য সেই দাবি মেনে নিয়ে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে পুরো জমি জরিপ করে পাট্টা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে। সেইমতো চলতি সপ্তাহে পাহাড়ের চারটি মহকুমায় বাগান ধরে ধরে জমি জরিপের কাজ শুরু করেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এরই মাঝে মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে অজয় এডওয়ার্ডের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমরা গোর্খাল্যান্ডের জন্য লড়াই করেছি, অনেক রক্ত দিয়েছি। রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিলে জিটিএ যেভাবে চা শ্রমিকদের পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে সেটা গোর্খাদের ওপরে চরম আঘাত। আমরা এই আঘাত মেনে নেব না। চা শ্রমিকদের দখলে যতটা জমি রয়েছে, পুরোটারই পাট্টা দিতে হবে।' অন্যথায় তাঁরা বাগানে বাগানে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলে গোটা পাহাড় অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'জমি জরিপ করে সেখানেই আমিনদের দিয়ে জমির মালিককে পাট্টার নথি তুলে দিতে হবে।' রাতেই এই ভিডিও গোটা পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ায় হইচই শুরু হয়েছে।

জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'অজয় পাগলের মতো কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। সরকার পুরো জমিরই পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিটিএ'র সদস্য হিসাবে তাঁর আগে পুরোটা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল।'

পাট্টা বিভ্রাট

- পাঁচ ডেসিমাল করে জমির পাট্টা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য
- মুখ্যমন্ত্রী পাঁচজনের হাতে এমন নথি তুলে দিতেই হইচই শুরু হয় পাহাড়ে
- চা শ্রমিকদের দখলে থাকা পুরো জমির পাট্টা দেওয়ার দাবি জানায় জিটিএ
- পরে সেই দাবি শুনে রাজ্য সরকার জমি জরিপের প্রক্রিয়া শুরু করে
- অজয় এদিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, পুরো জমির পাট্টা না পেলে পাহাড় অচল করা হবে

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন ও জীবিকা।। *জয়ী সেতুতে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির পূর্ণেন্দু রায়।*

মমতার হাতে মেলো টি ফেস্টের সূচনা

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : বড়দিন এলেই অন্য মেজাজ ধরা পড়ে পাহাড়ে। সেজে ওঠে পাহাড়ের প্রতিটি রাস্তা। অন্যরূপে ধরা দেয় ম্যাল। কিন্তু দার্জিলিং এখন মোহময়ী হয়ে উঠেছে দার্জিলিং মেলো টি ফেস্টকে কেন্দ্র করে। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও এই উৎসবে অংশ নেবেন সংগীত শিল্পীরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে পা রেখেছেন পাহাড়ে। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম থেকে বার্ড ওয়াচিং, মিউজিক থেকে স্থানীয় খাবার, পাহাড় পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে নতুন করে তুলে ধরার লক্ষ্যেই পুলিশ-প্রশাসনের এই উদ্যোগ। তাই প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) ও দার্জিলিং জেলা পুলিশ। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ মঙ্গলবার বলেন, 'দ্বিতীয় বর্ষের উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। চকবাজার থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হবে ম্যালে।'

দ্বিতীয়বর্ষের উৎসবকে অন্যমাত্রা দিতে চাইছেন আয়োজকরা। মঙ্গলবার দার্জিলিং পুলিশের তরফে অনুষ্ঠান কর্মসূচি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। ভারতের পাশাপাশি নেপাল, ভুটান, কেনিয়া, রাশিয়া থেকেও প্রতিযোগীরা এই উৎসবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চলেছেন। দার্জিলিং হিল ম্যারাথনে অংশগ্রহণের জন্য প্রায় সাড়ে তিন হাজার নমিনেশন জমা পড়েছে বলে জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। বিশ্বখ্যাত 'ইউরোপ' ব্যান্ড এই উৎসবে কনসার্ট করবে। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উৎসব চলবে।

দার্জিলিংয়ের ম্যালে বড়দিনের প্রাক্কালে হাজির সান্তাক্লজ। মঙ্গলবার।

রক্তদান শিবিরে অনীহা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : মহকুমা প্রশাসনের তৈরি রক্তদানের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শিবির হচ্ছে না ইসলামপুরে। এই নিয়ম ভাঙছে মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি। বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী শিবিরের আয়োজন করছে না। যদিও নিয়ম ভঙ্গ করলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিল প্রশাসন। এই বিষয়ে মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছে।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট চলছে। তবে প্রশাসনের তৈরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শিবির আয়োজন করা হচ্ছে না। তাই যারা যারা এই শিবির করছে না তাদের তালিকা তৈরি করে খুব শীঘ্রই মহকুমা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে।' বিষয়টি নিয়ে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদবকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের রক্তসংকট দূর করতে চলতি বছরের অগাস্ট মাসে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছিল। সেই ক্যালেন্ডারে ২০২৪ সালের অগাস্ট মাস থেকে ২০২৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত রক্তদান শিবিরের দিন প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকায় বেশিরভাগই সরকারি দপ্তরের নাম দেখা যাচ্ছে। যেমন মহকুমার বিভিন্ন থানা, ব্লক এবং পঞ্চায়েত দপ্তর সহ বিএসএফ ক্যাম্পেরও নাম রয়েছে। এছাড়া এলাকার নার্সিংহোমগুলির রোগীদের রক্তের প্রয়োজন হলে এই ব্লাড ব্যাংকেই আসেন। তাই সেই তালিকায় বিভিন্ন নার্সিংহোমগুলিরও নাম রয়েছে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতি মাসে কমপক্ষে ৬টি করে শিবির হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অক্টোবর মাস থেকেই একাধিক শিবির আয়োজন করা হয়নি।

ব্লাড ব্যাংক থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে ৭টি শিবির হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ২টি শিবির করা হয়নি। এর মধ্যে একটি বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। অন্যদিকে, নভেম্বর মাসে ৯টি শিবির আয়োজন হওয়ার কথা থাকলেও শিবির হয়েছে মাত্র ৫টি। যে চারটি শিবির আয়োজন করা হয়নি সেই তালিকায় দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ দুটি বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। এছাড়া চলতি ডিসেম্বর মাসে ১৩টি শিবিরের মধ্যে ইতিমধ্যে ৭টি শিবির সম্পন্ন হয়েছে। তবে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্ধারিত তারিখ পেরিয়ে গেলেও তারা এই মাসে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেনি।

এই মুহূর্তে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অভাব রয়েছে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই ইসলামপুর ব্লাড ব্যাংকে রক্তসংকট দেখা যায়। সেই সংকট দূর করতে প্রশাসনের তৈরি ক্যালেন্ডারের নিয়ম মানছে না গ্রাম পঞ্চায়েত ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলি। এখন দেখার নিয়ম ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে প্রশাসন আদৌ কোনও পদক্ষেপ করে কি না?

পরিসংখ্যান

- কিন্তু অক্টোবর মাস থেকেই একাধিক শিবিরের আয়োজন করা হয়নি
- অক্টোবর মাসে ৭টি শিবির হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ২টি শিবির হয়নি
- নভেম্বর মাসে ৯টি শিবির আয়োজন হওয়ার কথা থাকলেও শিবির হয়েছে ৫টি
- ডিসেম্বর মাসে ১৩টি শিবিরের মধ্যে ইতিমধ্যে ৭টি শিবির সম্পন্ন হয়েছে

উপজাতি স্বীকৃতির দাবি রাজুর

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : পাহাড়ের ১১টি জনজাতিকে উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে ফের সংসদে সরব হলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। মঙ্গলবার আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত গোয়া বিধানসভায় জমা পড়া একটি বিলকে সমর্থন জানিয়ে দার্জিলিংয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিজেপি সাংসদ। ভুজেল, রাই, গুরুং সহ ১১টি জনজাতিকে অবিলম্বে উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি তোলেন তিনি। এদিন রাজু বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকেই পাহাড়ে এই দাবি উঠেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দাবি পূরণ না হওয়ায় নানান সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনগোষ্ঠীগুলি।'

উত্তর রেলওয়েতে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

ইয়ার্ড পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজের জন্য, উত্তর রেলওয়ের লখনৌ ডিভিশনে বারাবাঁকি-অযোধ্যা ক্যান্ট.-জাফরাবাদ শাখায়, **অযোধ্যা ক্যান্ট.** স্টেশনে **১৪ দিনের বিফোর নন-ইন্টারলকিং** (১৭.১২.২০২৪ থেকে ৩০.১২.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত) এবং **০৮ দিনের নন-ইন্টারলকিং** (৩১.১২.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজ করা হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে :

● **পথ পরিবর্তন :** (১) **১৩০০৯/১৩০১০ হাওড়া-যোগ নাগরী ঋষিকেশ-হাওড়া দুন এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.১২.২০২৪ থেকে ০৬.০১.২০২৫ = উভয়ের ২০টি করে ট্রিপ) যাত্রাপথ পরিবর্তন করে উভয় অভিমুখে **বারাণসী জংশন-মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জংশন-রায়বেরিলি জংশন-লখনৌ জংশন** হয়ে চলবে। (২) **১৫৬৬৮ কামাখ্যা-গান্ধীধাম এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১২, ২৫.১২.২০২৪, ০১.০১.২০২৫ = ০৩টি ট্রিপ) যাত্রাপথ পরিবর্তন করে **জাফরাবাদ-সুলতানপুর-লখনৌ** হয়ে চলবে। (৩) **১৫৭৪৩ বালুরঘাট-বাটিন্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮/১২, ২০/১২, ২২/১২, ২৪/১২, ২৫/১২, ২৭/১২, ২৯/১২, ৩১.১২.২০২৪, ০১/০১, ০৩/০১ ও ০৫.০১.২০২৫ = ১১টি ট্রিপ) এবং **১৫৭৪৪ বাটিন্ডা-বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯/১২, ২০/১২, ২২/১২, ২৪/১২, ২৬/১২, ২৭/১২, ২৯/১২, ৩১.১২.২০২৪, ০২/০১, ০৩/০১ ও ০৫.০১.২০২৫ = ১১টি ট্রিপ) যাত্রাপথ পরিবর্তন করে উভয় অভিমুখে **জাফরাবাদ-সুলতানপুর-লখনৌ** হয়ে চলবে। ● **১৩১৫১ কলকাতা-জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস** ৩১.১২.২০২৪ থেকে ০৭.০১.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অযোধ্যা ক্যান্ট. স্টেশনে স্টপেজ দেবে না এবং **অযোধ্যা, সালারপুর ও মসৌধা** স্টেশনে ৫ মিনিটের অতিরিক্ত স্টপেজ দেবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চার বছর ধরে স্কুলের ঘরে চিকিৎসার ব্যবস্থা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলগাছি চা বাগানে একটি স্কুলের ঘরে চলছে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা। চার বছরের বেশি সময় ধরে বেলগাছি হাইস্কুলের একটি ঘরে এই পরিষেবা চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দেড় বছর আগে বেলগাছি চা বাগানের চার্চ লাইনে প্রায় দুই কাঠা জমির উপর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি শুরু হয়। দোতলা ভবনের পুরোটাই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতরে কয়েকটা ঘরের কাজ বাকি রয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, একবার কাজ বন্ধ করার পর, আর ঠিকাদারের মুখ এলাকায় দেখা যায়নি।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন চালু না হওয়ায় স্কুলের একটি ছোট ঘরেই চলছে অস্থায়ী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। ফলে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে নানান সমস্যায় সম্মুখীন হচ্ছেন চা বাগানের বাসিন্দারা। তাছাড়া সপ্তাহে দু'তিনদিন এই অস্থায়ী কেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা আসেন। ফলে সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে সমস্যায় পড়তে হয় চা বাগানের বাসিন্দাদের।

নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ বলেন, 'ফান্ডের অভাবে বেলগাছি চা বাগানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা যায়নি। তবে চিকিৎসা পরিষেবা চলছে।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা বারাইতি নাগেশিয়ার কথায়, 'দেড় বছরের বেশি সময় হতে চলল কিন্তু নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হল না। মানঝা, মারাপুর, বেলগাছি চা বাগান সহ আশপাশের প্রায় কুড়ি হাজার চা শ্রমিকের পরিবার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। স্কুলের ভেতরে একটি ছোট রুমে রোগী দেখা হয়। যেখানে ঠিকমতো বসার জায়গা নেই।'

বেলগাছি চা বাগানে অর্ধসমাপ্ত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ভবন।

তবে এই সমস্যা শুধুমাত্র বেলগাছি চা বাগানেই নয়, জাবরা চা বাগান, নকশালবাড়ি চা বাগান সহ নকশালবাড়ি ব্লকের ৮টি চা বাগান এমন সমস্যায় জর্জরিত। তাছাড়া জাবরা, নকশালবাড়ি, বেলগাছি, মানঝা চা বাগানে নেই কোনও সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স। এসব বাগান এলাকা আট থেকে দশ কিলোমিটার দূরে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে। ফলে সেখানে যেতে গেলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই এলাকার নির্মীয়মাণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি দ্রুত চালু করার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

মানঝা চা বাগানের বাসিন্দা নিলিনা এক্কা বলেন, 'আগে আমাদের এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল না। গাড়ি ভাড়া করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হত। এখনও তাই হচ্ছে।' দশ মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন রেহানা। তিনি বলেন, 'স্কুলের গেট খুলেই ভেতরে ঢোকা যাবে। তা না হলে বাইরে দাঁড়িয়ে দিন চলে যায়।'

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইকের বক্তব্য, 'চা বাগানগুলিতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণকাজ গত কয়েক বছর থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ চা বাগান ছাড়া অন্যান্য এলাকাগুলিতে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।'

মাটিগাড়ায় পথ দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মাটিগাড়ার তুম্বাজোতে পথ দুর্ঘটনায় এক প্রৌঢ়র মৃত্যু হল। মৃতের নাম দীপসেন লামা (৫৮)। তিনি তুম্বাজোতের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে ওই ব্যক্তি স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় শুঁটকিহাটি লাগোয়া কবরস্থানের কাছে একটি মালবাহী ছোট চারচাকা গাড়ি রাস্তার মাঝে আচমকা দরজা খুলে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই প্রৌঢ় রাস্তার পাশে পড়ে যান। এতে দীপসেনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। চারচাকার গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিখোঁজ লটারির টিকিট বিক্রেতা

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালোবাসা মোড় এলাকার বাসিন্দা বলাই কর গত ১৫ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। সোমবার এই মর্মে তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা কর নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অঞ্জনা বলেন, ‘সেদিন আমার স্বামী বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যান। তবে তিনি আর ফিরে আসেননি।’ অঞ্জনা জানান, এরপর গত দু’দিনে পরিচিত ও আত্মীয়দের ঠিকানায় খোঁজ নিয়েও হদিস মেলেনি পঞ্চাশোর্ধ্ব বলাইয়ের।

জানা গিয়েছে, এলাকায় ঘুরে ঘুরে লটারির টিকিট বিক্রি করতেন বলাই। ঘটনার দিনও এলাকায় দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তবে এভাবে হঠাৎ তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বেঁধেছে। অপরদিকে, বলাইয়ের নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে এক নাবালক সন্তানকে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন অঞ্জনা।

সন্ধ্যায় শুটআউট

খুন প্রৌঢ়া, গণপিটুনিতে প্রাণ গেল দুষ্কৃতীরও

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৭ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার শীতের সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায়। এক তরুণের গুলিতে এদিন শহরের সমাজপাড়ার যৌনপল্লিতে এক প্রৌঢ়ার মৃত্যু হয়। কৌশল্যা মাহাতো নামে ওই প্রৌঢ়া ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। বাসিন্দারা ওই তরুণকে ধাওয়া করলে পিস্তল হাতে সে পড়িমরি দৌড়াতে থাকে। সেই সময় সে আরেক রাউন্ড গুলি চালায়। সেই গুলি পায়ে লাগলে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়া জখম হয়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে বাসিন্দারা ওই তরুণকে পাকড়াও করে তাকে প্রচণ্ড মারধর করেন। গণপ্রহারে জখম ওই তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। তবে তার পরিচয় জানা যায়নি। কী কারণে সে এদিন ঘটনাটি ঘটায় তা তদন্তকারীদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাঁরা সবই খতিয়ে দেখছেন। এদিন সব মিলিয়ে পাঁচ রাউন্ডেরও বেশি গুলি চলে। শহরে শুটআউটের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিন সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ওই প্রৌঢ়া আলিপুরদুয়ার শহরের সমাজপাড়ায় যৌনপল্লি এলাকায় নিজের বাড়ির সামনে বসে আগুন পোহাচ্ছিলেন। ওই সময় বাইকে চেপে তিন তরুণ সেখানে উপস্থিত হয়। তাদেরই একজন বাইক থেকে নেমে প্রথমে শূন্যে এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। ওই প্রৌঢ়াকে লক্ষ করে আরেক রাউন্ড গুলি চালায়। সেই গুলি মাথার পিছন দিকে লাগায় ওই প্রৌঢ়া মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। চারপাশে চাপ চাপ রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। বাসিন্দারা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন। ওই প্রৌঢ়াকে টোটোয় করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিকে, বাসিন্দারা ওই তরুণের পিছু ধাওয়া করেন। বাইকে সওয়ার অন্য দুই তরুণ অবশ্য ততক্ষণে পালিয়ে গিয়েছিল। যে তরুণ গুলি চালিয়েছিল সে পালাতে পালাতে ঘটনাস্থল থেকে ৫০০ মিটার দূরে গিয়ে আরেক রাউন্ড গুলি চালায়। সেই গুলি নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার পায়ে লাগে। সাইকেল চালিয়ে ওই পড়ুয়া ব্যাডমিন্টন খেলতে তখন বাবুপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আরেকজনকে লক্ষ্য করে ওই তরুণ গুলি চালিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই গুলি ওই পড়ুয়ার পায়ে লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় সে সাইকেল থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। আপাতত সে সেখানেই চিকিৎসাধীন।

অন্যদিকে, বাসিন্দারা তখনও ওই তরুণকে ধাওয়া করে চলেছিলেন। পিস্তল হাতে ওই তরুণের পিছনে এভাবে অনেকের ছুটে চলা দেখতে এলাকায় বেশ ভিড় জমে যায়। অন্যদিকে, গুলিভরা পিস্তল হাতে ওই তরুণ ছুটে চলায় অনেকেই উদ্বেগে ছিলেন। পালাতে পালাতে ওই তরুণ কালজানি নদীর বাঁধের রাস্তা ধরে আলিপুরদুয়ার মাছ বাজার এলাকা পৌঁছায়। সেখানে সে আরও দুই রাউন্ড গুলি চালায়। সৌভাগ্যক্রমে সেই গুলি অবশ্য কারও গায়ে লাগেনি। উত্তেজিত জনতা সেখানেই তার ওপর চড়াও হয়। তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। মূলত মুখ ও মাথায় আঘাত করায় ওই তরুণ গুরুতর জখম হয়। পরে তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই তরুণ পরে সেখানেই মারা যায়। এসডিপিও শ্রীনিবাস এমপি, আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিক এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দ জয়সওয়াল প্রমুখও এদিন ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাসিন্দাদের পাশে থাকার বার্তা দেন। এদিকে, ঠিক কী কারণে ঘটনাটি ঘটল তা স্পষ্ট নয়। বেঁটেখাটো চেহারার ওই তরুণের পরিচয় জানা না গেলেও নিয়মিতভাবে ওই যৌনপল্লি এলাকায় তার যাতায়াত ছিল বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন। এদিন সে মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলেও কারও কারও দাবি। এলাকা সূত্রে খবর, মৃত প্রৌঢ়ার এক ছেলে রয়েছে। তার সঙ্গে ওই তরুণের কোনও শত্রুতা তৈরি হয়েছিল কি না তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। অন্যদিকে, যৌনপল্লিতে ওই তরুণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে ওই প্রৌঢ়া কোনও বাধার সৃষ্টি করেছিলেন কি না আর সেই রাগেই বদলা নিতে সে ওই ঘটনাটি ঘটিয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শোরগোল

- সমাজপাড়ার যৌনপল্লি এলাকায় এক তরুণের গুলিতে এক প্রৌঢ়ার মৃত্যু
- বাসিন্দারা তাকে ধাওয়া করলে ওই তরুণের গুলিতে জখম কিশোর পড়ুয়া
- পরে বাসিন্দাদের গণপ্রহারে জখম ওই তরুণ হাসপাতালে মারা যায়
- ঠিক কী কারণে ওই তরুণ ঘটনাটি ঘটাল তা অজানা

কাঠগড়ায় ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতা

ভুটানের ট্রাককে ‘অবৈধ’ সুবিধা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : ভুটানের ট্রাককে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ফুলবাড়ির তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনরিটি সেলের এক নেতার বিরুদ্ধে। অবৈধভাবে ভুটানের ট্রাকের ডালা বড় করে চালাতে তিনি নাকি মদত দিচ্ছেন, এমনই অভিযোগ তুলেছেন ভারতীয় ট্রাক মালিকরা। এর জেরে তাঁরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে দাবি।

এদিকে, ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়া বোল্ডারবোঝাই ভুটানের ট্রাক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার থেকে ৪৮ ঘণ্টার প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছে ভারতীয় ট্রাক মালিকদের তিনটি সংগঠন। এদিন শতাধিক ট্রাক মালিক, চালক ও বোল্ডার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় নাগরিকরা ফুলবাড়ির কাস্টমস অফিসের সামনে প্রতিবাদে শামিল হন। ভুটান ট্রাকগুলিকে ‘সুবিধা পোর্টাল’-এর অন্তর্ভুক্ত করা, ট্রাকে অতিরিক্ত পণ্যপরিবহণ বন্ধ করা, মডিফাই করে চাকা বাড়িয়ে ডালা বড় করা বন্ধের দাবি জানানো হয়। ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ফুলবাড়ি এক্সপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও ফুলবাড়ি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল।

> ফুলবাড়ি হয়ে যে সমস্ত ভুটানের ট্রাক চলছে, সবগুলিকে সুবিধা পোর্টালের আওতায় আনতে হবে। নয়তো ভারতীয় বোল্ডারবোঝাই ট্রাকগুলিকে সুবিধা পোর্টালের বাইরে রাখার দাবি জানাচ্ছি।
>
> **জামির বাদশা** *সম্পাদক ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন*

ফুলবাড়ি বর্ডার লোকাল ট্রাক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, ‘ফুলবাড়ির এক নেতার মদতে ভুটানের ট্রাকগুলি অবৈধভাবে চলছে। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন রয়েছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ওঠা-বসা থাকায় ওই নেতা কিছু আধিকারিকের সঙ্গে যোগসাজশ করে এসব করছেন।’ তাঁর দাবি, ‘কীভাবে ট্রাকগুলিকে অবৈধভাবে মডিফাই করা হচ্ছে, তার প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার আন্দোলন করব।’ শাহজাহান আরও বলেন, ‘শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। প্রশাসনের ওপর আমাদের আস্থা রয়েছে।’ এ বিষয়ে ফুলবাড়ি ২ নম্বর মাইনরিটি সেলের সভাপতি মুস্তাফা হোসেনের বক্তব্য, ‘ভুটানের ট্রাক কী করে চলবে, তা কেন্দ্র ও ভুটানের সরকার ঠিক করে। যাঁরা বলছেন, ভুটানের ট্রাক অবৈধভাবে চালানো হচ্ছে, তা ঠিক নয়।’

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশে যাওয়া ভারতীয় বোল্ডারবোঝাই ট্রাকগুলি রাজ্য সরকারকে সুবিধা পোর্টালের মাধ্যমে টাকা দেয়। ছয় চাকার ট্রাকে ১,২০০ টাকা, ১০ ও ১২ চাকার ট্রাকে ২,৫০০ টাকা এবং ১২ চাকার চেয়ে বড় ট্রাকের ক্ষেত্রে ৬ হাজার টাকা করে দিতে হয়। কিন্তু ভুটানের বোল্ডারবোঝাই কোনও ট্রাককে ফুলবাড়ি হয়ে বাংলাদেশে যেতে সুবিধা পোর্টালে টাকা দিতে হয় না।

ফুলবাড়ি এক্সপোর্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জামির বাদশা বলেন, ‘ফুলবাড়ি হয়ে যে সমস্ত ভুটানের ট্রাক চলছে, সবগুলিকে সুবিধা পোর্টালের আওতায় আনতে হবে। নয়তো ভারতীয় বোল্ডারবোঝাই ট্রাকগুলিকে সুবিধা পোর্টালের বাইরে রাখার দাবি জানাচ্ছি।’

ফুলবাড়িতে অবস্থান বিক্ষোভে ভারতীয় ট্রাক মালিকরা। মঙ্গলবার।

জেলার খেলা

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে হেমরাজ ভুজেল।

হেমরাজের হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই জয় পেল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মঙ্গলবার তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাবকে। ১ মিনিটে অভিষেক দাসের গোলে বিবেকানন্দ এগিয়ে যায়। ৫৮ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন হেমরাজ ভুজেল। এরপর ৭০ ও ৮৯ মিনিটে গোল করে তিনি হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। মাঝে ওয়াংদেন তামাংয়ের গোল খেলায় সমতা ফিরিয়েছিলেন। যদিও তা স্থায়ী হয়নি। ম্যাচের সেরা হয়ে বাসন্তী দে সরকার ট্রফি পেয়েছেন হেমরাজ। বৃহস্পতিবার খেলবে বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব।

৫ উইকেট তুফানের

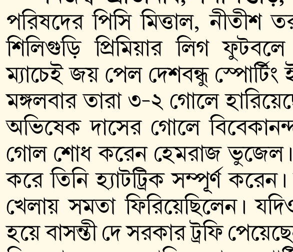

পদক গলায় তুফান রায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল শিলিগুড়ি। মঙ্গলবার তারা ৭২ রানে বীরভূমকে হারিয়েছে। টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৪ রান তোলে। গৌরব মুন্ডা ৬৬ ও গৌরব দত্ত ৩৫ রান করে। অয়ন ১১ ও প্রীতম দাস ২৭ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বীরভূম ৩৫ ওভারে ১২২ রানে অল আউট হয়। সম্রাট দাস ২৮ ও অর্পণ মুখোপাধ্যায় ২৪ রান করে। ম্যাচের সেরা তুফান রায় ১৬ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করে প্রবীণ ছেত্রী (১৭/২)। শুক্রবার খেলবে হাওড়া ও শিলিগুড়ি।

জয়ী কিশোর, উল্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডাঃ বিসি পাল, জ্যোতি চৌধুরী ও সরোজিনী পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ ৬ উইকেটে ওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। চাঁদমণি মাঠে টসে জিতে ওয়াইএমএ ২৩ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৬ রান তোলে। অভিষেক আনন্দ ১৯ রান করেন। শুভম ভৌমিক ১২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন শুভ্রজ্যোতি মিত্র (১৪/২)। জবাবে কিশোর ১৫.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। রবিন চৌধুরী ৩২ রান করেন। ম্যাচের সেরা শুভ্রজ্যোতি ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন। আমান যাদব ১৭ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাব ২৯ রানে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে উল্কা ২১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪০ রান তোলে। শচীন গুপ্ত ২৩ ও শুভঙ্কর দে ২২ রান করেন। সুরজিৎ সাহা ১৯ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে মহানন্দা ২১ ওভারে ৭ উইকেটে ১১১ রানে আটকে যায়। রাহুল নন্দী ৪১ রান করেন। ম্যাচের সেরা কৌশিক সরকার ১৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেন মহম্মদ সেলিম (৩১/২)। বুধবার খেলবে সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব-তরুণ তীর্থ ও মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব-রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ।

পরিত্যক্ত অবস্থায় মানঝা বাগানের ফাঁড়ি

নকশালবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের মানঝা চা বাগানের পুলিশ ফাঁড়ি এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় ২০ বছর ধরে সেখানে কোনও পুলিশ মোতায়েন নেই। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এলাকায় এসএসবি’র আউটপোস্ট তৈরির পর ধীরে ধীরে ফাঁড়ি থেকে পুলিশকর্মী তুলে নেওয়া হয়েছে। বাসিন্দারা বলছেন, এই সুযোগে এলাকাটিতে চোরাকারবার বাড়ছে। নকশালবাড়ির এসডিপিও নেহা জৈন বলেন, ‘যে কোনও পুলিশ ফাঁড়ি উপরমহলের নির্দেশ অনুযায়ী স্থাপন করা হয়, আবার তাদের নির্দেশেই তা তোলা হয়। মানঝা বাগানে প্রয়োজন পড়লে ফের পুলিশ ফাঁড়ি সক্রিয় করা হবে।’

চোরাচালান বন্ধ সহ নিরাপত্তার খাতিরে আট-নয়ের দশকে খড়িবাড়ি, নকশালবাড়ি, মিরিক থানার অধীন সীমান্ত এলাকাগুলিতে বেশ কয়েকটি ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছিল। খড়িবাড়ি থানার দেবীগঞ্জ, অধিকারী, পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি, মিরিকের লোহাগড় ফাঁড়িতে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও নকশালবাড়ি থানার অধীন মণিরাম এবং মানঝাতে এখন পুলিশের দেখা মেলে না। এক সময় ২৪ ঘণ্টা এখানে পুলিশ মোতায়েন থাকত। মানঝা চা বাগানে ফ্যাক্টরির সামনে কোয়ার্টারকে পুলিশ ফাঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হত। তবে গত দুই দশক ধরে তা পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে।

শুধু মানঝা চা বাগান নয়, মণিরামেও একটি ফাঁড়ি চালু করা হয়েছিল। সেখানে একটি ওয়াচটাওয়ারে মোতায়েন থাকত পুলিশ। সেটিও বন্ধ পড়ে রয়েছে। মানঝার বাসিন্দা রোশন তিরকি বলেন, ‘প্রায় ২০ বছর আগে ফাঁড়ি ছিল। তবে এখন সেখানে কাউকে দেখা যায় না। ফাঁড়ি ফের চালু হলে নিরাপত্তা দৃঢ় হবে।’

পুলিশের টহলদারি না থাকায় বর্তমানে গোরু, ছাগল, শুয়োর, সুপারি, কাপড়, রাসায়নিক সার, মাদকদ্রব্য পাচারের অন্যতম করিডর হয়ে উঠেছে মানঝা চা বাগানের রাস্তা। প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মহিমা ওরাওঁ বলছেন, ‘মানঝা চা বাগান ও লোহাগড় বনাঞ্চলের মাঝ দিয়ে চলে চোরাচালান। পুলিশ ক্যাম্প চালু হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।’

উঁকি দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘুমন্ত বুদ্ধের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভিড় বাড়ছে দার্জিলিংয়ে। ছবি : মৃণাল রানা

খেলার স্বার্থে জমি

খড়িবাড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : খেলাধুলোর স্বার্থে জমি দান করল একটি পরিবার। খড়িবাড়ির ঘটনা। প্রয়াত রামচন্দ্র জয়সওয়ালের মৃত্যুবার্ষিকীতে পরিবারের সদস্যরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি শতাধিক দুঃস্থের মধ্যে কম্বল বিতরণও করা হয়েছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

খড়িবাড়ির পশ্চিম কেশরডোবা শিশুশিক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন প্রায় ৪ বিঘা জমি দীর্ঘদিন থেকে স্থানীয়রা নানা কাজে ব্যবহার করছেন। এলাকার পড়ুয়া ও যুবসমাজের কথা ভেবে মঙ্গলবার জমির মালিক প্রয়াত রামচন্দ্র জয়সওয়ালের পরিবারের তরফে জমিটি দান করা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন তরুণদের ফুটবল ও দুঃস্থদের কম্বল দেওয়া হয়। এতে খুশি স্থানীয়রা। এসএসকের মুখ্য সহায়িকা বসন্তী কুমারী বেক বলেন, ‘মাঠটি জমির মালিকের পরিবার দান করায় দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হল। পড়ুয়া ও যুবসমাজ এতে উপকৃত হবে।’ রামচন্দ্রের নাতি বান্টি জয়সওয়াল বলেন, ‘যুবসমাজ দিন-দিন নেশায় আসক্ত হচ্ছে। খেলাধুলো ও শরীরচর্চার স্বার্থে এদিন মাঠটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’

পশ্চিম কেশরডোবা গ্রামের ফুটবলারদের মধ্যে রোশন তিরকি বললেন, ‘আজকের দিনে এতটা জমি দান করা বিরল। জমিটি নিয়ে দীর্ঘদিন টানাপোড়েন চলছিল। ওই পরিবারের উদ্যোগে গ্রামের সকলে খুব খুশি। মাঠে লোহার বারপোস্টও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।’

কোপে পুরকর্মী

মালবাজার, ১৭ ডিসেম্বর : আফগানদের জাল পাসপোর্ট তৈরিতে জাল নথিপত্র ইস্যুর ঘটনায় মাল পুরসভা কড়া পদক্ষেপ করল। পুরসভার চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। প্রসেনজিৎ দত্ত নামে ওই কর্মীকে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বলেন, ‘প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে।’ চেয়ে পাঠানো সমস্ত নথি সিবিআইকে পাঠানো হয়েছে বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। মাল থানার আইসি সমীর তামাং বলেন, ‘পুরসভার তরফে লিখিত অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’ মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় ওই পুরকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

১২০টি স্টল ট্রাভেল মার্টে

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমে নজর রেখে মঙ্গলবার শুরু হল বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট। এদিন সন্ধ্যায় মাটিগাড়ার একটি হোটেলে ট্রাভেল মার্টের সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রকের কলকাতার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জ্যোতির্ময় বিশ্বাস সহ বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এবার মার্টে বাংলাদেশ না এলেও প্রথমবার ভুটান অংশ নিয়েছে। স্টল রয়েছে ত্রিপুরা, সিকিম, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যের। আয়োজক ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, মার্টে ১২০টি স্টল রয়েছে। তিনদিন ধরে চলা অষ্টম বর্ষ ট্রাভেল মার্টে পর্যটনের নানা দিক নিয়ে যেমন আলোচনা চলবে, তেমনই থাকছে বি-টু-বি’র সুযোগ। বেঙ্গল ট্রাভেল মার্টের চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্র বলছেন, ‘মার্টের মাধ্যমে পর্যটনের নতুন দিক উন্মোচিত হবে বলে আমরা বিশ্বাসী।’

প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ১৭ ডিসেম্বর : স্মার্ট মিটার গ্রাহকের টাকা লুটের যন্ত্র। এমনটাই দাবি অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের (এবিইসিএ)। স্মার্ট মিটার বসানোর বিরুদ্ধে এবার পথে নামল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওই সংগঠন। মঙ্গলবার বিভিন্ন এলাকার শতাধিক মানুষ মিছিল করে শিবমন্দির কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের সামনে আসেন। বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেন। কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক প্রণব সরকার, ব্রিজভূষণ শুক্লা, শংকর বিশ্বাস প্রমুখ।

নীলগাই উদ্ধার

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিকপুর গ্রামে একটি নীলগাই উদ্ধার হয় মঙ্গলবার। প্রথমে গ্রামবাসীরা নীলগাইটিকে হরিণ ভেবে তাড়া করতে শুরু করে। ধরা পড়ার পর নীলগাইয়ের বিষয়টি সামনে আসে। এরপর রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বন দপ্তরে খবর দিলে বনকর্মীরা নীলগাইটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ক্রয়কেন্দ্র থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন কৃষকরা

চোপড়া, ১৭ ডিসেম্বর : চোপড়ার সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রের পরিবর্তে খোলাবাজারে ফসল বিক্রি করতে ভিড় জমাচ্ছেন কৃষকরা। তাঁদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সময় বাঁচানোর পাশাপাশি ঝক্কি এড়াতেই তাঁরা ক্রয়কেন্দ্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। একইসঙ্গে ফড়েদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। যদিও পারচেজিং অফিসারের বক্তব্য, আপাতত পরিস্থিতি ঠিকই আছে।

ধান ক্রয়কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন ৬০ জন কৃষক এখানে ধান বিক্রি করতে পারেন। এবার ধানের সহায়কমূল্য কুইন্টাল প্রতি ২,৩০০ টাকা। উৎসব ভাতা হিসেবে কুইন্টাল প্রতি কৃষকদের আরও কুড়ি টাকা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, এখন খোলাবাজারে কুইন্টাল প্রতি ধান বিক্রি হচ্ছে ২,০০০-২,০৫০ টাকায়। ফারাক ২৫০ টাকার হলেও অনেক কৃষকই খোলাবাজারে ফসল বিক্রি করছেন।

কৃষকরা জানাচ্ছেন, ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রির জন্য এক মাস আগে থেকে স্লট বুক করতে হয়। আর স্লট পাওয়াও মুশকিল। ধান বিক্রির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে সারাদিন কেটে যায়। টাকা পেতে অন্তত তিনদিন অপেক্ষা করতে হয় কৃষকদের। অন্যদিকে, খোলাবাজারে সঙ্গে সঙ্গে টাকা পেয়ে যান কৃষকরা। ধানের দামও সেখানে বাড়ছে।

কৃষকদের একাংশের বক্তব্য, ক্রয়কেন্দ্রে ধলতা হিসেবে প্রতি কুইন্টালে গড়ে ৫-৬ কেজি ধান কেটে নেওয়া হয়। এছাড়া শিবিরে ফড়েদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। এসব কারণে অনেকে ক্রয়কেন্দ্র থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন। ফড়েদের বিরুদ্ধে স্লট বুকিংয়ে কারসাজির অভিযোগ তুলেছেন কৃষকদের একাংশ।

ঝক্কির জন্য ধান ক্রয়কেন্দ্র এড়াচ্ছেন কৃষকরা। চোপড়ায়।

আসারুবস্তি জালালউদ্দিন হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফারাজুল ইসলাম বললেন, ‘শিবিরে এবারও ধান বিক্রি করেছি। ধানের মান ভালো হলেও ৫-৬ কেজি ধলতা কেটে নেওয়া হচ্ছে।’

আজিজুল হক নামে এক কৃষকের বক্তব্য, ‘বাড়ির কাছের বাজারে এখন কুইন্টাল প্রতি ধানে ২ হাজারের বেশি টাকা মিলছে। আর সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে হলে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। খোলাবাজারে সেসবের ঝামেলা নেই। নগদ টাকাও মিলছে।’ চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রের পারচেজিং অফিসার (পিও) বিবেক সরকারের বক্তব্য, ‘আপাতত পরিস্থিতি ঠিকই আছে। কৃষকরা ধান ক্রয়কেন্দ্রে আসছেন। সদর চোপড়ার শিবির ছাড়াও ঘিরনিগাঁও এলাকায় একটি সমবায়ের মাধ্যমে ধান কেনা হচ্ছে।’

তারাপীঠের পুজোয় নিয়মের কড়াকড়ি

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৭ ডিসেম্বর : ফের তারাপীঠ মন্দিরে বন্ধ হল মোবাইল। সেইসঙ্গে মোটা অঙ্কের টাকা ফেললেই মায়ের কাছে পৌঁছে যাওয়ার পথও বন্ধ করা হল। জেলা শাসকের কড়া হুঁশিয়ারির পর নড়েচড়ে বসেছে মন্দির কমিটি। সোমবার থেকে চালু হয়েছে একগুচ্ছ নিয়মাবলি। শুধু পুণ্যার্থী নয়, একই নিয়ম মানতে হবে সেবাইতদেরও। তবে তারাপীঠে একাধিকবার নিয়ম চালু হলেও দিনকয়েকের মধ্যেই সেই নিয়ম ভেঙে বেনিয়ম হতে শুরু করে। ফলে জেলা প্রশাসনের নিয়ম কতদিন মেনে চলে মন্দির কমিটি সেটাই দেখার।

এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই নিয়ম আগেই ছিল। কিন্তু আমাদের শিথিলতার কারণে সেই নিয়মে কিছুটা ভঙ্গ হয়েছে। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ এবার মেনে চলা হবে।'

প্রশাসনের নির্দেশে তারাপীঠ মন্দির কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবার থেকে প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৫টায় সকলের জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহ খুলে দেওয়া হবে। প্রথম একঘণ্টা সাধারণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশ করানো হবে। পরে বিশেষ লাইনে থাকা ভক্তদের প্রবেশ করানো হবে। এভাবেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ ও বিশেষ লাইনে থাকা ভক্তদের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। বিশেষ লাইনে পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মন্দির কমিটির অফিস থেকে কুপন সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া মন্দিরের ভিতর দীর্ঘক্ষণ ধরে পুজো করা যাবে না। বাইরে পুজো, মন্ত্রোচ্চারণের পর মায়ের দর্শন করে গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। গর্ভগৃহ কিংবা বারান্দায় নারকেল ফাটানো, দেবী-বিগ্রহে আলতা, অগুরু দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে দেবীর চরণে স্পর্শ করিয়ে নিতে পারবেন ভক্তরা। পাশাপাশি মা তারার মধ্যাহ্ন ভোগের সময়ে দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকবে মন্দির।

রাজপথে সান্তার বেশে। মঙ্গলবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

বড়দিনে 'ঠাঁই নাই' একাধিক পর্যটনকেন্দ্রে

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : কলকাতা সহ রাজ্যের অধিকাংশ পর্যটন কেন্দ্রে বড়দিনের ছুটিতে হোটেল ও হোমস্টে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। হোটেল না পেয়ে বিদেশের অনেকেই রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের জন্য পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গত বছরের থেকে এবার বড়দিনে বিদেশি অতিথির সংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে মনে করছে পর্যটন দপ্তর। মঙ্গলবার রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, 'দুর্গাপুজো হোক বা বড়দিন, পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে হোটেলের চাহিদা বরাবরই থাকে। কিন্তু এবার সেই চাহিদা অনেক বেশি।' একইসঙ্গে কলকাতার পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, চন্দননগর, ব্যান্ডেল, বিধাননগর সহ একাধিক জায়গা পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে আলোকসজ্জায় সাজানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টেয় কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে বড়দিন উৎসবের সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার অ্যালেন পার্কেই সংগীতানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রেমো ফার্নান্ডেজ।

এদিন মধ্য কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিবারের মতো এবারও পার্ক স্ট্রিট, অ্যালেন পার্ক, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ সহ সংলগ্ন এলাকা আলোকসজ্জায় সাজানো হচ্ছে। এই আলোকসজ্জা ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে। এছাড়া বড়দিন উৎসব ১৯ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত হবে।' পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অ্যালেন পার্কে অনুষ্ঠান হবে। ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর অ্যালেন পার্ক বন্ধ থাকবে। ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এছাড়া ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যটন দপ্তর ও তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে অ্যালেন পার্কেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। উৎসব চলাকালীন পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে ইনফরমেশন কিয়স্ক, খাবারের স্টল ও ফার্স্ট এইডের স্টলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার থেকে উৎসব শুরু হলেও এদিন থেকেই আলোকসজ্জায় সেজেছে পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা।

পার্থর জামিনের শুনানি শেষ, স্থগিত রায়দান

সিবিআই হেপাজতে 'কাকু'

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি একটি আর্থ-সামাজিক অপরাধ। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ পাঁচ শিক্ষা অধিকর্তার জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, শিক্ষকরা সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তৈরি করে। কিন্তু এই দুর্নীতি চক্রে শিক্ষক, মন্ত্রী, শিক্ষা অধিকর্তারা জড়িয়ে গিয়েছেন। ফলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা জামিন পেলে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কলকাতা হাইকোর্টের তৃতীয় বেঞ্চে পার্থ সহ পাঁচজনের জামিনের মামলার শুনানি এদিন শেষ হয়েছে। রায়দান স্থগিত রাখা হয়েছে।

এদিন বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে সিবিআই সওয়াল করে, দু'রকম পদ্ধতিতে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। প্রথমত, নিয়োগ প্রক্রিয়া চলাকালীন ওএমআর শিট কারচুপি, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট, অযোগ্যদের

মেধাতালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে দুর্নীতি হয়েছিল। পার্থরা জামিন পেলে অভিযুক্তদের প্রভাবিত এবং তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারেন। অনেকের থেকে টাকা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের নিয়োগ করা হয়নি। এই ঘটনা কখনই মন্ত্রীর অজান্তে হতে পারে না। রীতিমতো প্যান্ডোরার বাক্স খুলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদনও পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করে সিবিআই।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর জন্য রাজ্যের থেকে অনুমোদন চাওয়া হয়। এখনও তা পাওয়া যায়নি। চার্জশিটে সাক্ষীদের নাম সহ তদন্তের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। তাও সিবিআই জমা দিতে চায়। তবে বিচারপতি প্রভাবশালী তকমার সঙ্গে জামিনের সম্পর্ক থাকার বিষয়টি গুরুত্ব দেননি। আপাতত শুনানি শেষ হয়েছে।

এদিন নিম্ন আদালতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের আইনজীবী সিবিআইয়ের মামলায় জামিনের আবেদন করে। তবে সশরীরে সুজয়কৃষ্ণের হাজিরার বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারক। তিনি বলেন, 'আদালত বারবার হাজিরার নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু সশরীরে হাজিরা না দিলে সিবিআইয়ের কিছু করার নেই।' যদিও এদিন সুজয়কৃষ্ণ ভার্চুয়ালি হাজির হওয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তারের নথি আদালতে পেশ করে সিবিআই।

শেষমেশ সুজয়কৃষ্ণকে শনিবার পর্যন্ত হেপাজতে পেল সিবিআই। তাঁকে হেপাজতে নিতে জেলে গিয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা। জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি অসুস্থ। যদিও সিবিআই সূত্রে খবর, অন্য হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

ব্যাংক দুর্নীতিতে শহরজুড়ে ইডি'র তল্লাশি

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ব্যাংক দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার সকাল থেকেই তৎপর হয়ে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বেশ কয়েক বছর আগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি হয়। ওই দুর্নীতির সঙ্গে একাধিক ব্যবসায়ী সহ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ। সেই তদন্ত সূত্রেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালায় ইডি।

এদিন দমদম ক্যান্টনমেন্টের গোরাবাজার এলাকায় এসপি মুখার্জি রোডে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালান। সেখানে ব্যবসায়ী সঞ্জয় গুপ্তার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরেও সেই টাকা শোধ করেননি। এছাড়াও নিউ আলিপুর এবং গড়িয়াহাট এলাকাতেও যান ইডি আধিকারিকরা। হুগলির বৈদ্যবাটির চ্যাটার্জি পাড়ার এক ব্যক্তির বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি ধর্মতলায় একটি লোহার যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন। ব্যাংক দুর্নীতি মামলায় তিনিও যুক্ত রয়েছেন। হাওড়ার বেলুড় এবং ঘুসুড়ির একাধিক আবাসনে তল্লাশি চালানো হয়।

তালিকায় কোচবিহারের বলরামপুর-২

কর আদায়ে ব্যর্থ অধিকাংশ পঞ্চায়েত

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : রাজ্যের অধিকাংশ পঞ্চায়েত কর আদায়ে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। তার ফলে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে যে উন্নয়নমূলক কাজ এলাকায় করা হয়, তা কার্যত থমকে গিয়েছে। পঞ্চায়েতগুলি শুধুমাত্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলের দিকেই তাকিয়ে বসে আছে। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ নবান্ন। কর আদায়ে ব্যর্থতার কারণ জানতে জেলা শাসকদের চিঠি দিয়েছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এর মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের বলরামপুর-২ পঞ্চায়েতও।

চলতি আর্থিক বছরে এক টাকাও কর আদায় করতে পারেনি তারা। এছাড়াও পুরুলিয়ায় ২৩টি, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কয়েকটি পঞ্চায়েত এক টাকাও কর আদায় করতে পারেনি। জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর পঞ্চায়েত দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল ওই জেলাগুলিতে পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৩৫১টি পঞ্চায়েত ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের তুলনায় মাত্র ০.৫ শতাংশ কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ প্রতি বছর অন্তত ১০ শতাংশ কর আদায় বাড়াতে পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দেওয়া আছে।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'পঞ্চায়েতগুলি কেন কর আদায় করতে পারেনি, তা জেলা শাসকদের কাছ থেকে জানা হচ্ছে। পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিলের ওপর এলাকার অনেক উন্নয়ন নির্ভর করে। তাই পঞ্চায়েতগুলিকে নিজস্ব কর আদায় বাড়াতে বারবার বলা হয়েছে।'

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এমনিতেই রাজ্যের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। তার ওপর একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে রাজ্য সরকারকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এই অবস্থায় রাজ্যের প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে মঙ্গলবার বিকাল থেকেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পে টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে। তাঁদের প্রথম পর্যায়ে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এই টাকাও রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেই দেওয়া হচ্ছে। তাই রাজ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে পঞ্চায়েতগুলিকে স্থানীয় ছোটখাটো উন্নয়নমূলক কাজ নিজস্ব তহবিল থেকেই করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ওই পঞ্চায়েতগুলি বছরে ১ টাকা করও আদায় করতে না পারায় সেই কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না।

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। এই অবস্থায় পঞ্চায়েত দপ্তরের বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্টে দেখা গিয়েছে কর আদায়ের উদাসীনতা। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যস্তরের ওই প্রতিনিধি দল জেলাগুলিতে যেতে পারে।

বাংলাদেশে বন্দি মৎস্যজীবীদের ছাড়াতে চিঠি

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : কয়েকদিন আগে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে সীমান্ত লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের ৯৫ জন মৎস্যজীবী। এই মুহূর্তে তাঁরা বাংলাদেশের জেলে বন্দি রয়েছেন। তাঁদের মুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে উদ্যোগী হয় তা নিয়ে বিদেশমন্ত্রককে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে কথা বলতে তৃণমূলের সংসদীয় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার বিকেলে বাংলাদেশের জেলে বন্দি থাকা মৎস্যজীবীদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। এই মুহূর্তে পরিবারগুলি চরম আর্থিক অনটনে ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী। মন্টুরামবাবু বলেন, 'ওই ৯৫টি পরিবারের পাশে রাজ্য সরকার আছে। বাংলাদেশের জেল থেকে তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁদের ওপর বাংলাদেশের জেলে যাতে কোনও অত্যাচার না হয়, সেই দিকে নজর রাখতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

কুর্মিদের অবরোধে নিষেধাজ্ঞা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়ক ও রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে পারবে না কুর্মি সম্প্রদায়। ২০ ডিসেম্বর তাঁরা নিজেদের দাবিদাওয়া তুলে ধরে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। তবে মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এভাবে জাতীয় সড়ক ও রেল ট্র্যাক অবরোধ করলে রাজ্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে কুর্মি, জাকাত সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় যাতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাতে পারে সেই ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে নেওয়ার

নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। সেক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য।

আদিবাসী তকমার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এরাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে কুর্মি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এই রাজ্যে ৩০টি বিধানসভা আসন এবং ৪টি লোকসভা আসনে জয়-পরাজয় নির্ভর করে কুর্মি ভোটব্যাংকের ওপর। ২০১৭ সালে কুর্মিদের দাবিদাওয়ার বিষয়গুলি নিয়ে সমীক্ষা করে পর্যালোচনা রিপোর্ট কেন্দ্রের কাছে পাঠায় রাজ্য। পরবর্তীতে সেই সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যের থেকে কিছু তথ্য চায় কেন্দ্র।

তবে অভিযোগ, রাজ্য সেই তথ্য কেন্দ্রের কাছে পাঠায়নি, তাই তাদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ২০ ডিসেম্বর থেকে আবার তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান। তাই এর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন এক ব্যক্তি। রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান, কুর্মি সম্প্রদায়ের দাবিদাওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্গত বিষয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

বুধবার, ২ পৌষ ১৪৩১, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৯ সংখ্যা

নতুন সংকট ওপারে

ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ ডিঙিয়ে বাংলাদেশে এখন ক্ষমতায় অন্তর্বর্তী সরকার। দেশের সংবিধানে অন্তত অন্তর্বর্তী সরকারের বিধান ছিল না। যদিও হঠাৎ খোদ প্রধানমন্ত্রীর দেশান্তরী হওয়ায় দেশটার সামনে আর কোনও পথ খোলা ছিল না। নচেৎ সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হত। বাংলাদেশ এর আগে অনেকবার সামরিক শাসন দেখেছে। কিন্তু এবার সেনাবাহিনী সেই দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না।

ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যত বাধ্যবাধকতা ছিল। যে ছাত্র আন্দোলনের কাঁধে ভর দিয়ে এই সরকারের প্রতিষ্ঠা, তাতে শুধু পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ ছিল না। ক্ষমতাসীন আওয়ামি লিগের কট্টর প্রতিপক্ষ বিএনপি থেকে শুরু করে সেসময় দেশটায় নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামি, অন্য ছোটখাটো দল, এমনকি বাম দলগুলি জুড়ে গিয়েছিল সেই আন্দোলনে। যেখানে স্পষ্ট কোনও নেতৃত্ব ছিল না। যৌথ আন্দোলন করতে যেসব শর্তপূরণ প্রয়োজন, খামতি ছিল তাতেও।

সংরক্ষণ বিরোধিতায় শামিল হয়েছিল যেসব দল ও সংগঠন, তাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য বা অ্যাজেন্ডা আছে। হাসিনার পলায়নের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের সেই খামতির কারণে বিদেশ থেকে ডেকে আনা হয়েছিল মুহাম্মদ ইউনূসকে। যাঁকে ক্ষমতায় থাকাকালীন হাসিনার সরকার নানাভাবে হেনস্তা করেছে। এমনকি জেলেও পুরেছিল। সেই সূত্রে মুজিব-কন্যার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে ভয়ংকর ক্রোধ ছিল ইউনূসের।

ফলে আওয়ামি লিগ ও দলের নেত্রীকে উৎখাত করার এই সুযোগ তাঁর না ছাড়াই স্বাভাবিক ছিল। উদ্দেশ্য ও অবস্থানে নানা অমিল, এমনকি মতভেদ থাকলেও অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত সব দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষের ঐকমত্যের জায়গা ছিল শুধু কট্টর হাসিনা বিরোধিতা। পরে এর সঙ্গে মূলত জামায়াতের প্রভাবে যুক্ত হয় ভারত বিরোধিতা। তবে আওয়ামি লিগ সরকারের স্বৈরাচারে দীর্ঘদিন কোণঠাসা হয়ে থাকার পর বিএনপি হয়ে উঠেছে ভারত বিরোধিতার সবচেয়ে বড় চ্যাম্পিয়ন।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, তত অন্তর্বর্তী সরকারে ক্ষমতাসীন শক্তিগুলি ও তাদের সমর্থকদের মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসছে। হাসিনা ও ভারত বিরোধিতায় কট্টর থাকলেও দেশ পরিচালনায় মতপার্থক্য, এমনকি পারস্পরিক অবিশ্বাসগুলি ক্রমে ক্রমে বেআব্রু হয়ে পড়ছে। সরকারের সবচেয়ে বড় সমর্থক দুই শক্তি জামায়াতে ও বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচিত সরকার স্থাপনে মরিয়া। যাতে নিজেরা ক্ষমতার প্রত্যক্ষ শরিক হতে পারে।

বিএনপি দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে। ক্ষমতাসীন না হলে জামায়াতের পক্ষে বাংলাদেশকে খাতায়-কলমে ইসলামিক রাষ্ট্র গড়ে ফেলা কঠিন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাচন করানোর ব্যাপারে তেমন গা নেই বলে স্পষ্ট হচ্ছে। বিজয় দিবসে সর্বশেষ সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ভাষণে বোঝা গিয়েছে, নির্বাচনের তড়িঘড়ি কোনও পরিকল্পনা নেই। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে বিএনপি'র তেমন সায় নেই। জামায়াতে অবশ্য দেশের ইতিহাস নতুন করে লেখার পক্ষে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান শক্তি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বের সমর্থনেও ফাটল ধরার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। ওই আন্দোলনের এখন অন্যতম প্রধান নেতা সারজিস আলমকে এমন কথাও বলতে শোনা গিয়েছে যে, প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টাকেও রেয়াত করা হবে না। আন্দোলনটির যথার্থতার পক্ষের অন্যতম প্রবক্তা ফরহাদ মাজহারের মতো দেশের বিশিষ্টজনের একাংশও সরকারের কাজকর্মে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি ধর্মনির্বিশেষে সাধারণ মানুষের একাংশও সরকারের ভূমিকাকে সমর্থন করছে না। ফলে সরকারের সমর্থক শক্তিগুলির ভিন্নমত রাষ্ট্র পরিচালনার পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পাশাপাশি দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশের সামনে এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

হে ঈশ্বর, আমাকে আর কী কী দেখতে হবে? যদি ৬৫ ইনিংসে ৫৫.৭ গড়ে ও ১২৬ স্ট্রাইক রেটে ৩৩৯৯ রান যথেষ্ট না হয়, তাহলে হয়তো আমি ততটা ভালো ক্রিকেটার নই। কিন্তু আপনার ওপর আমার ভরসা আছে। আশা করব লোকেও আমার ওপর ভরসা করবে। কারণ আমি ফিরে আসবই।

- পৃথ্বী সাউ

ভাইরাল

৭.৩ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ভানুয়াতু। ধ্বংসস্তূপের ভাইরাল হওয়া সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, একটি গ্যারাজের গাড়ি আর অন্য জিনিসপত্র দুলছে, যেন কেউ নাড়াচ্ছে। একটি ছেলে আর একটি কুকুর ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে।

আজ

১৯৮৩

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪২

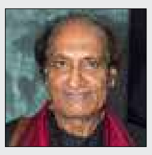

আজকের দিনে জন্মেছেন বিখ্যাত আলোকচিত্রী রঘু রাই।

সোজা-সাপটা

একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে, প্রায় সব মানুষই পাগল হয়ে গেছে। এই রকম একপেশে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আত্মহত্যা বাড়বে, অপরাধ বাড়বে। মানুষ হাসতে হাসতে খুন করবে, কাঁদতে কাঁদতে বিয়ে করবে।

সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ করলে তবে সদসৎ বিচার আসে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

তুমি কে? আমি একটা মানুষ। কেমন মানুষ? মধ্যবিত্ত মানুষ। এইটাই কি তোমার পরিচয়? আজ্ঞে হ্যাঁ। মানুষ হল অর্থনৈতিক জন্তু। টাকাতেই সব পরিচয়। অর্থহীন মানুষ জন্তুর সমান। পৃথিবীর আবর্জনাবিশেষ। তখন সামর্থ্যই তার একমাত্র সম্বল। তখন একটাই প্রশ্ন, খাটতে পারো? তাহলে দু'বেলা দু'মুঠো জুটবে। রেলের কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকছে বিশ্রী, কর্কশ গলায়- অ্যায় কুলি?

স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সব কথার কথা, লিখতে হয় লেখা, বলতে হয় বলা। স্বাধীন দেশের একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে ক্ষমতার গলায় ডাকছে, অ্যায় কুলি! তার মাথায় একের পর এক ঢাউস ঢাউস ক'টা ব্যাগ চাপানো হল। এক কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা কাঁধ ব্যাগ। লোকটি যাবে, পা বাড়াচ্ছে, হঠাৎ বড় মানুষটির চোখ পড়ল, তার পরিবারেরই এক সদস্যের কাঁধে একটা ব্যাগ।

আরে একি, তুমি বইবে কেন, কুলিই যখন করা হয়েছে!

আহা। ও বেচারা আর কত বইবে!

আরে, ওরা তো ওই কাজের জন্যেই। একটা কাঁধ এখনও খালি। খালি যাবে কেন, তুলে দাও, তুলে দাও।

লোকটি আর মানুষ রইল না, হয়ে গেল সচল বোঝা। এখানেই শেষ হল না তার হেনস্তা। তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলা হল, 'চোখে চোখে রাখো। খুব সাবধান। মালপত্তর নিয়ে হাওয়া না হয়ে যায়! এই, তোমার নম্বর কত?'

লোকটি জাতে কুলি। নাম নেই, নম্বর।

ইংরেজরা আমাদের মাথাটি খেয়ে গেছে। অভিজাত সম্প্রদায় মানে অসভ্য সম্প্রদায়। অনেক টাকা, অনেকে প্রচুর শিক্ষিত, কিন্তু তাদের ভেতরে আসল মানুষটা নেই। অহংকারে চাপা পড়ে আছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে 'বেয়ারা' বলে যে যত বেয়াড়া চিৎকার করতে পারবে তার আভিজাত্যই সবচেয়ে বেশি। উর্দিপরা লোকটি সসম্ভ্রমে এগিয়ে দেবে মেনু। বেয়ারা আর বয় দুটি সমার্থক শব্দ। প্রবীণও বয়, নবীনও বয়। রেস্তোরাঁর টাই-আঁটা সুদর্শন ছেলেটি হল 'ওয়েটার'। খাতা, পেন্সিল হাতে তটস্থ, 'কী নেবেন স্যর!'

ছোট্ট ওইটুকু জায়গার মধ্যেই কত জাতের মানুষ! খরিদ্দার, সে যেমনই হোক প্রভুর সমান। ব্যবসার পুরোনো নীতি। যাওয়ার সময় মোটা টাকার টিপস, দয়া নয়, স্ট্যাটাস সিম্বল। তুমি আমাকে খাতির করবে। টাকার বিনিময়ে খাতির আদায়। খাতির আর শ্রদ্ধায় অনেক তফাত। খাতির আদায় করতে হয়, শ্রদ্ধা গড়িয়ে গড়িয়ে এক মানুষ থেকে আরেক মানুষে চলে যায়। শ্রদ্ধেয় হতে হলে চরিত্র চাই। প্রেম চাই। নোটের বান্ডিল দেখিয়ে আদায় করা যায় না।

এক বড়লোক রেগে গেলেই ভৃত্যকে ক্যাঁৎ করে লাথি মারত। ঘণ্টাখানেক পরে একটা অনুশোচনা হত, তখন গোলামটিকে ডেকে বলত, এই নে কুড়ি টাকা। মালিক দিনতিনেক লাথি মারেনি। ভৃত্য উশখুশ করছে, শেষে বলেই ফেললে, হুজুর, আমার পেছনটা অনেক দিন উপোস করে আছে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও পুরুষের প্রভুত্ব। সেখানে টাকা নয়, অহংকার। জরু আর গোরু দুটোই যেন সম্পত্তি। বিয়ের মাস কয়েকের মধ্যেই ভালোবাসা 'ভেপার'। তখন ক্রিকেট খেলা। সংসার ক্রিজে উইকেট সামলাচ্ছে রমণী, পুরুষ একের পর এক বাম্পার ছাড়ছে।

শিক্ষিত মানুষকে জিজ্ঞেস করলুম, কোন আক্কেলে টানারিকশা চাপেন! একটা জিরজিরে লোক টানছে, বসে আছে এক মেদের মৈনাক।

খুব কায়দার উত্তর এল, 'আমরা না চাপলে ও খাবে কী?'

এই খেয়োখেয়ির পৃথিবীতে খাওয়ার জন্যেই যত কাণ্ড। একদল বেশি খেয়ে ফুলছে, আরেক দল অনাহারে চুপসে যাচ্ছে।

'মার হাব্বা!'

২

কী হবে?

চলছে এবং চলবে।

একটা সময় আসবে যখন দেখা যাবে, প্রায় সব মানুষই পাগল হয়ে গেছে। এই রকম একপেশে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আত্মহত্যা বাড়বে, অপরাধ বাড়বে। মানুষ হাসতে হাসতে খুন করবে, কাঁদতে কাঁদতে বিয়ে করবে। নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, সুবিন্যাস বলে কিছুই থাকবে না মানুষের জীবনে। দেশে দেশে রক্তগঙ্গা বইবে। ক্রমশই মানুষ হয়ে যাবে বিপজ্জনক এক কথাবলা পশু।

যাকগে, সে যা হবার তা হবে। সেই কারণে আমি মাঝেমধ্যে জঙ্গলে পালাই। বেশ লাগে গাছপালা কীটপতঙ্গের জগৎ। প্রকৃতির নিয়ম যা ছিল তাই আছে। বিশাল বিশাল গাছ আকাশের দিকে আলোর খোঁজে উঠে গেছে ডালপালার বাহু মেলে। পাতায় পাতায় বাতাসের বার্তা। ভোরের ঘুম ভাঙাতে যত পাখির যত গান। কিছু পরেই অরুণদেবের কিরণরেখা পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসবে মহীরুহের উত্থানভূমিতে। এঁকে যাবে অনন্ত আলোর আলপনা। চাপা আলোর উৎসবে বনভূমির থমথমে নীরবতায় শুরু হবে নির্জনতার নৃত্য। বড় ব্যস্ত এই বনভূমি। বহু ধরনের, বহু বর্ণের পিঁপড়ের অবিরাম ছোটাছুটি। মাছিই বা কত রকমের! মৌমাছির নিরলস অন্বেষণ। কোথায় ফুটেছে মধুক্ষরা ফুল, মৌমাছি জানে। কত রকমের সরীসৃপ। গাছের চূড়ায় দাঁড়কাক। সে তো ডাক নয়, বনভূমি প্রকম্পিত করা অদ্ভুত এক টংকার। অজস্র কাঠবেড়ালি। তাদের বিচিত্র ছোটাছুটি, খেলা না খাদ্যের সন্ধান, কে বলবে! পাতা ঝরার কাল। অবিরাম ঝরেই চলেছে শালের পাতা। জঙ্গলের যে জায়গাটায় রোদ নামতে পেরেছে সেখানে এক ঝাঁক ছাতারে পাখি মহাকলরোলে সভা বসিয়েছে। সেই আলোকিত দিক থেকে এইবার আসছে একদল মেয়ে। কাঁধে ঝুলছে বস্তা। শাল পাতা আর শুকনো ডাল কুড়োবে সারাদিন। জঙ্গলের অন্য প্রাণীদের মতো এরাও জঙ্গলের। খাতির করে শহরের ভোগসুখে নিয়ে গেলে স্বার্থ আর সংকীর্ণতার পীড়নে মরে যাবে।

এই বনানীতে আমিই এক আজব মানুষ সম্পূর্ণ বেমানান এক শহুরে প্রাণী। আমার এই জঙ্গল-প্রেম একটা আদিখ্যেতা। জঙ্গলের মানুষ আমার মতো এইভাবে জঙ্গল দেখে না। আমি একটা, জঙ্গল একটা এই ভাব তাদের মধ্যে নেই। জঙ্গলে-মানুষে সেখানে একাকার। এক থেকে আর এক-কে পৃথক করা যায় না। জঙ্গল তাদের চোখে কবিতা নয়, জীবিকা।

বন বিভাগের কর্মচারী এসে প্রশ্ন করলেন, শহুরে লোক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইবার সরে পড়ুন।

কলকাত্তাইয়া মেজাজে বললুম, কেন?

আপনার ভালোর জন্যই বললুম। দাঁতাল হাতি কাকে বলে জানেন?

জানি।

সেই দাঁতাল হাতির দল ঘুরছে এই জঙ্গলে। কাল রাতেও অত্যাচার করে গেছে। হঠাৎ এসে গেলে কী করবেন?

ছুটব! ছুটে পালাব।

পারবেন না। হাতি দয়া না করলে পারবেন না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল খুব। শহরের ছেলে। কবিতাও লিখেছেন। তাঁরই বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে গল্প। বললেন, শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীতে রোমান্সেরও মৃত্যু হবে। আপনি দেখছেন গাছ, এরা দেখছে কাঠ। আপনি দেখছেন ঝরাপাতা, এরা দেখছে শাল পাতা। কীট, পতঙ্গ, পাখি, পূর্ণিমা এদের চোখে পড়ে না। আটচালায় বসে স্মার্টফোনে খুটুর খুটুর করে, বলিউডি নাচ আর গান, খুনোখুনি, মারামারি। মানুষ আর মাথার দিকে নেই, পেটের দিকে নেমে এসেছে। শুনবেন আমার দুঃখের কথা, আমি জঙ্গলে থাকি বলে আমার বৌ আমাকে ডিভোর্স করে চলে গেছে।

বাংলোর বারান্দায় দুজনে হাঁ করে বসে রইলুম। তিনটে বাহারি প্রজাপতি উড়ছে।

৩

প্রবাদে আছে, বেপরোয়া মানুষের ভ্রমণসঙ্গী হোয়ো না। অনেক বোঝা তোমার ঘাড়ে চেপে যেতে পারে, অনেক ঝুঁকি। কারণ সে তো যা খুশি তাই করবে, আর তার ভুলের মাশুল তোমাকেই দিতে হবে।

সেইসঙ্গে এও বলে, বোকার কাছে পরামর্শ নিতে যেও না। কারণ তোমার বিষয়ের গোপনীয়তা রাখতে পারবে না। সব্বাইকে বলে বেড়াবে।

প্রবাদে আরও আছে, অপরিচিতের উপস্থিতিতে গোপনীয় কিছু কোরো না। এর পরিণতি কী হতে পারে তা তোমার জানা নেই।

এইসব প্রবাদ অতি প্রাচীন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এইসব প্রবাদের রচনাকার প্যালেস্তাইনের অধিবাসী ছিলেন। জানা গেছে এটুকুই। তাঁর এই প্রবাদমালাটিকে ল্যাটিনে বলে, 'ইকলেসিয়াসটিকাম'। তিনি লিখেছিলেন হিব্রুতে। ভাষা হিব্রু হলেও ভাব 'হেলেনিক', গ্রিক রীতিনীতির প্রভাবপুষ্ট। ১৮৯৬ সালে কায়রোর এক 'সিনাগগ' থেকে এঁর পাণ্ডুলিপির টুকরো আবিষ্কার হতে থাকে। নানা কারণে এই অপূর্ব প্রবাদমালা 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' স্থান পায়নি। কারণ একটাই, ধর্মীয় ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কয়েকটি বিপরীত ভাব- সুখের অনিশ্চয়তা, বন্ধুদের অবিশ্বাস্যতা, সর্বোপরি নারীদের ছলনাময়িতা। এই জ্ঞানী মানুষটির নাম ছিল জেসাস বেন সিরাক।

সেদিন দুর্গাপুজোর সপ্তমী। কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সপার্ষদ। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সেখানে উপস্থিত। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন, 'এই কয়েকটির কাছ থেকে সাবধান হতে হয়। প্রথম, বড়মানুষ। টাকা আর লোকজন অনেক, মনে করলে তোমার অনিষ্ট করতে পারে, তাদের কাছে সাবধানে কথা কইতে হয়। হয়তো যা বলে, তাতেই সায় দিয়ে যেতে হয়! তারপর কুকুর। যখন কুকুর তেড়ে আসে কি ঘেউ ঘেউ করে, তখন দাঁড়িয়ে মুখে আওয়াজ করে তাকে ঠান্ডা করতে হয়। তারপর ষাঁড়। গুঁতুতে এলে, তাকেও মুখের আওয়াজ করে ঠান্ডা করতে হয়। তারপর মাতাল। যদি রাগিয়ে দাও, তাহলে বলবে, তোর চৌদ্দপুরুষ, তোর হেন তেন- বলে গালাগালি দেবে। তাকে বলতে হয়, কী খুড়ো কেমন আছো? তাহলে খুব খুশি হয়ে তোমার কাছে বসে তামাক খাবে।'

'অসৎ লোক এলে আমি সাবধান হয়ে যাই। যদি কেউ এসে বলে, ওহে হুঁকোটুকো আছে? আমি বলি আছে।'

'কেউ কেউ সাপের স্বভাব। তুমি জানো না, তোমায় ছোবল দেবে। ছোবল সামলাতে অনেক বিচার আনতে হয়। তা না হলে হয়তো তোমার এমন রাগ হয়ে গেল যে, তার আবার উলটে অনিষ্ট করতে ইচ্ছা হয়।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপায় বলেছেন, 'মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ কল্লে তবে সদসৎ বিচার আসে।'

সব মানুষই মত্ত। ছুটছে। সামনে ছুটছে সোনার হরিণ, কাম আর কাঞ্চন। ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। এদেরই মাঝে যুগে যুগে বহু মানুষ এসে পথের পাশে দাঁড়িয়েছেন সত্যের পতাকা হাতে। একটি কালজয়ী জাপানি প্রবাদ, 'উইসডম অ্যান্ড ভার্চু আর লাইক দি টু হুইলস অফ এ কার্ট।'

জনমত

কালিয়াচকের ছবি আরও বিস্তৃত হোক

কালিয়াচকের শিক্ষা বিপ্লব নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সিরিজ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আরও চললে ভালো হত। তিন ব্লকে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাবিপ্লবের ছাপ। প্রাইভেট স্কুলের পাশাপাশি লেখা হোক ভালো সরকারি স্কুল নিয়ে।

শুধু স্কুল নিয়ে নয়, শিক্ষা বিপ্লবের কাণ্ডারী, শিক্ষা বিপ্লবে নিবেদিত শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, সরকারি স্কুল স্থাপনে সাহায্যকারী মানুষদের নিয়েও লেখা হোক বিস্তারিতভাবে। লেখায় স্থান পাক অশিক্ষাকর্মীরাও। তৈরি হোক নতুন নির্ভরযোগ্য দলিল।

যেভাবে কালিয়াচকের বদলে যাওয়া ছবিটা উত্তরবঙ্গ সংবাদ তুলে ধরেছে, তার তুলনা হয় না। বাংলার অনেক মানুষই জানতেন না, কালিয়াচক এভাবে বদলে ফেলেছে নিজেকে। কালিয়াচকের শিক্ষা বিপ্লব গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ুক।

হাসানু জামান আনসারি
শেরশাহি, কালিয়াচক।

এভাবে চললে পাশের সংখ্যা আরও কমবে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজে ইতিমধ্যে বেজেছে পরীক্ষার দামামা। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা। বিজোড় সংখ্যক সিমেস্টারগুলোর ক্লাস শুরু হয় সাধারণত জুলাই মাসে। সেই অনুযায়ী তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারেরও ক্লাস শুরু হয়েছে জুলাই মাসে। কিন্তু প্রথম সিমেস্টারের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে ক্লাস শুরু করতে অগাস্ট গড়িয়ে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতেই ক্লাস শুরু হয়েছে, শেষ হল ডিসেম্বরের একেবারে শুরুতে। অর্থাৎ প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের সময় মিলল মাত্র চার মাস। তার মধ্যে পুজোর ছুটি এক মাস। সিমেস্টারের অর্থাৎ ছয় মাসের পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণ করতে সময় পাওয়া গেল মাত্র তিন মাস।

স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে আসে। এখানে প্রথমেই যে হোঁচটটি খায়, তা হল বিষয় নিয়ে। এমন কিছু বিষয় তাদের নিতে হয় যেগুলো তারা এর আগে পড়েছে তো দূরের কথা, নামও ঠিকঠাক শোনেনি। যেমন- গ্রেট ইন্ডিয়ান এডুকেটরস, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডিয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি স্কুল থেকে অনেকটাই আলাদা কলেজের পড়াশোনায় ধাতস্থ হতেই তাদের কেটে যায় কিছুটা সময়। এত সংকীর্ণ সময়ে পাঁচ-ছয়টা পেপারে প্রস্তুতি নিতে তাদের কালঘাম ছুটে যায়। আর তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এক বা একাধিক পেপারে

অকৃতকার্য হয়। যে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে তারা কলেজে আসে শুরুতেই ঘটে সেই স্বপ্নভঙ্গ। স্কুল জীবনে কোনও দিন ফেল করেনি এমন ছাত্রছাত্রীও অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কলেজে পড়ার অনীহা, বাড়তে থাকে কলেজ ছুটের সংখ্যা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোতে সিমেস্টার সিস্টেমে ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা পর্ব সমাপ্ত করতে হয়। তাই যত দ্রুত সম্ভব প্রথম সিমেস্টারের ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে ক্লাস চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছু কিছু কলেজে অধ্যাপক এবং শ্রেণিকক্ষের অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়। ফলে কোনও কোনও বিভাগে একই সময়ে দুটোর বেশি ক্লাস করানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলা দরকার। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পাঠ্যসূচির সংক্ষিপ্তায়ন। সংকীর্ণ সময়ের কথা মাথায় রেখে অন্তত প্রথম সিমেস্টারের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়।

কৃষ্ণমোহন ভৌমিক, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।

জাতিদ্বন্দ্ব মানুষকে ভুলিয়ে রাখার প্রধান অস্ত্র

দীর্ঘদিন ধরে একনায়কতন্ত্রী শাসনের ফলে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, অভাব-অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়। মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তৈরি হয় গণ অভ্যুত্থান, যার কুপ্রভাব হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বাংলাদেশ ও সিরিয়ার মতো ছোট্ট দেশগুলি। দু'দেশের রাষ্ট্রপ্রধান দেশ থেকে বিতাড়িত। বর্তমান বাংলাদেশে জবরদখলকারী একটা সরকার চলছে। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন না করেই দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে নিয়েছে। এটা কোনও সভ্য দেশে হতে পারে না।

দেশে এক শ্রেণির মানুষের হাতে নেই কোনও কাজ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাপন দুরূহ হয়ে উঠেছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুঠতরাজ লেগেই রয়েছে। দেশের শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে শুরু করেছে জাতপাতের লড়াই, যা সহজে মানুষকে তাদের অভাব-অভিযোগ থেকে ভুলিয়ে রাখার প্রধান অস্ত্র।

বাংলাদেশের মানুষ জানে, ভারতের চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা ছাড়া তারা বাঁচতে পারবে না। তবুও বিএনপি, জামায়াতে শিবির সহ কট্টর মৌলবাদ গোষ্ঠীর মদতে বর্তমান তদারকি সরকার ভারত বিরোধিতায় লাফাতে শুরু করেছে।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ডে সহমত নন। বর্তমান সরকারের উচিত, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনে উদ্যোগী হওয়া। কিন্তু তারা সেই পথে হাঁটার চেষ্টাও করছে না। তারা যদি ভেবে থাকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভারতের ভূখণ্ড দখল করবে তাহলে বলছি তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

ভারত সবসময় প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। আমরা ভারতীয়রাও তাই চাই। কিন্তু এই বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব আমাদের দুর্বলতা ভাবলে ভুল করবে প্রতিবেশী দেশগুলি। প্রয়োজনে আমরা ভারতীয়রাও দেশ রক্ষায়, দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ভারত এটা সবসময় দেখিয়ে দিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার যুদ্ধ কেউ আমরা ভুলিনি।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ভাগ্য যে মহিলার ভালো ৫। জলসেচের জন্য খাল ৬। যথাযথ বিচার ৮। বুক বা ছাতি, তক্তাও হতে পারে ৯। আঘাত বা প্রহার করা ১১। সব সময় একসঙ্গে দেখা যায় এমন দুজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ১৩। প্রবাদে শিবরাত্রির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে ১৪। নিঃস্ব, দরিদ্র বা দুঃখী মানুষ।

উপর-নীচ : ১। অভিমান থেকে দাম্পত্য কলহ ২। ওজন বা গুরুত্ব ৩। মেয়েদের হাতের বালা ৪। একেবারে যুদ্ধ বা লড়াই ৬। বাঁহাতে সব কাজ করেন ৭। গর্ত বা গহ্বর ৮। যিনি পালন করেন ৯। ভাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ১০। তৈলাক্ত ভাব ১১। ঐরাবত বা হাতি ১২। আলোর উৎস পতঙ্গ ১৩। পুরো এক বছর।

সমাধান ■ ৪০১৫

পাশাপাশি : ১। মিছামিছি ৩। পোয়াতি ৫। কোলছাওয়াল ৬। বিকট ৭। টিকিন ৯। উপরচালাক ১২। কিঞ্জল ১৩। মনান্তর।

উপর-নীচ : ১। মিয়াবিবি ২। ছিলিম ৩। পোলাও ৪। তিজেল ৫। কোট ৭। টিক ৮। নস্যাধার ৯। উড়কি ১০। রসুল ১১। লাটিম।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ইন্দিরার এক সিদ্ধান্তে বন্ধ হয় একসঙ্গে ভোট

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দেশে একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট করাতে মরিয়া নরেন্দ্র মোদির সরকার। সেই কারণে প্রবল বিরোধিতার মধ্যেই মঙ্গলবার লোকসভায় দুটি বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে মোদি সরকারের পক্ষে এক দেশ, এক ভোট ব্যবস্থা পুনরায় কায়েম করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যদি সত্যিই দেশের এক দেশ, এক ভোট ব্যবস্থা কায়েম করতে সফল হন তাহলে দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় পর ভারতে ফের একসঙ্গে নির্বাচন হতে পারে।

দেশের নির্বাচনি ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার পর ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে লোকসভা এবং রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোট একসঙ্গেই হয়েছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং তাঁর উত্তরসূরি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা দিব্যি চলেছিল। ১৯৬৭ সালে শেষবার দেশে একসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভাগুলির ভোট হয়েছিল। কিন্তু সেবার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করে রাখতে সমর্থ হলেও পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের বিধানসভা ভোটে ভরাডুবি হয় কংগ্রেসের। আদি বনাম নব কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব ক্রমশ মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। যা ইন্দিরা গান্ধির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল।

কংগ্রেসে ভাঙনের পর কেন্দ্রে কোনওরকমে সরকার টিকিয়ে রাখলেও ইন্দিরা চাইছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতা। ফলে ১৯৭২ সালে লোকসভা ভোট হওয়ার কথা থাকলেও তা ১৫ মাস এগিয়ে আনেন তিনি। ১৯৭০ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাতে লোকসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন ইন্দিরা গান্ধি। একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভা ভোট করানোর রীতিতে সেই প্রথম ধাক্কা। প্রয়াত নেত্রী সেসময় ঘোষণা

করেছিলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না। মানুষের কাছে যে অঙ্গীকারগুলি করেছিলাম তাও পালন করতে পারছি না। আমরা শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাই না। বরং সেই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জনসাধারণের বিপুল অংশ যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে চাই।'

ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে সেইসময় আদি কংগ্রেসের মোরারজি দেশাই, কে কামরাজ, নিজলিঙ্গাপ্পা, অতুল্য ঘোষ, নীলম সঞ্জীব রেড্ডিরা ছিলেন। আদি কংগ্রেসের সঙ্গে তলে তলে যোগাযোগ রাখছিল জনসংঘ, সোস্যালিস্ট পার্টির মতো শক্তিগুলিও। ১৯৬৭ সালে তিনি ডাক দিয়েছিলেন গরিবি হটাও। এরপর ব্যাংক জাতীয়করণ, কয়লা খনিগুলির জাতীয়করণ, রাজন্যভাতা বিলোপের মতো একাধিক সমাজতান্ত্রিক এবং জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তগুলি ভালো চোখে নেননি সিন্ডিকেট কংগ্রেসের সদস্যরা। তাঁর স্বাধীনচেতা চিন্তাভাবনা এবং পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিল সিন্ডিকেট। ফলে কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছিল। দেশে কংগ্রেস বিরোধী সুর ক্রমশ চড়ছে তখন নব কংগ্রেসকে নিয়ে কীভাবে সাফল্য আসবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন ইন্দিরা।

শেষমেশ তাঁর সচিব পিএন হাকসারের পরামর্শে ১৯৭১ সালে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পথে হাঁটেন ইন্দিরা। তাতে বিপুল জয় ৩৫২টি আসনে জয়ী হয়েছিল নব কংগ্রেস। আদি কংগ্রেস জিতেছিল মাত্র ১৬টি আসন। একসঙ্গে ভোট করানোর প্রথা ভারতের সংবিধানে কোথাও বলা নেই। কিন্তু নেহরুর আমলে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে যে রেওয়াজ শুরু হয়েছিল নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে গিয়ে সেই প্রথা ভেঙেছিলেন নেহরু-কন্যা। দীর্ঘ পাঁচ দশক পর হারানো পরম্পরাকে ফিরিয়ে আনাটাই এখন প্রবল নেহরু-গান্ধি পরিবার বিরোধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রধান চ্যালেঞ্জ।

একটু খাবারের খোঁজে

গাজায় কিশোরদের ভিড়। অপেক্ষা একটাই। কখন আসবে খাবার? মঙ্গলবার। -এএফপি

বঞ্চনার অভিযোগে বিজেপিকে বিঁধলেন সুদীপ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : তৃণমূলের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুমুল তরজার সাক্ষী হল লোকসভা।

চলতি অর্থবর্ষের প্রথম পর্বের আনুষঙ্গিক বরাদ্দ নিয়ে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর উত্তরের মাঝেই পশ্চিমবঙ্গে মনরেগা এবং আবাস যোজনা-র তহবিল স্থগিত করার বিষয়ে ব্যাখ্যা দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপরই লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্যের বঞ্চনা নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'গরিব মানুষের টাকা যে পার্টিকর্মীদের পকেটে গিয়েছে, সেটা স্পষ্ট। তাই এদের এত সমস্যা হচ্ছে। আমরা দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে টাকা দেব না। যারা দুর্নীতি করেছে, রাজ্য সরকার তাদের চিহ্নিত করুক। আমরা টাকা দিতে প্রস্তুত।' ঘটনাচক্রে সেই মুহূর্তে স্পিকারের আসনে ছিলেন তৃণমূল সংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

গ্রামীণ আবাস যোজনার টাকার অপব্যবহার নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, '২০১৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে এই প্রকল্পে ২৫,০০০ কোটিরও বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলা আবাস যোজনা' করেছে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কেন্দ্রীয় দল রাজ্যে তদন্তে গিয়ে অর্থ নয়ছয়ের প্রমাণ পেয়েছে। রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলেছিল। আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছি, এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?'

নির্মলা বলেন, 'মনরেগা প্রকল্পেও বেনিয়মের অভিযোগ ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। যেখানে দুর্নীতি হয়েছে, সেখানেই টাকার সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে। রাজ্যের সব টাকা আমরা আটকে রাখিনি। যদি রাজ্য সরকার কোথায় দুর্নীতি হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানায় এবং ব্যবস্থা নেয়, তাহলে আমরা আবার টাকা দিতে প্রস্তুত।'

এরপরেই তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, 'যেখানে দুর্নীতি হয়েছে সেখানে তদন্ত হোক, টাকা আটকানো হোক। কিন্তু পুরো রাজ্যের টাকা আটকানো উচিত নয়। রাজ্যে এক লক্ষ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষ কাঁদছেন।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বন্ধ থাকায় গরিব মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে।' তিনি আরও দাবি করেন, 'কেন্দ্র রাজ্যকে চাপে রাখতে দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করছে। কোথাও কোথাও দুর্নীতি হতে পারে, কিন্তু তার জন্য পুরো রাজ্যকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। রাজ্যে গরিব মানুষের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের উচিত দ্রুত তহবিল ছাড়া।'

কৃষকদের আজ পঞ্জাবজুড়ে 'রেল রোকো'

অমৃতসর, ১৭ ডিসেম্বর : পুলিশি বাধায় 'দিল্লি চলো' অভিযান আটকে যাওয়ায় এবার রেল অবরোধের সিদ্ধান্ত নিলেন পঞ্জাবের কৃষকরা। মঙ্গলবার কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের নতুন কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে বলেন, 'বুধবার দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত রেল রোকো হবে। পঞ্জাবের সমস্ত কৃষককে বলছি এই শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে। জনসাধারণের প্রতি আমাদের আর্জি, কৃষকদের আন্দোলনকে আরও বেশি করে সমর্থন করুন। রাজ্যের স্বার্থে পঞ্জাববাসীকে এক হয়ে লড়তে হবে।'

চলমান এই কৃষক আন্দোলন ৩০৯তম দিনে প্রবেশ করেছে। কৃষকদের দাবিগুলি পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার অনড় অবস্থান নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন পান্ধের। তিনি জানান, এই কৃষক আন্দোলন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নয়, বরং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে।

আন্দোলনের আরেক নেতা জগজিৎ সিং দালেওয়াল গত ২২ দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। পান্ধের জানিয়েছেন, 'দালেওয়ালের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। যদি তাঁর কিছু হয়, তবে এর সম্পূর্ণ দায়ভার কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের ওপর পড়বে।'

প্রিয়াংকার ব্যাগে কুপোকাত পদ্ম

প্যালেস্তাইনের পর বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের পাশে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : বিজেপির অস্ত্রে বিজেপিকেই বধ করার ছক কষছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে এর আগে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এবার মমতার পথে হেঁটে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার প্রশ্নে কেন্দ্র ও বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তুললেন সোনিয়া-কন্যা।

মঙ্গলবার ওয়েনাড়ের সাংসদ বাংলাদেশের হিন্দু ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেওয়া একটি ব্যাগ কাঁধে সংসদে প্রবেশ করেন। সংসদ চত্বরে ওই ব্যাগ সহ অন্য কংগ্রেস সাংসদদের সঙ্গে বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও দেখান প্রিয়াংকা। তাঁর এহেন কৌশলে রীতিমতো অস্বস্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে বিক্ষোভে প্রিয়াংকারা।

বাংলাদেশের প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি এবং লাগাতার হিন্দু নির্যাতনের ঘটনায় আগাগোড়া সরব বিজেপি এবং সংঘ পরিবার। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারকে বারবার হিন্দু সহ সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর স্বার্থ সুরক্ষিত করার বার্তা দিয়েছে মোদি সরকার। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অবস্থায় এদিন বাংলাদেশের হিন্দু ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে একরাশ উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নীতি।'

প্যালেস্তাইনের প্রতি সহানুভূতির বার্তা দিতে একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে সোমবার সংসদে ঢুকেছিলেন প্রিয়াংকা। তাঁর ওই ব্যাগ দেখে বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, 'উনি বাংলাদেশের হিন্দুদের নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন কেন। এটা তো ভারতের সংসদ। ১৪০ কোটি ভারতীয়ের অভাব-অভিযোগ নিয়ে কথা বলার জন্য মানুষ সাংসদদের নির্বাচিত করে। প্রথমে আসাদউদ্দিন ওয়াইসি 'জয় প্যালেস্তাইন' স্লোগান দিয়েছিলেন। আর এখন প্যালেস্তাইন ব্যাগ নিয়ে সংসদে এসেছেন প্রিয়াংকা।'

সম্ভাল নিয়ে প্রশ্ন তোলার পরও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগে সুর চড়িয়েছিল বিজেপি। এবার বাংলাদেশের হিন্দু ও খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়ে প্রিয়াংকা গেরুয়া শিবিরের পালের হাওয়া কাড়তে সক্রিয় হয়েছেন।

ঘটনা হল, সোমবার বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে লোকসভায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর ঘটে চলা লাগাতার হামলা এবং অত্যাচারের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার কেন কিছু করছে না তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলেন প্রিয়াংকা। সংসদের ভিতরে এবং বাইরে প্রথমে প্যালেস্তাইন, তারপর বাংলাদেশের ইস্যুতে লাগাতার সরব হওয়া থেকে পরিষ্কার, প্রিয়াংকা ও কংগ্রেস বুঝিয়ে দিতে চাইছে, তাদের পৃথিবীর সর্বত্র অত্যাচারিত মানুষের সংজ্ঞাটা একই। যেখানেই অন্যায়, অত্যাচার হবে, নির্যাতন, নিপীড়ন হবে কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে সরব হবে।

সোমবার প্রিয়াংকা লোকসভার জিরো আওয়ারে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় হিন্দু এবং খ্রিস্টান দুই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে সরব হওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। যাঁরা যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের পাশে দাঁড়ানো উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের।'

আদালতে স্বস্তি মিলল না ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৭ ডিসেম্বর : মিলল না অব্যাহতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পর্ণ স্টার স্টর্মি-যৌন ঘুষকাণ্ড মামলায় নিউ ইয়র্ক আদালত রেহাই দিল না। বিচারক জুয়ান মার্শান জানিয়েছেন, ট্রাম্প আর ক'দিন পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবেন। তা সত্ত্বেও এই মামলায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

বিচারকের বক্তব্য, স্টর্মি-ঘুষ মামলা ব্যক্তি ট্রাম্পের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। এর সঙ্গে সরকারি ক্ষেত্র যুক্ত নয়। তাই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বলে ছাড় পাবেন না।

২০ জানুয়ারি ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিচ্ছেন। ইলেক্টোরাল ও পপুলার ভোটে জেতার কৃতিত্ব নিয়ে প্রেসিডেন্টের মসনদে বসবেন তিনি। কিন্তু স্বস্তি পাবেন না। স্টর্মি মামলার চাপ তাঁকে তাড়া করে বেড়াবে।

বিশেষ বৈঠকে যোগ দিতে চিনে দোভাল

বেজিং, ১৭ ডিসেম্বর : ভারতের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার চিনে পৌঁছেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। বুধবার তাঁর সঙ্গে বৈঠক হবে চিনা বিদেশমন্ত্রী তথা বিদেশ নীতি সংক্রান্ত কমিশনের প্রধান ওয়াং ইর।প্রায় পাঁচ বছর পর ভারত ও চিনের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিনিধি বৈঠক হতে যাচ্ছে। এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে পড়শি দুটি দেশের মধ্যে কাঠামোগত আলোচনা হবে, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

চার বছর আগে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকার রক্তাক্ত স্মৃতি অতীত। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সামরিক টহলদারি দুই দেশ সরিয়ে নিয়েছে। এই আবহে মঙ্গলবার চিনা বিদেশমন্ত্রী তথা বিদেশ নীতি সংক্রান্ত কমিশনের প্রধান ওয়াং ইর সঙ্গে বৈঠক করতে বেজিং পৌঁছেছেন দোভাল। চার বছর ধরে পূর্ব লাদাখে সামরিক অচলাবস্থার কারণে থমকে থাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বিশেষ প্রতিনিধির ২৩তম এই বৈঠক।

চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র লিন জিয়ান বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে যে গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা হয়েছে, তার ভিত্তিতে চিন ভারতের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা বাড়াতে যোগাযোগ ও সংলাপের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সুস্থ ও স্থিতিশীল পথে ফেরাতে চিন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

ভানুয়াতু দ্বীপের রাজধানী পোর্টভিলাতে ভূমিকম্পে তছনছ। কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৩। রয়েছে সুনামি সতর্কতা।

দিল্লি ভোটের নির্ঘণ্ট দ্রুত

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ খুব শীঘ্রই ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। চলতি সপ্তাহেই নির্বাচনি প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে খবর। আগামী বছরের শুরুতেই দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। ভোটে শাসকদল আম আদমি পার্টিকে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে ত্রিমুখী লড়াইয়ের মধ্যে পড়তে হবে।

ইস্তফা দাবি

অটোয়া, ১৭ ডিসেম্বর : বিড়ম্বনায় ট্রুডো। উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড ইস্তফা দেওয়ার পর এবার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর ইস্তফা চাইলেন কানাডা সরকারের বন্ধু দল নিউ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতা জগমিত সিং। তিনি জানিয়েছেন, কানাডার মানুষ আর পারছে না। প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

নিট-ইউজি পরীক্ষা এবার অনলাইনে

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : জাতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি অনলাইন পদ্ধতিতে নেওয়া হবে, নাকি আগের মতো কাগজ-কলমে (পেন-পেপার মোড) হবে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মধ্যে আলোচনা চলছে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, ২০২৫ সালের পরীক্ষার সংস্কার বিষয়ে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নিট পরীক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রকের। তাই স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডার নেতৃত্বে ইতিমধ্যে দুই দফা আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া সবচেয়ে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হবে, সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

চলতি বছরে নিট-ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর অনলাইন পদ্ধতি চালুর দাবি ওঠে। ন্যায্য ও স্বচ্ছ পরীক্ষা নিশ্চিত করতে ইসরোর প্রাক্তন প্রধান আর রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে নিট-ইউজি পরীক্ষা কলম ও কাগজে নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা ওএমআর শিটে বিকল্প প্রশ্নের (এমসিকিউ) উত্তর দিয়ে থাকেন।

বড়দিনের আগে ধস শেয়ার বাজারে

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বর : সামনে বড়দিনের উৎসব। তার আগে শেয়ার বাজারে পতন অব্যাহত রইল। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বড় অঙ্কের পতন হল সেনসেক্স ও নিফটির।

মঙ্গলবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০৬৪.১২ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮০৬৮৪.৪৫ পয়েন্টে। একইভাবে ন্যাশনাল ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে ১৮ ডিসেম্বর। তার আগে শেয়ার বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভ ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমাবে কি না বা আগামী বছরে সুদের হার নিয়ে কী পূর্বাভাস দেয় তা নিয়ে দোলাচলে রয়েছেন লগ্নিকারীরা। বাণিজ্য ঘাটতি বাড়া, দুর্বল আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজার এবং বিদেশি আর্থিক

স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৩৩২.২৫ পয়েন্ট নেমে থিতু হয়েছে ২৪৩৩৬.০০ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক সংস্থাগুলির ফের শেয়ার বিক্রির আশঙ্কা ইত্যাদিও শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সংবিধান আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : সংবিধান নিয়ে আলোচনার মঙ্গলবার রাজ্যসভা উত্তপ্ত হল বিরোধী দলনেতা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাগবিতণ্ডায়। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সংবিধানের ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে আলোচনায় বলেন, 'সদনে সদস্যদের উপস্থিতি কম থাকে।' কিন্তু তাঁর বক্তব্যের পরই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে ক্ষোভপ্রকাশ করেন এবং অমিত শা'কে তীব্র আক্রমণ করে খারগে অমিত শা'কে 'কাপুরুষ' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'তুমি তো কাপুরুষ।'

এর উত্তরে অমিত শা বলেন, 'খারগে সাহেব, যদি কিছু করে থাকেন, তাহলে তা সাহসের সঙ্গে শুনতেও হবে।'

স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে কংগ্রেসের ওপর আক্রমণ করে এরপরই অমিত শা বলেন, বিজেপি তাদের ১৬ বছরের শাসনকালে ২২টি সংবিধান সংশোধন করেছে, যেখানে কংগ্রেস তাদের ৫৫ বছরের শাসনকালে ৭৭টি সংবিধান সংশোধন করেছিল। তিনি বলেন, 'দুই দলই তাদের শাসনকালে সংবিধানে পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু এই পরিবর্তনের পেছনের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা বলেছিলেন আমরা কখনও আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে পারব না, দেশবাসী এবং সংবিধান তাদের কঠোর জবাব দিয়েছে।' বিরোধীদের অভিযোগের জবাবে তিনি বলেন, 'আজ আমরা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমরা ব্রিটেনকেও পিছনে ফেলে দিয়েছি।'

কংগ্রেসকে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'জনগণ 'স্বৈরাচারের অহংকার' ভেঙে দিয়েছে।'

এজেন্টের প্রতারণায় বন্দি ২২ বছর

দেশে প্রত্যাবর্তন হামিদার

মুম্বই ও লাহোর, ১৭ ডিসেম্বর : 'সবার উপরে' ছবির ছবি বিশ্বাসের মতো তিনি বলতেই পারতেন, 'আমার ২২টা বছর ফিরিয়ে দাও'। কিন্তু তিনি তা বলছেন না। দীর্ঘ বন্দিদশা কাটিয়ে জন্মভূমিতে ফেরার পর তিনি এতটাই অভিভূত যে, তাঁর মুখে কথা সরছে না।

ভ্রমণ সংস্থার প্রতারণায় ২০০২ সালে পাকিস্তানে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন মুম্বইয়ের তরুণী হামিদা বানু। সেই থেকে পাক-হায়দরাবাদেই থাকতে হচ্ছিল তাঁকে। সেদিনের সেই তরুণী এখন প্রৌঢ়া! শেষমেশ সোমবার ২২ বছর পর ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরেছেন তিনি।

মুম্বইয়ে থাকতে হামিদা বানু রান্নার কাজ করতেন। ২০০২ সালে ভ্রমণ সংস্থার এক দালাল তাঁকে দুবাইয়ে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদে নিয়ে যান। তারপর থেকে এতদিন সেখানেই থেকেছেন হামিদা। ২০২২ সালে ওয়ালিউল্লাহ মারুফ নামে স্থানীয় এক ইউটিউবার হামিদার দুর্ভোগের কাহিনী সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেন।

হামিদা বানু

কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভিডিওটি দু'দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মারুফের প্রতিবেদনমূলক ভিডিওর সুবাদেই দীর্ঘ দু-দশকেরও বেশি সময় পর হামিদার খোঁজ পায় তাঁর পরিবার। মায়ের সঙ্গে ফোনে কথাও হয় মেয়ে ইয়াসমিনের। শুরু হয়ে যায় হামিদাকে দেশে ফেরানোর তোড়জোড়।

বিদেশমন্ত্রকের এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে ২২ বছর পর হামিদা পা রাখেন দেশের মাটিতে। তাঁকে বিদায় জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিকরাও।

স্বামীর মৃত্যুর পর মুম্বইয়ে রান্নার কাজ করে চার সন্তানকে বড় করছিলেন হামিদা। তিনি এর আগে দোহা, দুবাই, সৌদি আরব সহ একাধিক জায়গায় রান্নার কাজ করেছিলেন এবং কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি তাঁর। রাঁধুনির কাজ করতে গিয়ে তাঁকে যে এমন দুর্দশায় পড়তে হবে, তা হামিদার কষ্টকল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানে গিয়েই আঁধার নেমে এল জীবনে। দীর্ঘ ২২ বছরে বদলেছে অনেককিছুই। মাঝে করাচির এক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়েও হয় তাঁর। কোভিড-১৯ মহামারির সময় সেই স্বামীর মৃত্যু হয়। তারপর থেকে সৎ ছেলেকে নিয়ে করাচিতেই থাকতেন।

দেশে ফিরে প্রৌঢ়া জানিয়েছেন, 'কখনও ভাবিনি এই দিনটা দেখতে পাব! ঘরে ফেরার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এতবছর পর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে এত আনন্দ হচ্ছে যে কী বলব! ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।'

তারাদের কথা

মুকেশকে সোনাক্ষীর সাবধান বাণী

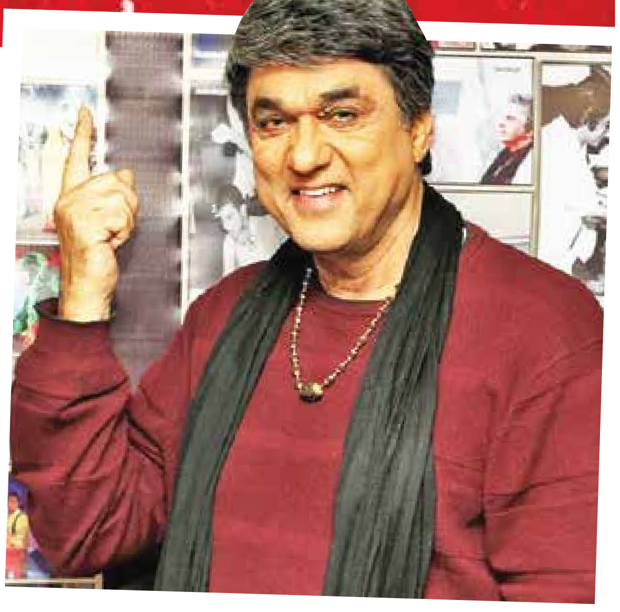

কোনও এক সময়ে কৌন বনেগা করোড়পতিতে অংশ নিয়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা, তাই নিয়ে নেটে ধুন্ধুমার চলছে এখন! সেই শো-তে হনুমান কার জন্য সঞ্জীবনী নিয়ে গিয়েছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর সোনাক্ষী দিতে পারেননি। তাই নিয়েই শক্তিমান মুকেশ খান্না হুল ফুটিয়ে বলেছেন, 'এটা ওর নয়, ওর বাবা শত্রুঘ্ন সিনহার দোষ, তিনি কেন বাচ্চাদের রামায়ণের সঠিক জ্ঞান দেননি? এরপর সোনাক্ষী মুখ খুলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায়। তিনি পোস্ট করেছেন, 'মানছি সেদিন আমি উত্তরটা দিতে পারিনি, কিন্তু এতদিন পর আপনি এসব কথা তুলছেন? ভগবান রাম যদি মন্থরাকে, স্বয়ং রাবণকে ওই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরও ক্ষমা করতে পারেন, আপনি পারেন না? কী শিখলেন তাহলে রামের কাছ থেকে?... আমার বাবা বা পরিবারকে কোনও দোষ দেবেন না। আমি সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে। এ আমার পরিবারেরই শিক্ষা যে আমি আপনার সঙ্গে এরপরও ভদ্রভাবে কথা বলছি। ভবিষ্যতে প্রচার পাবার জন্য আমার ও আমার পরিবারকে ব্যবহার করবেন না।' বাবা শত্রুঘ্নও বলেছেন, 'ওকে হিন্দু ধর্মের গার্জেন কে বানাল? সোনাক্ষীর জন্য আমি গর্বিত। ও প্রকৃত হিন্দু, কারওর কাছ থেকে কোনও সার্টিফিকেটের দরকার নেই ওর।'

লাপতা লেডিস অস্কারের প্রচারে আমির

এই মুহূর্তে আমেরিকায় প্রাক্তন স্ত্রী কিরণ রাওয়ের পরিচালনায় নির্মিত লাপতা লেডিস বা লস্ট লেডিস-এর প্রচার চালাচ্ছেন আমির খান— তিনিই এই ছবির প্রযোজক। বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'মনে হয় লাপতা লেডিস অস্কার জিতলে ভারতীয়রা ব্যালিস্টিক হয়ে যাবে, মানে একেবারে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো লাগামছাড়া হয়ে যাবে— অবশ্যই আনন্দে। আমারও আনন্দ হবে। ভারতীয়রা এমনিতেই সিনেমাপ্রেমী। এর আগে কোনও ভারতীয় ছবি অস্কার পায়নি। মানুষের আনন্দের কথা ভেবেই এই পুরস্কারটা পেতে চাই।' তিনি এর সঙ্গে বলেছেন, এই অস্কার পেলে বিশ্বের অসংখ্য মানুষের কাছে লাপতা লেডিস পৌঁছে যাবে। এর আগে মাদার ইন্ডিয়া, সালাম বম্বে ও লগান আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে জায়গা পেলেও অস্কার জিততে পারেনি। ফলে লাপতা লেডিস-এর প্রতি প্রত্যাশা অনেক বেশি।

অক্ষয়কে নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসকরা!

অক্ষয় কুমার কি অসুস্থ? ডাক্তাররা সে কথাই বলছেন। অক্ষয়কে টানা বিশ্রাম নিতে বলেছেন তাঁরা। কিন্তু কোথায় কী? অক্ষয় দিব্যি শুটিং আর প্রেস মিট চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে কদিন আগে অবধি তাঁর চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল!

আসলে হয়েছিল কি, 'হাউস ফুল ৫' সিনেমায় একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করছিলেন অক্ষয়, তখনই কিছু একটা উড়ে এসে পড়ে তাঁর চোখে। তাড়াতাড়ি চিকিৎসককে ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসাও করানো হয়। অক্ষয়ের চোখে ব্যান্ডেজ করে দেন চিকিৎসক। নায়ককে পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে এখন। তবে এতকিছুর পরেও শুটিং বন্ধ রাখতে চান না অক্ষয়।

সিনেমার একেবারে শেষ পর্যায়ের কিছু শুটিং বাকি তাই কাজ ফেলে না রেখে দ্রুত শুটিং ফ্লোরে ফিরতে চাইছেন অক্ষয়। সম্প্রতি একটি প্রেস কনফারেন্সে অক্ষয়কে শারীরিক সুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ভঙ্গিতে বলেন, এই তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। অক্ষয়ের কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছে, তিনি অনেকটাই ভালো আছেন।

অবশ্য অক্ষয়ের এখন বিশ্রাম নেওয়ার অবসর নেই। 'হাউসফুল' মুক্তি পাবে ২০২৫-এর ৬ জুন। 'হাউসফুল ৫' সিনেমার শুটিং শেষ করেই অক্ষয় শুরু করবেন 'ভূত বাংলো' সিনেমার শুটিং। 'ভুলভুলাইয়া'র পর ফের আরও একবার একটি হরর কমেডি সিনেমায় অভিনয় করবেন অক্ষয় কুমার। বহু বছর পরে এই সিনেমায় প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। ২০২৬ সালে সিনেমাটি মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে সঞ্জয় দত্ত। ইয়ামি গৌতমের পুত্র বেদাভিদের আশীর্বাদ কামনায় সঙ্গী হয়েছিলেন তিনিও।

কেরিয়ার শেষ, ভেবেছিলেন মাহিরা

রইস ছবিতে শাহরুখ খানের নায়িকা হয়ে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন মাহিরা খান। তারপর আর ভারতে ছবি করতে পারেননি। সৌজন্য উরি হামলা—এরপর পাকিস্তানী অভিনেতাদের ভারতে কাজ করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর ওপর একটি ভাইরাল ভিডিও মাহিরার কেরিয়ারে জিজ্ঞাসা চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল বলে মাহিরা মনে করেন। সে সময় রণবীর কাপুরের সঙ্গে তিনি নিউ ইয়র্কে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ভিডিওয় দেখা যায়, সেখানকার হোটেলে দুজনে সিগারেট খাচ্ছেন, মাহিরার পিঠে কামড়ের দাগ। এখান থেকেই বিতর্ক তৈরি। মাহিরার তখন সদ্য বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে, ছেলে ছোট। সেই সময় এই ভিডিওর জন্য তিনি ভেঙে পড়েন। তিনি বলেছেন, 'ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেকে একা মানুষ করতে হচ্ছে, তার ওপর ভারতে পাকিস্তানী শিল্পীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা— কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তবে সামলে নিয়েছি, কাউকে বুঝতে দিইনি। কঠিন সময় ছিল সেটা।'

এখন পুনরায় তিনি বিয়ে করেছেন। রণবীরও আলিয়া আর রাহাকে নিয়ে সংসারী।

একনজরে সেরা ৫

শুটিং শেষ

অক্ষয় কুমার স্কাই ফোর্স ছবির শুটিং শেষ কলেন। আকাশপথেই অ্যাকশন হবে এই ছবিতে। ১৯৬০-৭০ দশকে ভারত-পাকিস্তানের ভিতর যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তারই পটভূমিতে তৈরি এই ছবি। মুক্তি পাবে দেশপ্রেমের আবহে ২০২৫-এর ২৬ জানুয়ারি। অক্ষয় ছাড়া আছেন সারা আলি খান, নিমরত কউর, ভীর পাহাড়িয়া, শরদ কেলকর। পরিচালক সন্দীপ কেওলকল, অভিষেক অনিল কাপুর।

দুয়ার জন্য

গত ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের সংসারে এসেছে কন্যাসন্তান দুয়া। এখনও তার মুখ দেখা যায়নি, হাত-পা-ই দেখা গিয়েছে। দুয়াকে দেখার জন্যই রণবীরের কাছে আবদার করল পাপরাৎজিরা। রণবীর স্মিত হাস্যে মুখ ভরিয়ে তাদের থাম্বস আপ দেখিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েন। মুম্বাই বিমানবন্দরের ঘটনা।

ওটিটি-তে পুষ্পা ২

বক্স অফিস তোলপাড় করছে পুষ্পা ২। এর মধ্যেই খবর, ওটিটিতেও দেখা যাবে। নেটফ্লিক্স রেকর্ড ভেঙে দেওয়া টাকায় এর স্বত্ব কিনেছে। এই প্ল্যাটফর্মে আগামী ৯ জানুয়ারি ২০২৫-এ পুষ্পা ২ দেখা যাবে। উল্লেখ্য, দেশের মাটিতে ছবি ৫৫০ কোটি টাকার ব্যবসা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে।

১০ টাকা জরিমানা

শিল্পী উদিত নারায়ণকে এই পরিমাণ জরিমানা দেবার নির্দশ দিয়েছিল বিহার কোর্ট। ২০২০ সালে উদিতের প্রথম স্ত্রী রঞ্জনা উদিতের বিরুদ্ধে মামলা করেন, বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যা মিটিয়ে পুনরায় বিবাহিত জীবন কাটানোর জন্য। এই মামলায় উদিত বা তাঁর প্রতিনিধি হাজির ছিলেন না। তাই এই জরিমানা। আগামী ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫-এ ফের শুনানি।

প্রেমে ঋতাভরী

শারুখ-ঘনিষ্ঠ চিত্রনাট্যকার সুমিত অরোরাই নায়িকা ঋতাভরীর নতুন প্রেমিক? সোশ্যাল মিডিয়ায় সুমিতের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, এই বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে তুমিই শান্তি... উল্লেখ্য, সুমিত অরোরা জওয়ান, দ্য ফ্যামিলি ম্যান-এর সংলাপ লিখে পুরস্কার জিতেছেন। জওয়ান-এর প্রোমোর জন্য সুমিতের সঙ্গে ঋতাভরীও সংলাপ লেখেন, মুগ্ধ হন শাহরুখ খান। তবে তিনি প্রেমের কথা স্বীকার করেননি।

চুমু খেতে চান বিরসা

চুমু নিয়ে বেশ রেগে গেলেন বিরসা চক্রবর্তী। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির এই পরিচালক কদিন আগেই তাঁর এবং স্ত্রী বিদীপ্তার একটা আদুরে ছবি পোস্ট করেছিলেন। যা দেখে নেটপাড়ার অনেকেই ভুরু কুঁচকেছেন। বোঝাই যাচ্ছে, রাগটা তাঁর আগেই ছিল। এবার তাতে জ্বালানি ঢালল কালীঘাটের ঘটনা।

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে তরুণ-তরুণীর চুমু খাওয়ার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পর তোলপাড় গোটা শহর। কেউ পক্ষে মন্তব্য করেছেন তো কেউ বিপক্ষে পোস্ট করছেন লম্বা লেখা। শনিবারই নেটপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে এই ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যায় মেট্রো স্টেশনের পিলারের সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ-তরুণী পরস্পরের ঠোঁটে বুঁদ। সাধারণত কলকাতায় এমনটা চিত্র সচরাচর ধরা পড়ে না। এই ভিডিয়ো পোস্ট করে একজন লেখেন, 'কলকাতা সত্যিই লন্ডন হয়ে গেল।' প্রেমের এমন বহিঃপ্রকাশ মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না

আল্লুর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে তেলেঙ্গানা পুলিশ

২ ডিসেম্বর পুষ্পা ২-এর প্রিমিয়ারে ভিড়ের জন্য পদপিষ্ট হয়ে ৩৯ বছরের মহিলা মারা যান। তার জন্য তেলেঙ্গানা পুলিশ আল্লু অর্জুনকে গ্রেপ্তার করে গত শুক্রবার। শনিবার তিনি অন্তর্বর্তী জামিনে ছাড়া পান। শুক্রবার জামিন পেলেও পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লুর আইনজীবী বলেছিলেন, সরকারকে জিজ্ঞাসা করুন কেন এটা হল। এটা আইনত অপরাধ। রাজ্যের পুলিশ এই জামিনের নির্দশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবে। তেলেঙ্গানা পুলিশের এই সিদ্ধান্তে আল্লু আবার নতুন করে বিপদে পড়তে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আমার শহর

* আজকের সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
শিলিগুড়ি ১২°
বাগডোগরা ১২°
ইসলামপুর ১০°

হাই সান্তা... *বিধান মার্কেটে মঙ্গলবার সূত্রধরের তোলা ছবি।*

নকল এগজস্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত

সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের একটি রাস্তায় পুলিশ প্রচুর সংখ্যক বাইকের মডিফায়েড সাইলেন্সার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। শিলিগুড়িতেও দিন-দিন দাপট বাড়ছে এই মডিফায়েড সাইলেন্সারের। বাইক কিনেছি, এটা দেখাতে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এগজস্ট লাগানোর প্রবণতা বাড়ছে। আর এর বিকট শব্দে নাগরিকের প্রাণ ওষ্ঠাগত, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : সন্ধ্যায় সুভাষপল্লিতে বাড়ির সামনে একটি দোকান থেকে কিছু জিনিস কিনতে যাচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়। হঠাৎ বিকট শব্দে সাঁই করে তাঁর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল একটি বাইক। কানে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ওই প্রৌঢ়। বাইকটা চলে গেলেও সেটার বীভৎস আওয়াজের রেশ তাঁর কানে লেগেছিল বেশ খানিকক্ষণ। একটু ধাতস্থ হয়ে দোকানের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

শহর শিলিগুড়িতে এই ছবি এখন হামেশাই দেখা যাচ্ছে। ওই প্রৌঢ়র অভিজ্ঞতা শুধু তাঁর একার নয়, অনেকেরই। শহরে দিন-দিন বাড়ছে মডিফায়েড সাইলেন্সার লাগানো বাইকের দাপট। বিকট শব্দে পুর নাগরিকের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

শোরুম থেকে বাইক কিনে সেবক রোড কিংবা শহরের অন্য জায়গায় কিছু গ্যারাজে বাইক নিয়ে গিয়ে মডিফাই করে বিকট শব্দের এগজস্ট লাগানো হচ্ছে, যা শব্দ দূষণ তো করছেই, সেইসঙ্গে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে।

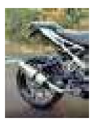

বাইকারের বয়ান

শিলিগুড়ির বাসিন্দা বাইকার শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় বলছিলেন, 'নিজের বাইকের আওয়াজ অন্য বাইকের থেকে একটু আলাদা করতে বাইকপ্রেমীরা এগজস্ট পালটান। সেই আওয়াজ ৮০ ডেসিবেলের মধ্যেই থাকে। তবে এখন পাড়ায় পাড়ায় কিছু কমবয়সি ছেলে বাইকে নতুন করে যে এগজস্ট লাগাচ্ছেন, সেগুলোর শব্দের তীব্রতা সবই ৮০ ডেসিবেল থেকে অনেক বেশি। এগুলো সবই নকল। ১,০০০-১,৫০০ টাকার মধ্যেই পাওয়া যায়। আসল হলে এত বিকট আওয়াজ হত না।'

শব্দ-দানব

জানা গিয়েছে, এই নকল এগজস্টগুলো দোকানে রাখা আইনবিরুদ্ধ। তাই এখন দেখা যাচ্ছে অনেকেই অনলাইনে অর্ডার দিয়ে এগজস্ট আনিয়ে গ্যারাজে মজুরি দিয়ে বাইকে লাগিয়ে নিচ্ছেন। এই এগজস্টার নামক 'শব্দ-দানব' বাইকে লাগিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছেন বহু চালক। পকেট রোড, প্রধান সড়ক কোনওটাই বাদ নেই। আর এই বিকট শব্দের জেরে সাধারণের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়।

পুলিশ কী বলছে

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'বাইকের আওয়াজে এমন পরিবর্তন ঘটানো সম্পূর্ণ অবৈধ। শহরের প্রধান সড়কে এই বাইকগুলোকে আটক করা হয়। তবে পকেট রোডে নজরদারি বাড়ানো হবে। সেখানেও অভিযান চালানো হবে।' পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, যে সমস্ত দোকান কিংবা গ্যারাজগুলোতে এই এগজস্ট বিক্রি হচ্ছে, সেই দোকান-গ্যারাজের মালিকের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

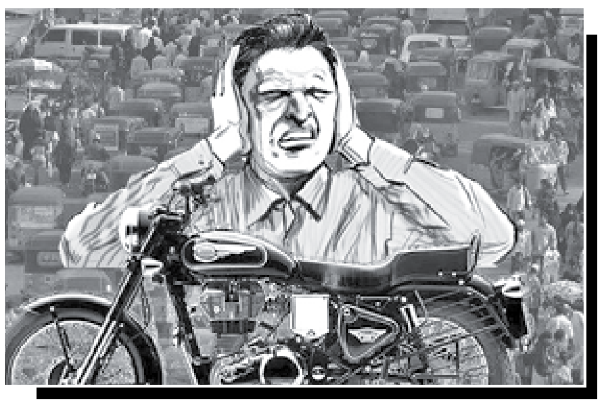

শহরবাসীর অভিজ্ঞতা

শহরের বাসিন্দা গৌতম বসুর বক্তব্য, 'প্রধান সড়কে পুলিশের নজরদারি থাকে। তাই ওই রাস্তাগুলোয় ওদের (বাইকচালক) দৌরাত্ম্য অনেকটাই কম। তবে শহরের ভেতরের রাস্তাগুলোয় দাপট অনেক বেশি। বিশেষ করে কলেজপাড়া, হাকিমপাড়া, সুভাষপল্লি, ডাবগ্রাম, ইস্টার্ন বাইপাসে।'

ইস্টার্ন বাইপাসের এক বাসিন্দা জয় সাহা বলেন, 'রাতে এদের জ্বালায় ঘুমানো পর্যন্ত যায় না। মাঝরাতেও এদের বাইকের আওয়াজে কানে হাত দিতে হয়। বাড়িতে বয়স্ক মানুষ থাকেন, হার্টের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু এদের কে বোঝাবে!'

কাউন্সিলার উবাচ

পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলি সিনহার কথায়, 'আমার ওয়ার্ডেও এদের দৌরাত্ম্য নজরে আসে। একদিন আমি নিজে একজনকে আটকেছিলাম। ওর বয়স বেশি নয়। তবে ওর বক্তব্য, 'এত দাম দিয়ে বাইক কিনেছি, তা মানুষকে জানাতে হবে তো! সবাই যাতে তাকিয়ে দেখে সে কারণেই বেশি আওয়াজওয়ালা জিনিসপত্র লাগিয়েছি।'

মিলির অভিজ্ঞতা, 'অল্পবয়সি ছেলেদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। বাইক হাতে তুলে দেওয়ার আগে ওদের পরিবারের লোকজনের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আমরা এই বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশ ও শিলিগুড়ির এসডিওকে স্মারকলিপি দেব।'

২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পালের মন্তব্য, 'আমাদের ওয়ার্ডেও এই সমস্যা রয়েছে। আমরা পুলিশকে বারবার জানিয়েছি। তাঁরা অভিযান চালান বটে, কিন্তু এদের রোখা মুশকিল।'

এবড়োখেবড়ো মাঠেই লিগ

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : বেহাল মাঠেই চলছে ক্রিকেট লিগ। এই লিগের আয়োজন করেছে ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা। কিন্তু মাঠের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় খেলা চলাকালীন খেলোয়াড়দের জখম হওয়ার দৃশ্যও চোখ এড়াচ্ছে না। ১০ ডিসেম্বর থেকে ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে শুরু হয়েছে লিগের কোয়ালিফাইং ম্যাচ। এই ম্যাচে অংশ নিয়েছে ১২টি ক্লাব। এদিকে, মাঠটি এবড়োখেবড়ো হওয়ায়, এমনকি বহু জায়গায় ঘাস উঠে মাটি বেরিয়ে যাওয়ায় বেহাল পরিকাঠামোর মধ্যে লিগ আয়োজন করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এত কম সময়ে সম্পূর্ণ মাঠ ঠিক করা এবং যে টাকা প্রয়োজন ছিল তা বহন করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছিলেন মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা।

ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কল্যাণ দাসের বক্তব্য, 'মাঠটি ঠিক করার মতো আর্থিক অবস্থা আমাদের নেই। তাই বাধ্য হয়েই এমন অবস্থাতেই খেলা আয়োজন করতে হয়েছে।' কোয়ালিফাইং ম্যাচ শেষ হওয়ার পর ২৫ ডিসেম্বর থেকে এই মাঠেই শুরু হবে মূল পর্বের খেলা। এবছর মোট ২০টি ক্লাব রেজিস্ট্রেশন করেছে। সেখান থেকে ৮টি ক্লাব মূলপর্বে অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র পাবে।

নকল হেডফোন ফেরি, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : একটি নামী কোম্পানির নকল হেডফোন বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার সুশীল কুমার নামে ওই ব্যক্তিকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। সুশীল উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। শিলিগুড়িতে এক জায়গায় ঘরভাড়া নিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী ফেরি করত সে। সেইমতোই রবিবার পুরনিগমের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রমপাড়ায় ফেরি করতে যায় সুশীল।

অভিযোগ, রাজীব মোড়ের বাসিন্দা এক মহিলার কাছে একটি নামী কোম্পানির হেডফোন বিক্রি করে সুশীল। দাম মেটানোর পর হেডফোন হাতে নিয়েই সন্দেহ হয় ওই মহিলার। খতিয়ে দেখতেই তিনি বুঝতে পারেন সেটা নকল। ততক্ষণে ফেরিওয়ালা কিছুটা এগিয়ে যায়।

এরপর সুশীলকে খুঁজতে বের হন ওই মহিলা। কিছুটা দূরে সুশীলকে দেখতে পেয়ে বাড়ির কাছে ডেকে আনেন। সুশীল আসতেই তাকে আটক করে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। এরপর সুশীলকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সুশীলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : স্ত্রীকে মারধর করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ময়নাগুড়ি থেকে স্বামীকে গ্রেপ্তার করে আনল শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মাখনলাল সরকার। মাটিগাড়ার বাসিন্দা ওই নির্যাতিতার সঙ্গে ময়নাগুড়ির বাসিন্দা মাখনলালের বিয়ে হয়। অভিযোগ, গত মাসে ধৃত ব্যক্তি তার স্ত্রীর ওপর চড়াও হয়। এমন পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে ফিরে এসে নির্যাতিতা গত ১৯ নভেম্বর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ময়নাগুড়ি থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযুক্তকে বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

বিকল পথবাতি

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : ইসলামপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে গুরিচবস্তি এলাকায় মূল রাস্তার পথবাতি গত সাতদিন ধরে বিকল। এনিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, পুরসভাকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। সন্ধ্যা নামলেই এলাকা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। মূল রাস্তায় আলো না থাকায় যাতায়াত করাও মুশকিল হয়ে পড়ছে। যদিও পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, খোঁজ নিয়ে দ্রুত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।

টাউন স্টেশনে অভিযান রেলের

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের মহিলা রেলকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই মর্মে খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসল জিআরপি। মঙ্গলবার জিআরপি'র তরফে টাউন স্টেশনে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন নেশাগ্রস্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি টাউন এবং শিলিগুড়ি জংশনে রেলের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নম্বর দেওয়া পোস্টার লাগানো হবে। যাতে স্টেশনে এসে যদি কেউ অসুরক্ষিত বোধ করেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সেই নম্বরে ফোন করতে পারবেন।

এই অভিযান প্রসঙ্গে এক রেলকর্মীর বক্তব্য, 'এই উদ্যোগে আমরা খুব খুশি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে নেশাগ্রস্তরা পুনরায় এধরনের কাজ করার সাহস পাবে না।' তিনি এও জানালেন, এদিন অভিযানের পর সন্ধেবেলায় টাউন স্টেশন চত্বরে বহিরাগতদের আড্ডা দিতে দেখা যায়নি।

টাউন স্টেশনে নজরদারির অভাবে মহিলা রেলকর্মী থেকে শুরু করে টিকিট কাটতে আসা যাত্রীরা নেশাগ্রস্তদের কটূক্তির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এই মর্মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই পদক্ষেপ করে রেল। জিআরপি'র এক কর্তা জানিয়েছেন, স্টেশনে এসে যাতে সবাই সুরক্ষিত থাকেন সেদিকে এবার বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

খবরের জের

স্টেশন চত্বরে মহিলাদের সুরক্ষার দিকে নজর দিয়ে রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা রিংকু ভৌমিক। তাঁর কথায়, প্রশাসনের নজরদারি থাকলেই একমাত্র নেশাগ্রস্তদের আড্ডা বন্ধ করা সম্ভব। রেল যে এত দ্রুত পদক্ষেপ নেবে, তা ভাবতেই পারিনি।' সকলেই চাইছেন, এই ধরনের অভিযানের ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক।

হাসপাতালের মুখে টোটোর অবৈধ পার্কিং

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের মুখে অবৈধভাবে দাঁড়িয়ে থাকছে টোটো। অলিখিত পার্কিংয়ের জেরে সেখানে যাতায়াত করা কঠিন হয়ে হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এমনই, অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত সঠিকভাবে চলাচল করতে পারছে না। খোদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের মধ্যেও ক্ষোভ জন্মাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হাসপাতালে ঢোকার মুখে রাস্তায় টোটোর অবৈধ পার্কিং বন্ধে প্রায়ই পদক্ষেপ করা হয়। কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। যদিও এব্যাপারে ইসলামপুর পুরসভা দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে।

বাংলাদেশিদের নিয়ে সুর নরম ব্যবসায়ীদের

অসুস্থদের জন্য ছাড় শিলিগুড়ির হোটেলে

অস্থির বাংলাদেশ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : শুধুমাত্র চিকিৎসাক্ষেত্রে ছাড়। বাকি অন্য যা কারণই দেখানো হোক না কেন শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে বাংলাদেশিদের জন্য দরজা বন্ধই থাকবে। হোটেল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তে কোনও নড়চড় হচ্ছে না।

যেহেতু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শহরের বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন, সেই কারণে তাঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখে তবেই কিছু হোটেলে জায়গা দেওয়া হবে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

তবে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে যাঁদের সন্তানরা দার্জিলিং কিংবা পাহাড়ের কোনও স্কুলে পড়াশোনা করছে, তাঁরা শিলিগুড়িতে হোটেল ভাড়া নিতে এলে তাঁদেরও স্পষ্টভাবে নো এন্ট্রির কথা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশি অভিভাবকদের পাহাড়ের কোনও হোটেলে ভাড়া নিয়ে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা।

এ ব্যাপারে গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষের বক্তব্য, 'বিভিন্ন হোটেলে আমাদের নিয়মিত টেলিফোন আসছে। কিন্তু আমরা স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদের নো এন্ট্রির কথা জানিয়ে দিচ্ছি। আমরা শুনেছি চিকিৎসার জন্য অনেকে হোটেলে এসে থাকছেন। মেডিকেল ট্যুরিস্টদের ক্ষেত্রে আমরা কিছু বলছি না। তবে বড়দিনের আগে পাহাড়ে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ থেকে অনেকে শিলিগুড়িতে থেকে তারপর পাহাড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। আমরা সেক্ষেত্রেও পরিষ্কার মানা করে দিচ্ছি।'

কাগজপত্র দেখে

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রোগী আসেন
- শহরের বেশ কয়েকটি নার্সিংহোমেও আসেন পড়শি দেশের বহু রোগী
- তাঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে তবেই কিছু হোটেলে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে
- এছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রেই শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে পড়শি দেশের নাগরিকদের প্রবেশ নিষেধ

বাংলাদেশিদের জন্য পর্যটন ভিসা দেওয়া বন্ধ হয়েছে মাসচারেক আগে। তাই এই মুহূর্তে দার্জিলিং কিংবা সিকিমে বাংলাদেশি পর্যটক প্রায় শূন্য। বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ ভারতে আসার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে টেলিফোন করছেন ঠিকই, কিন্তু এখানকার হোটেল ব্যবসায়ীরা পরিষ্কার মানা করে দিচ্ছেন।

শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে বাংলাদেশিদের প্রবেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করার আবেদন জানায় বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। গত ৮ ডিসেম্বর হোটেল মালিকদের সংগঠন বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়, পরবর্তী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশিদের জন্য হোটেলে নো এন্ট্রি।

হোটেল ব্যবসায়ীদের এই সিদ্ধান্তকে তখন স্বাগত জানায় মহামঞ্চ। তবে মানবিকতার খাতিরে চিকিৎসাক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং শিলিগুড়ির কয়েকটি নার্সিংহোম সংলগ্ন হোটেলগুলিতে বাংলাদেশি রোগীদের জায়গা দেওয়া হচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, আলিপুরদুয়ারে ইতিমধ্যেই হোটেল মালিকরা সেখানকার হোটেলে বাংলাদেশিদের ভাড়া দেওয়া বন্ধ করেছেন গত সপ্তাহে। কোচবিহারের হোটেল মালিকরাও বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন।

শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে শংকর ঘোষ। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বারবার অনুরোধ করেও কাজ না হওয়ায় বিষয়টি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে জানিয়েছি। আশা করছি তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। অন্যথায় নতুন বছরের শুরুতে অনশনে বসতে বাধ্য হব।

– শংকর ঘোষ *বিধায়ক*

মুখ্যমন্ত্রীকে নালিশ বিধায়কের

'সহযোগিতা করছে না জেলা প্রশাসন'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : নভেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরকালে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এবার একই অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর। সম্প্রতি বিধানসভায় উপস্থিত থেকে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিত আকারে নালিশ জানান তিনি।

মঙ্গলবার এ নিয়ে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিধায়ক। সেখানে তিনি বলেন, 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিধায়কদের কাজ করাটা সাংবিধানিক স্বীকৃতি। প্রতিটি কাজ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে হয়। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। বারবার অনুরোধ করেও কাজ না হওয়ায় বিষয়টি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে জানিয়েছি। আশা করছি তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। অন্যথায় নতুন বছরের শুরুতে অনশনে বসতে বাধ্য হব।'

বিরোধী দলের সাংসদ ও বিধায়কদের উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, এই অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু এব্যাপারে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করতে খুব কম জনপ্রতিনিধিকেই দেখা যায়। শংকর মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে অভিযোগ করেছেন, ৪০টি স্কিম জমা দিলেও তার মধ্যে ২৯টি নথিভুক্ত হয়েছে। বাকিগুলো কেন নথিভুক্ত হয়নি, তার ব্যাখ্যা তাঁকে দেওয়া হয়নি। ২৯টির মধ্যে মাত্র ১১টি স্কিম মঞ্জুর করা হলেও অর্থবরাদ্দ হয়েছে মাত্র সাতটির ক্ষেত্রে। এর ফলে একজন বিধায়ক হিসেবে নিজের এলাকার উন্নয়ন করতে পারছেন না তিনি।

শংকরের অভিযোগ, ভেন্ডিং, টেন্ডার করার ক্ষেত্রে দিনের পর দিন ব্যয় করা হচ্ছে। বিষয়টিতে তিনি (মুখ্যমন্ত্রী) হস্তক্ষেপ করে বকেয়া কাজগুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন, চিঠিতে সেই আর্জি জানিয়েছেন শংকর। মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে একজন বিধায়ক হিসেবে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু একের পর এক প্রকল্প জমা দেওয়ার পরেও জেলা প্রশাসনের তরফে সহযোগিতা পাচ্ছি না। এখন অপেক্ষা করছি মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের জন্য।'

শংকর আরও বলেন, 'প্রতিটি এলাকার উন্নয়নে পুরসভা এবং জেলা পরিষদকে টাকা দেওয়ার জন্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার অনুরোধ করেছেন। আমি সেই টাকা দিতে চাইছি। ফলে বুঝতে পারছি না মুখ্যমন্ত্রীর কথা কেন শোনা হচ্ছে না!'

এদিকে, সম্প্রতি বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে শংকর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড বিল-২০২৪ পেশ করেছেন। এধরনের বিল ৩৭ বছর পর পেশ হল বিধানসভায়। বিলটি আইন দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বেহাল কমিউনিটি হলে নেশার ঠেক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : পরিকল্পনা ছিল, বেহাল অবস্থায় থাকা কমিউনিটি হল সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করা হবে। সেইমতো প্রস্তাব গিয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু এরপর এ ব্যাপারে আর কোনও উচ্চবাচ্য হয়নি। আর এদিকে দিন-দিন কমিউনিটি হলটির অবস্থা খারাপ হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই সেখানে নেশার আসর বসছে বলে অভিযোগ। এমনকি চুরি হয়ে যাচ্ছে কমিউনিটি হলের সামগ্রী। যা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগর এলাকার বাসিন্দারা।

জ্যোতিনগরের ওই কমিউনিটি হলের অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে শোচনীয়। বেশকিছু জায়গায় চাঙড় ভেঙে পড়েছে। জলের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। এককথায় ব্যবহারের অনুপোযোগী। আগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিয়ের অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হত। বর্তমানে কিছুই হয় না সেখানে।

দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি তুলেছিলেন হলটিকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করা হোক। কিন্তু কলকাতা থেকে এব্যাপারে এখনও সবুজ সংকেত না মেলায় স্থানীয়দের মতোই উদ্বিগ্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিবেক সিং। তিনি বলেন, 'প্রস্তাব পাঠানোর পর আট মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সবুজ সংকেত আসেনি। এমতাবস্থায় কমিউনিটি হলটি নতুন করে সংস্কার হবে, নাকি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হবে, এ ব্যাপারে পুরনিগমে আলোচনা হবে।'

কাউন্সিলারের কথাতেই স্পষ্ট হলটি নিয়ে ধন্দ রয়েছে। আর এই ধন্দের মাঝেই এলাকার একশ্রেণির মানুষ নেশার ঠেক বানিয়ে ফেলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা অজিত দাস বলছিলেন, 'কমিউনিটি হলে নেশার আসর বসছে। এরই মধ্যে সেখানকার লোহার সামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছে। পুর প্রশাসনের উচিত বিষয়টা দেখা।'

আরেক বাসিন্দা শর্মিলা শা-র কথায়, 'এই কমিউনিটি হল সাধারণ মানুষের কাজে তো লাগছেই না, উলটে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এই পরিস্থিতিতে হলটি সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হোক, অথবা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করা হোক, এমনটাই চাইছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রস্তাবে মেলেনি সবুজ সংকেত

৪ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতিনগরে বেহাল কমিউনিটি হল। -সংবাদচিত্র

প্রস্তাব পাঠানোর পর আট মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও সবুজ সংকেত আসেনি। এমতাবস্থায় কমিউনিটি হলটি নতুন করে সংস্কার হবে, নাকি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা হবে, এ ব্যাপারে পুরনিগমে আলোচনা হবে।

-বিবেক সিং
কাউন্সিলার, ৪ নম্বর ওয়ার্ড

রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা বাস মালিকদের

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ১৫ বছরের পুরোনো বাস চলাচলে রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বাসমালিকরা। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী যে সমস্ত কমার্সিয়াল গাড়ির বয়স ১৫ বছরের বেশি হবে, তাদের আর রাস্তায় নামতে দেওয়া হবে না। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন বাসমালিকরা। ২০০৮-০৯ সালের ওই নিয়ম অনুযায়ী ২০২৪-২৫ সালে বাতিল হয়ে যাবে অধিকাংশ বাস। ফলে একদিকে যেমন সমস্যায় পড়বেন বাসমালিকরা, তেমনই পরিবহণ সংকটও শুরু হবে।

১৫ বছরের পুরোনো বাস তুলে দেওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছেন বাসমালিকরা। এই বিষয়ে বাসমালিকদের সংগঠন 'সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিস'-এর সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, '১৫ বছরের পুরোনো গাড়ির লাইসেন্স বাতিল করার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই। এটা কেন্দ্রের বিষয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে সরকার অনৈতিকভাবে তা করছে।' তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে বর্তমানে যেসব বাস চলছে তার অধিকাংশই বিএস-৪ ও বিএস-৬ প্রযুক্তির। এই মডেলের বাস থেকে দূষণ খুবই কম ছড়ায়। এছাড়া বাসই কেবলমাত্র দূষণ ছড়ায় তা ঠিক নয়।'

সেতুর কাজ শুরু শিকারপুরে

বেলাকোবা, ১৭ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে শিকারপুর চা বাগানের হসপিটাল লাইন সংলগ্ন সুকাতি নদীর উপর মঙ্গলবার জয়েস্ট ব্রিজের শিলান্যাস হল। কাজের সূচনা করেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার, বাগানের ম্যানেজার প্রসূন চক্রবর্তী প্রমুখ। বিধায়ক বলেন, '২৪ মিটার লম্বা, ৩ মিটার চওড়া এই সেতুর জন্য ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৯ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে।'

বাগানের তৃণমূল কংগ্রেস অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক নেলসন টোপ্পো বলেন, 'প্রায় ২০-২৫ বছর ধরে ছিল কাঠের সাঁকো। প্রতি বছর বর্ষার সময় চরম দুর্ভোগের শিকার হতেন শ্রমিকরা। সাঁকোর পশ্চিম দিকে রয়েছে একাধিক চা বাগানের সেকশন ও গুদাম লাইন। আর সাঁকোর পূর্ব দিকে রয়েছে হাসপাতাল লাইন, হাটখোলা লাইন ইত্যাদি। এত বছর বাগান কর্তৃপক্ষ সাঁকো মেরামত করেছে।'

পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

ইসলামপুর, ১৭ ডিসেম্বর : 'রক্তের দালাল' পোস্টে অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশের কর্মী তথা সমাজকর্মী বাপন দাসের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করল ইসলামপুর সাইবার থানা। সোমবার এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন তন্ময়

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : সাংবাদিক হেনস্তার ঘটনায় সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। তন্ময়ের বিরুদ্ধে বরানগর থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪৮২(২) ধারায় মামলা রুজু হয়। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তন্ময়। ১০ হাজার টাকার বন্ডে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আদালতের নির্দেশ, তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। অভিযোগকারিণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনওভাবেই যোগাযোগ রাখা যাবে না। এই নির্দেশের চার সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন আদালতে তাঁকে জামিনের জন্য আবেদন জানাতে হবে।

কুয়াশার জন্য বাতিল ট্রেন

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : কুয়াশার জন্য বাতিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বেশ কয়েকটি ট্রেন। আগামী ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর যোগবাণী-শিলিগুড়ি টাউন এক্সপ্রেস (১৫৭২৩) ও শিলিগুড়ি টাউন-যোগবাণী এক্সপ্রেস (১৫৭২৪) বাতিল করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮-২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (১৫৭১০) এবং মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস (১৫৭০৯) বাতিল থাকবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

২০টি কম্পিউটার বস্তাবন্দি, কর্মহীন অনেকে

নিলামকেন্দ্র চালু নিয়ে ধন্দ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র। সেটি চালু করা নিয়ে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ করছে না টি বোর্ড। অথচ বোর্ড থেকে এক সময় বলা হয়েছিল, চলতি ডিসেম্বরেই কেন্দ্রটি চালু হবে। এ ব্যাপারে বোর্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করতে একটি সভা ডাকতে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক তথা টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'চা নিলামকেন্দ্র চালুর বিষয়ে ডিসেম্বরে ফলপ্রসূ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আগে বলা হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে বোর্ডের কোনও উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। টি বোর্ড এখান থেকে গুঁড়ো চা কেনারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এটি চালুর বিষয়ে একটি সভা ডাকা হবে।' লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের আগে এনিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছিল। দেওয়া

হয়েছিল প্রতিশ্রুতিও। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিই সার। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গুঁড়ো চা কেনার ব্যবস্থা হলে জলপাইগুড়ির ক্ষুদ্র চা বাগান, বটলিফ কারখানা ও শিলিগুড়ির চা বাগানগুলি থেকে গুঁড়ো চা কিনতে বোর্ডের সমস্যা হবে না। জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায় এখনও নিশ্চিত এখান থেকে গুঁড়ো চা বিপণন হবে।

প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালে নিলামকেন্দ্রটি চালু হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে জলপাইগুড়ির দুই বাগান থেকে পাতা আসত। নিলাম হলেও পরে সেই নিলাম বহুবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের ভিতর ২০টি কম্পিউটার বস্তাবন্দি হয়ে কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। এজন্য মোটা অঙ্কের অর্থের অপচয় হয়েছে বলে অভিযোগ।

জলপাইগুড়ি থেকে মনোনীত টি বোর্ডের সদস্য পুরোজিৎ বক্সী গুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেন, আমরা কেন্দ্রটি ফের খোলার বিষয়ে ভীষণভাবে আশাবাদী। এটি চালু হলে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের সহজেই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ঘটবে আর্থসামাজিক বিকাশও। অনেকদিন ধরে কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় কর্মরত অনেকের বেতন, বিদ্যুতের বিল বকেয়া রয়েছে বলে খবর। বকেয়া বিদ্যুৎ বিল নিয়ে আইটিপিএ ভবনে থাকা নিলামকেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েছে। কিন্তু কোনও কাজের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

বিশবাঁও জলে

- জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র অনেকদিন ধরে বন্ধ
- কেন্দ্রটি বন্ধ থাকায় অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন
- এ ব্যাপারে টি বোর্ড কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ
- বোর্ড থেকে বলা হয়েছিল চলতি ডিসেম্বরেই কেন্দ্রটি চালু হবে
- এ ব্যাপারে সভা ডাকতে চলেছে জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি

এমন বরফের টানেই উত্তর সিকিম ছুটছেন পর্যটকরা। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

তুষারে নতুন করে স্বপ্ন দেখছে পর্যটন

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : 'দরজা' খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ভিড় লাচেন থেকে লাচুংয়ে। বড়দিনের প্রাক্কালে তুষারের টানে যে এই ভিড়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পর্যটকদের এমন ভিড়ে সড়ক নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহারে কার্যত বাধ্য হল মঙ্গন জেলা প্রশাসন। ১ ডিসেম্বর লাচুং ও ১০ ডিসেম্বর লাচেন খুলে দেওয়া হলেও টুং-নাগা সড়কে যান চলাচলে সময় বেঁধে দিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু ওই নিষেধাজ্ঞা বুধবার থেকে আর থাকবে না। অর্থাৎ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত যান চলাচলে অনুমতি মিলবে। মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে সে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এক বছরের ধাক্কা সামলে নতুন করে হাসি ফিরেছে উত্তর সিকিমে।

বাবা মন্দির হোক কিংবা চুংথাংয়ের রাস্তা, এখন সাদা বরফে মোড়া। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর সিকিম খোলার পর প্রতিদিনই বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা। সোমবার একদিনে ১৪৩২ জন পর্যটক উত্তর সিকিমে পা রেখেছেন। শুধু তাই নয়, বড়দিন ও নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দার্জিলিং ও সিকিমে যা বুকিং রয়েছে তাতে পুজোর সময়ের ক্ষতি অনেকটা মেটানো যাবে বলে আশাবাদী পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১ ডিসেম্বর থেকে ফের পর্যটকদের জন্য খোলা হচ্ছে মঙ্গন। ভারী বর্ষণে বিভিন্ন জায়গায় ছোট বড় ধসের জেরে প্রচুর রাস্তার পাশাপাশি মঙ্গন জেলার বেশ কিছু সেতু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে কারণে বছরের শুরুর দিক থেকেই এই রাস্তা বন্ধ করে মেরামতের কাজ শুরু হয়েছিল। রাস্তাটি তৈরি হওয়ার পর দফায় দফায় যানবাহন চলাচল করার সিদ্ধান্ত হয়।

সিকিম প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত সোমবার রেকর্ড সংখ্যক পর্যটক এসেছেন উত্তর সিকিমে। আর এই পরিসংখ্যানেই আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'পর্যটন ক্ষেত্রে পুজোর সময় আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এবার যেভাবে মানুষ বুকিং করেছেন তা ভীষণই আশাব্যাঞ্জক।'

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তীর কথায়, 'উত্তর সিকিমের ছোট-বড় হোটেলগুলিতে বড়দিন ও নতুন বছরের জন্য আর জায়গা নেই। পুজোর সময় আমাদের যে ক্ষতি হয়েছিল, এবার তা খানিকটা পুষিয়ে যাবে যদি সব ঠিক থাকে।'

ধূপগুড়ি পুর বাস টার্মিনাসের উলটোদিকে গাছের তলায় পড়ে পাখির দেহ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বহু পাখির মৃত্যু

ধূপগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : কেউ বলছে মড়ক আবার কেউ বলছে পাখিদের 'সুইসাইড স্পট'। তবে দুটোই খুব বেশি যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুসারে, গাছের ডাল থেকে দিনে বেশ কয়েকবার ছিটকে পড়ছে পাখির দেহ। কোনও ক্ষেত্রে আবার ডাল থেকে ছিটকে মাটিতে পড়ার কয়েক সেকেন্ড দাপিয়েই নিথর হয়ে যাচ্ছে পাখিগুলো। ঘটনার কারণ খুঁজতে মরিয়া স্থানীয় পশুপ্রেমী সংস্থা অ্যানিমাল লাভার্সের সম্পাদক অনিকেত চক্রবর্তীর কথায়, 'সোমবার রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েছে ছয়টি পাখির দেহ। গাছের নীচে ঝোপে আরও বেশ কয়েকটি পাখির দেহ দেখেছি আমরা। মঙ্গলবারও দিনভর বেশ কয়েকটি পাখির দেহ দেখা গিয়েছে। আমরা দীর্ঘ সময় এলাকায় থাকছি কারণ উদ্ধারের জন্য।'

গত এক সপ্তাহে শতাধিক পাখির মরদেহ দেখেছেন এলাকার অনেকেই। ধূপগুড়ি শহরের পুর বাস টার্মিনাসের ঠিক উলটোদিকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শরৎপল্লি ঢুকতেই ডানদিকের বিশাল গাছ থেকে এভাবেই ছিটকে মাটিতে পড়ছে একের পর এক পাখির দেহ। টিয়া, মাছরাঙা, খঞ্জনা, শালিক কী নেই সেই মৃতের তালিকায়। এর কিছু পথচলতি মানুষ বা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চোখে পড়ছে আর বাকিটা কেউ টের পাওয়ার আগেই চলে যাচ্ছে কুকুরের মুখে। স্থানীয় দোকানি সুকেশ রায়ের কথায়, 'মাছরাঙার মতো দেখতে রঙিন পাখির মরদেহ সবথেকে বেশি দেখেছি। উঁচু ডাল থেকে ছিটকে একেবারে দোকানের সামনেই পড়ছে অনেকগুলো। আবার কিছু পড়ছে গাছের নীচে আবর্জনার স্তূপে। অনেক চেষ্টা করেও এর কারণ আমরা বুঝতে পারিনি।' রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ধূপগুড়ি গ্রাহক পরিষেবাকেন্দ্রের আধিকারিক অখিলেশকুমার ভার্নোয়াল বলেন, 'আমরা বিস্তারিত খোঁজ নেব।' অনেকেই মনে করছেন, গাছের ওপর দিকের ডালের সঙ্গে কোনওভাবে বিদ্যুৎবাহী তারের সংযোগ হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে কিছু অংশে বসতে গেলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ প্রাণীগুলো।

পদ্মাপারে ছাই বাড়ি, নিখোঁজ দুই দাদা

রায়গঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে রায়গঞ্জের দেবীনগরের চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যদের। কারণ, ওই পরিবারের দুই সদস্য থাকেন বাংলাদেশে। কিন্তু তাঁদের বাড়িঘর, দোকান ভাঙচুর করে পুড়িয়ে দিয়েছে ওপারের আন্দোলনকারীরা। ভয়ে আত্মগোপন করেছেন। বন্ধ ফোন। কোনওভাবেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না ভাই। সব মিলিয়েই ভয় গ্রাস করেছে রায়গঞ্জের দেবীনগর কসবার বাসিন্দা সঞ্জিত চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী তৃপ্তি চক্রবর্তীর মনে।

ওই পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের বগুড়া জেলার দত্তপাড়ার বাসিন্দা দুই দাদা স্বপন চক্রবর্তী (৭০) ও তরুণ চক্রবর্তী (৬০)। পরিবার নিয়ে ওখানেই থাকেন। স্বপনবাবু বাংলাদেশের পিরগঞ্জ থানার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। আরেক দাদা তরুণ চক্রবর্তী দত্তপাড়া পুরসভার আওয়ামি লিগের কাউন্সিলার। তাঁদের সেখানে নিজস্ব মার্কেট রয়েছে। কয়েকটি দোকান পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই চালান। দুই পরিবারই সুপ্রতিষ্ঠিত।

গঙ্গাসাগরে টাকা দেয় না কেন্দ্র : মমতা

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : কুম্ভ সহ একাধিক মেলার আয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থসাহায্য করলেও গঙ্গাসাগরমেলার জন্য এক টাকা দেয় না। মঙ্গলবার বিকালে নবান্ন সভাঘরে গঙ্গাসাগরমেলার প্রস্তুতি বৈঠকে এভাবেই কেন্দ্রকে ফের বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য মুড়িগঙ্গার উপর সেতু তৈরিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বহুবার আবেদন করেছি। কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা সেতু বানাচ্ছি। পাঁচ কিলোমিটার লম্বা চার লেনের এই সেতু তৈরিতে ১৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার শেষ। চার বছরের মধ্যে এটা তৈরি হলে সরাসরি গঙ্গাসাগরে বাস যাবে।'

৮-১৭ জানুয়ারি মেলা চলবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১৪ জানুয়ারি সকাল ৬টা ৫৮ মিনিট থেকে ১৫ জানুয়ারি সকাল ৬টা ৫৮ মিনিট পর্যন্ত পুণ্যস্নান চলবে। গঙ্গাসাগর বিশ্বের অন্যতম সেরা মেলা। মেলায় যেতে ২২৫০টি সরকারি বাস, ২৫০টি বেসরকারি বাস, ন'টি বার্জ, ৩২টি ভেসেল, ১০০টি লঞ্চ, ২১টি জেটি ব্যবহার করা হবে। রেলকে অতিরিক্ত ট্রেন চালাতে বলব। মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে সব পরিবহণে জিপিএস ও স্যাটেলাইট ট্র্যাকিংও করা থাকবে। গঙ্গাসাগরের মেলায় কন্ট্রোল রুম থেকে নজরদারি চলবে।'

ন্যাসের প্রকৃতি পাঠ শিবির

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের পরিবেশের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে নেচার স্টাডি ক্যাম্প আয়োজন করতে চলেছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস। ওদলাবাড়ি নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির উদ্যোগে এবং অন্তঃরাষ্ট্রীয় আগরওয়াল মঞ্চের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি হবে। ক্যাম্পের এবার ২৪তম বর্ষ।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরা বিনামূল্যে অংশ নিতে পারবে। আগামী ২৬-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কালিম্পংয়ের মাকুমে এই ক্যাম্প হবে। কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, ভুটান সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়ুয়ারা আসবে।

বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত থাকবে এই ক্যাম্প। রক ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং, বেঁচে থাকার টেকনিক, রিভার ক্রসিং, বার্ড ওয়াচিং সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার হবে এই ক্যাম্পে। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ক্যাম্পের বিষয়টি জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

এদিন বৈঠকে ছিলেন বিশ্বজিৎ নন্দী, সুস্মিতা দাশগুপ্ত, সঞ্জয় মিশ্রী, ইরফান আলি প্রমুখ।

নতুন বছরে ট্রাম শুনানি

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : ট্রাম সংক্রান্ত মামলার শুনানি জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। এই সময়ের মধ্যে ট্রাম পরিষেবা পুনরায় চালু করার বিষয়ে রাজ্যকে পদক্ষেপ করতে হবে বলে মঙ্গলবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য পরিবহণ দপ্তর একের পর এক ট্রাম লাইন বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন শুধুমাত্র ময়দান চত্বর দিয়ে ধর্মতলা ও খিদিরপুরের মাঝে ট্রাম চলাচল করছে। এই ব্যাপারে রাজ্য কোনও পদক্ষেপ না করায় এদিন অভিযোগ জানানো হয়। আদালতের নির্দেশে ট্রামের পরিষেবা পুনরায় চালু করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটি এখনও পর্যন্ত কোনও বৈঠক করেনি বলেও অভিযোগ।

সামচিতে অনুষ্ঠান

নাগরাকাটা, ১৭ ডিসেম্বর : ভুটানের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল সামচিতে। দু'দেশের নাগরিকরাই ইন্দো-ভুটান সুসম্পর্ক আরও মজবুত করার ওপর জোর দিয়েছেন। সামচির জেলা শাসক মিঞ্জুর দোরজে বলেন, 'এদিন আমাদের একটি বিশেষ দিন। এই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ভারতের বন্ধুদের এই উপস্থিতি অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে।'

হাজার যাত্রী বাঁচিয়ে পুরস্কৃত

কোচবিহার, ১৭ ডিসেম্বর : নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত, সাহসিকতা, রাজস্ব তৈরি ও পরিচালনামূলক উৎকৃষ্টতায় অসামান্য অবদানের জন্য রেলের বিভিন্ন জোনের ১০১ জন কর্মী-আধিকারিককে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। আগামী ২১ ডিসেম্বর নয়াদিল্লির ভারতীয় মণ্ডপমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো তাঁদের সংবর্ধনা জানাবেন বলে রেল সূত্রে খবর।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে খবর, এই রেলওয়ের বদরপুরের লোকোপাইলট/গুডস (ইলেক্ট্রিক্যাল) রাজনারায়ণ কুমার ০৫৬৭৬ আপ ধর্মনগর-আগরতলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল চালানোর সময় ত্রিপুরার তেলিয়ামুরা স্টেশন পার করার পর তিনি সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় বারামুলা হিল রেঞ্জে একটি সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ নিশ্চিত করেছিলেন। এনএফআর সূত্রে খবর, সেদিন ট্রেনটিতে আনুমানিক এক হাজার যাত্রী ছিলেন। ট্রেনটি প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে লাইন আটকে রাখা একটি বিশাল ভূমিধসের মুখোমুখি হয়েছিল। রাজনারায়ণ কুমার সে সময় জরুরিকালীন ব্রেক কষে ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে ট্রেন থামিয়ে সব যাত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করেছিলেন।

এই জোনের দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লামডিংয়ের সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকোপাইলট (ইলেক্ট্রিক্যাল) রাহুল কুমার। তীব্র হাওয়া ও প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ১৫৬১২ ডাউন ট্রেন চালানোর সময় তিনি লাইনে একটি গাছ পড়তে দেখেন। তিনি দ্রুত জরুরিকালীন ব্রেক কষে ঠিক সময়ে ট্রেনটি থামিয়ে সম্ভাব্য প্রাণহানি সহ বিশাল ক্ষতি রুখতে সমর্থ হন।

গ্রামের প্রাণভোমরা

প্রথম পাতার পর

হাতিঘিসার বিরসা মুন্ডা কলেজের ছাত্রী মুশকান খেরুয়া বলেন, 'রাস্তার বেহাল অবস্থার জেরে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স গ্রামে ঢোকে না। গর্ভবতী মায়েদের কেউ খোঁজখবর রাখে না। রাস্তা বেহাল, তার উপর জঙ্গলে ঘেরা। অনেক কষ্ট করে যাতায়াত করি।'

২০১৭ সালে মাধ্যমিক পাশ করতেই বাবার মৃত্যু হওয়ায় পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কাজে যোগ দিতে হয় বিশাল রাইকে। স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত রাই বলেন, 'দাদা সনম ও ঠাকুরদা কাইলা দুজনই হাতির হামলায় মারা গিয়েছেন। তবে কয়েক পুরুষের বাসস্থান ছেড়ে যাব কোথায়।' তিনি কথায় কথায় জানান, এখানেই আমাদের কৃষিজমি ও ভিটেবাড়ি। বহুবার আবেদনের পর গত বছর সোলার লাইটের ব্যবস্থা করেছে বন দপ্তর। তবে ব্লক প্রশাসনের কাছে রাস্তা সহ বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে আর্জি জানালেও কেউ খোঁজ নিতে আসে না।

বস্তিতে নেই কোনও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ভোটকেন্দ্র মারাপুর চা বাগানের স্কুলে হলেও তাঁরা চা শ্রমিক নন। বাজারঘাট, পরিষেবা নিতে ছুটতে হচ্ছে নকশালবাড়িতে।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, পিএইচই হর ঘর জলপ্রকল্পে ওই বস্তিটিকে ধরা আছে। খুব শীঘ্রই পাইপলাইনের কাজ করা হবে। এছাড়া ওই এলাকার রাস্তার জন্য প্রস্তাব পাঠানো আছে। অনুমোদন পেলে সেটির কাজও শুরু হবে। সেখানে খাদ্যসাথী প্রকল্পে র‌্যাশনদ্রব্য পাচ্ছেন কি না তা খোঁজ নিয়ে দেখছি।

হাতি বাজার

শিলিগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : হাতির হানা থেকে রক্ষা পেতে কৃষকদের শুধু বিকল্প আয়ের ব্যবস্থাই নয়, উৎপাদিত সামগ্রী অনলাইনে বিক্রি করারও ব্যবস্থা করে দিল বন দপ্তর। সেইজন্য 'হাতি বাজার' নামে একটি ফেসবুক পেজ তৈরি করা হয়েছে। এখানে বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের তৈরি হস্তশিল্প সামগ্রী থেকে শুরু করে মধু, হলুদ, কালো মরিচ, কালো নুনিয়া, আচার, গুড়ুক মিলবে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'দ্য জাম্বো ট্রুপস'-এর সহযোগিতায় অনলাইনে এই সুবিধা পাবেন বিক্রেতারা। চলতি সপ্তাহের শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে পেজটির উদ্বোধন করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে ঋকজ্যোতি সিংহ রায় বলছেন, 'উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রির জন্য একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চাই। তাতে ক্রেতাদের পাশাপাশি বিক্রেতারাও উপকৃত হবেন।'

ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জের পুঠিয়া থানা এলাকার রামগঞ্জ-ডাঙ্গিপোখর রাস্তায় পানবাড়া গ্রামের কাছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কয়েকজন দুষ্কৃতী এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাড়ে ছয় লাখ টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। পালানোর সময় কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। তবে কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে বন্দুকের কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, চারিদিকে রাস্তা নাকাবন্দি করে দেওয়া হয়েছে। দুষ্কৃতীরা উত্তর দিনাজপুরের রামগঞ্জের দিকে পালিয়েছে।

শিশুর মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১৭ ডিসেম্বর : নেপাল সীমান্ত লাগোয়া দিঘলব্যাংক এলাকায় তালবাড়ি গ্রামে জলে ডুবে মৃত্যু হল আট মাস বয়সের এক শিশুর। সোমবার বিকেলে শিশুটি রান্নাঘরে খেলার সময় হঠাৎ বালতি ভর্তি জলে পড়ে যায়। শিশুটির মা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন বাবা আসদ আলম।

পুজোয় টানা ছুটি ফিরল প্রাথমিকে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৭ ডিসেম্বর : শিক্ষক, পড়ুয়া এবং অভিভাবক তিন পক্ষের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আগামী বছর নতুন শিক্ষাবর্ষে দুর্গা ও কালীপুজোর মাঝে টানা ছুটি থাকবে রাজ্যের প্রাইমারি ও নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলগুলোয়। মঙ্গলবার রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সচিব রঞ্জনকুমার ঝা'র তরফে জারি করা ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ছুটির তালিকা প্রকাশের পরেই এ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে শিক্ষক ও অভিভাবকদের তরফে। যদিও পুজোর সময় টানা ছুটির ধাক্কায় এক লাফে ১৯ থেকে দশদিন কমিয়ে ৯ দিন করা হয়েছে গরমের ছুটি। তাছাড়া আগামী বছরের জন্য ফের জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের হাতে ছাড়া হয়েছে দুটি ছুটি। এনিয়েও দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ সরব ছিলেন শিক্ষকরা।

এদিন জারি ছুটির তালিকা দেখে 'দাবিপূরণের' কথা বলে শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ'র জলপাইগুড়ি জেলা সপাদক বিপ্লব ঝা বলেন, 'আমাদের লাগাতার দাবি ও আন্দোলনের জয় হল এদিন। ডিপিএসসি'র হাতে দুটি ছুটি ছেড়ে দেওয়াও ইতিবাচক। তবে আগের মতো এই ছুটির তালিকার ভিত্তিতে জেলাওয়াড়ি ছুটির তালিকা করা এবং গরমের সময়

সকালে স্কুল করার দাবিতে আমরা আজও অনড়।'

চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই এ নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে পর্ষদের তরফে। চলতি বছর সহ গত কয়েক বছরে সারা রাজ্যের প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলগুলি দুর্গা ও কালীপুজোর মাঝে দিনদশেক খোলা থাকছিল। রাজ্যের সবথেকে বড় উৎসবের মরশুমের মাঝে এই দেড় সপ্তাহ স্কুল খোলা থাকলেও পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল না স্কুলে। তাছাড়া বছরের এই সময়ে টানা ছুটিতে শিক্ষক ও অভিভাবক দুই পক্ষই চিকিৎসা সহ অন্যান্য কাজে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করায় পুজোর ছুটির মাঝে দিনদশেকের স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ ছিলই। এদিন জারি করা ছুটির তালিকায় গরমের ছুটি কমালেও সম্ভবত তাপপ্রবাহ বাড়লে দিনের বদলে সকালে স্কুল চালু রেখে শিক্ষা দিবস ঠিক রাখার ভাবনা রয়েছে। তবে শিক্ষক মহলের দাবি, গরমের সময় দিনের বদলে সকালে স্কুল চালুর বিষয়টি জেলাওয়াড়ি সাধারণ প্রশাসন এবং ডিপিএসসি'র হাতেই ছাড়া উচিত। এদিন জারি হওয়া ছুটির তালিকা ইতিমধ্যেই সার্কেল স্তরে পৌঁছেছে। পুজোয় টানা ছুটির নির্দেশিকায় আনন্দিত শিক্ষক বিপ্লব সিদ্ধা বলেন, দুই পুজোর মাঝের স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত একেবারেই অবাস্তব ছিল। সেটা শুধরে নেওয়ায় আমরা সবাই আনন্দিত। গরমেও অহেতুক স্কুল বন্ধ না রেখে সমস্ত স্কুল সকালে করা হলেই পড়ুয়াদের পক্ষে ভালো, সঙ্গে শিক্ষা দিবসও বাঁচবে এবং সিলেবাসও শেষ হবে যথাসময়ে।

উন্নয়নকেন্দ্র উদ্বোধন আজ

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : বুধবার কলকাতার নিউটাউনে ইনফোসিসের 'কলকাতা উন্নয়ন কেন্দ্র'-এর উদ্বোধন হচ্ছে। ওইদিন বিকালে এই উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ইনফোসিসকে নিউটাউনে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। তখনই ইনফোসিস জানিয়েছিল, তারা সেখানে উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি করবে। সেইমতো তা চালু হচ্ছে। এর ফলে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বহু তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান হবে বলেই আশা করছেন রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের কর্তারা।

খেলায় আজ

২০২২ : প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতলেন লিওনেল মেসি। কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে ফাইনালে আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়ে দেয় ফ্রান্সকে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ৩-৩। মেসি জোড়া গোল করেন। হ্যাটট্রিক করেছেন কিলিয়ান এমবাপে।

সেরা অফবিট খবর

ভিডিও দিয়ে খোঁচা মুকেশের

রিজার্ভ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া মুকেশ কুমারকে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির মাঝপথেই ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তারপরই ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন ভারতীয় দলের প্রস্তুতি ম্যাচের ভিডিও। যেখানে দেখা যাচ্ছে বিরাট কোহলিকে অফস্টাম্পের বাইরের বলে তিনি আউট করেছেন। সঙ্গে পোস্ট করেছেন ঋষভ পন্থ-রবীন্দ্র জাদেজাকে আউট করার ভিডিও।

ভাইরাল

আর কী কী দেখতে হবে আমাকে

বিজয় হাজারে ট্রফির মুম্বই দল থেকে পৃথ্বী শ-কে বাদ দিয়েছেন নির্বাচকরা। তারপরই নিজের ব্যাটিং পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন, 'ভগবান বলো, আমাকে আর কী কী দেখতে হবে? প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬৫ ইনিংসে ৩৩৯৯ রান করেছি। স্ট্রাইক রেট ১২৬, গড় ৫৫.৭, তারপরও আমি যোগ্য নই! তোমার ওপর ভরসা রাখছি ভগবান, আশা করব মানুষও আমাকে বিশ্বাস করবে। আমি ঠিক প্রত্যাবর্তন করব... ওম সাই রাম।'

উত্তরের মুখ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার উত্তম ওরাওঁ ১৩ রানে ৫ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল হিলি যুব গোষ্ঠী ৫৫ রানে হারিয়েছে গঙ্গারামপুর জুনিয়ার ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ইউরোপ-লাতিন আমেরিকার বাইরে প্রথম কোন দেশ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ঈশা গুহ, ২. জনার্দন নাভলে।

সঠিক উত্তরদাতারা

অনির্বাণ রায়, করণচন্দ্র বর্মন, রতনকুমার পণ্ডিত, দেবজিৎ মণ্ডল, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, অমৃত হালদার, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, সুজন মহন্ত।

ব্রিসবেন-বাংলার আকাশে ফুটল হাসি

প্যাট কামিন্সের বলে গালির উপর দিয়ে আকাশ দীপের শট বাউন্ডারি পেরিয়ে যেতেই উচ্ছ্বাস ভারতীয় ড্রেসিংরুমে। বিরাট কোহলি, গৌতম গম্ভীররা যেন ম্যাচ জয়েরই সেলিব্রেশন করে ফেললেন। হাসি ফুটল রোহিত শর্মার মুখেও।

আবহাওয়া

'অ্যাকুওয়েদার' জানিয়েছে, সারা দিন আকাশে মেঘ থাকবে। সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির আশঙ্কাও বাড়বে। বিকালে ৯০ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৪ শতাংশ। দুপুর ১টা পর্যন্ত হালকা বন্যার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ব্রিসবেনে।

অস্ট্রেলিয়া-৪৪৫
ভারত-২৫২/৯

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : আরও একটা বৃষ্টিবিঘ্নিত দিন। গাব্বার আকাশজুড়েকালো মেঘের আনাগোনা। ভারতীয় সাজঘরেও দিনভর আশঙ্কার কালো মেঘ। ফলোঅন বাঁচানোর টক্করে একটা করে উইকেট পড়েছে, আর গভীর হয়েছে আতঙ্ক। পড়ন্ত বিকালে সেই মেঘ কেটে আশার কিরণ। আলো-আঁধারির গাব্বায় প্রদীপ জ্বলল জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের দাঁতে দাঁত চাপা লড়াইয়ে। দিনের শেষ ওভারের দ্বিতীয় বলে গালির ওপর দিয়ে আকাশের বাউন্ডারি বদলে দেয় গৌতম গম্ভীর, বিরাট কোহলিদের উত্তেজনায় ফুটতে থাকা গম্ভীর মুখগুলি। চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফ মারলেন গম্ভীর। করতালিতে কুর্নিশ বিরাট-রোহিত শর্মার। গ্যালারিতে ভারত আর্মির যেন 'যুদ্ধ' জয়ের উচ্ছ্বাস। ভারতীয়দের স্বস্তি আরও বাড়িয়েছে ব্রিসবেনের আকাশে ম্যাচের পঞ্চমদিনেও বৃষ্টির পূর্বাভাস। 'অ্যাকুওয়েদার' জানিয়েছে, সারা দিন আকাশে মেঘ থাকবে। সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে বৃষ্টির আশঙ্কাও বাড়বে। বিকালে ৯০ শতাংশ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ৫৪ শতাংশ। দুপুর ১টা পর্যন্ত হালকা বন্যার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে ব্রিসবেনে। ফলে চলতি ম্যাচ ও সিরিজের নিরিখে বুমরাহর সঙ্গে বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য আকাশের লড়াই ভারতীয় ড্রেসিংরুমেও হাসি ফোটাল।

৬৬তম ওভারের শেষ বলে যখন রবীন্দ্র জাদেজার দায়িত্বশীল ইনিংসে ইতি পড়ে, তখনও ফলোঅন বাঁচাতে দরকার ৩৩ রান। ক্রিজে শেষ জুটি- বুমরাহ ও আকাশ। সবাইকে অবাক করে অসম যুদ্ধে জয় আকাশদের। গত অজি সফরে যে লড়াইটা দেখা গিয়েছিল চেতেশ্বর পূজারা-শার্দূল ঠাকুর, রবিচন্দ্রন অশ্বীন-হনুমা বিহারী কিংবা ঋষভ পন্থের ব্রিসবেন-গাথায়।

২১৩/৯। ফলোঅন বাঁচানোর আশা ছেড়ে দ্বিতীয় ইনিংসের নয়া লড়াইয়ের জন্য হয়তো মনে মনে তৈরি হওয়া। লোকেশও দিনের শেষে বলেন, প্যাড পরে ফের মাঠে নামার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। ক্রিজে নামার সময় আকাশকে দেখা যায় গম্ভীরের সঙ্গে কথা বলতে। ইশারায় গম্ভীর বুঝিয়ে দেন ধৈর্য ধরে ক্রিজে পড়ে থাকো। সোজা ব্যাটে খেলো। প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়োনদের বিরুদ্ধে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করলেন। সঙ্গী বুমরাহও। ফল, ফলোঅন বাঁচিয়ে হারা ম্যাচ বাঁচানোর আশায় বুঁদ ভারত।

কখনও ওভার দ্য উইকেট, কখনও রাউন্ড দ্য-স্ট্র্যাটেজি বারবার বদলেছেন কামিন্স-স্টার্করা। কিন্তু টলাতে পারেনি ভারতের ১০, ১১ নম্বর ব্যাটারকে! বুমরাহ-আকাশের যে অসম যুদ্ধ পারদ ছড়াল গাব্বার প্রতিটি কোণে। ৫৫ বল অবিচ্ছিন্ন থেকে দশম উইকেটে ৩৯। স্টার্কদের বাউন্সার যেমন সামলালেন, তেমনই লায়োনের স্পিনের টোপও- দলের তাবড় ব্যাটাররা যার থেকে শিক্ষা নিতেই পারে।

আকাশের ৩১ বলে অপরাজিত ২৭। দুইটি বাউন্ডারি এবং ফলোঅনের পর কামিন্সকে মারা বিশাল ছক্কা। যা দেখে অবাক বিরাটের প্রতিক্রিয়া দেখার মতো। ফলোঅন বাঁচানোর স্বস্তির পর খুশির ছক্কায় দিল খুশ করে নেওয়া। আকাশকে কিছুদিন আগে ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন বিরাট। সুফল হাতেনাতে। 'টেস্টে এক ওভারে সর্বাধিক রানটা কার? গুগলে দেখে নেবেন' বলা আত্মবিশ্বাসী বুমরাহর ১০। চাপের মুখে কামিন্সকে ছক্কাও হাঁকালেন।

মাঝে কোহলির বার্তা আকাশদের পৌঁছে দিতে মাঠে দৌড়োলেন ধ্রুব জুরেল। আসলে লড়াই তখন শুধু মাঠে নয়, মাঠের বাইরে ভারতের সাজঘরেও। অস্ট্রেলিয়ার ৪৪৫ রানের জবাবে ভারত ২৫২/৯। এখনও ১৯৩ রানে পিছিয়ে থাকলেও বাঁচার অক্সিজেনে ফুটছে রোহিত ব্রিগেড।

আগামীকাল ম্যাচের শেষদিন। অজিদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে হবে। তারপর ভারতকে টার্গেট দিয়ে জয়ের জন্য ঝাঁপানো। মহান অনিশ্চয়তার খেলা হলেও শেষ তিন সেশনে এত কাণ্ড ঘটা কার্যত অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ড্রও ভারতের কাছে জয়ের শামিল হবে।

কথায় বলে, ভাগ্য সাহসীদের সাহায্য করে। দিনের শুরুটা সেভাবেই। প্রথম বলেই কামিন্সের বলে স্লিপে রাহুলের ক্যাচ ছাড়েন স্টিভেন স্মিথ। রাহুল তখন ৩৩-এ। শেষপর্যন্ত লায়োনের বলে স্মিথ স্লিপেই ডানদিকে ঝাঁপিয়ে লোকেশের (৮৪) এক হাতে দর্শনীয় ক্যাচ নেন। সাজঘরের পথে চলতি সিরিজে দলের সবথেকে নির্ভরযোগ্য ব্যাটার। নামের পাশে চলতি সিরিজে দুই দলের মধ্যে সর্বাধিক ৪৬৩টি বল খেলার নজিরও।

তার আগেই অবশ্য আউট রোহিত (১০)। অফস্টাম্পের বাইরের বলে ফের খোঁচা মারার দৃষ্টিকটু প্রয়াস। অথচ সুযোগ ছিল পুরোনো হয়ে আসা বলে অধিনায়কোচিত ইনিংসে সমালোচকদের চুপ করিয়ে দেওয়ার। ৭৪/৫। ফলোঅন বাঁচানোর ২৪৬ টার্গেটও তখন অনেক দূর।

রোহিত-বধে ম্যাচে আরও জাঁকিয়ে বসার উচ্ছ্বাস কামিন্সদের। জোশ হ্যাজেলউডের অভাব (কাফ মাসলের চোটে বল করেননি আজ) ঢেকে দাপট স্টার্কদের। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকেই টিকে থাকার যুদ্ধ। একাধিকবার বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হল। কিন্তু কোনও কিছুই থামাতে পারেনি জাদেজাদের। ষষ্ঠ উইকেটে জাদেজা-লোকেশের ৬৭ রান দিয়ে শুরু। নীতীশ কুমার রেড্ডিকে (১৬) নিয়েও ৫৩ রান যোগ করেন জাদেজা (৭৭)। যোলোতে বড় ইনিংসের ষোলোকলা পূরণ না হলেও ৬১টি বল খেলে জাদেজার সঙ্গে লম্বা সময় কাটান।

সিরিজে প্রথমবার খেলতে নেমে বোলিংয়ে ব্যর্থ জাদেজা। ১২৩ বলের নিয়ন্ত্রিত ইনিংসে রাখলেন গম্ভীরদের আস্থার মর্যাদাও। জাদেজা-লোকেশদের প্রচেষ্টার সফল রূপায়ণ বুমরাহ-আকাশদের নিজেদের ছাপিয়ে যাওয়া লড়াইয়ে।

অর্ধশতরানের পর তলোয়ার সেলিব্রেশন রবীন্দ্র জাদেজার।

গাব্বায় দশম উইকেটে ভারতের পার্টনারশিপ

ব্যাটার	রান	সাল
জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপ	৩৯	২০২৪
মনোজ প্রভাকর-জাভাগল শ্রীনাথ	৩৩	১৯৯১
এম জয়সীমা-উমেশ কুলকার্নি	২২	১৯৬৮
ভেঙ্কটপতি রাজু-জাভাগল শ্রীনাথ	১৪	১৯৯১
ইশান্ত শর্মা-উমেশ যাদব	১৪	২০১৪

> আমি তো প্যাড পড়ে ফের মাঠে নামার কথা ভাবছিলাম। ব্যাট হাতে নিয়ে তৈরি হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল মনের মধ্যে।
> -লোকেশ রাহুল

দুই টেলএন্ডারের প্রশংসায় ভেত্তোরি

ফের চোট, জোশ বাকি সিরিজে অনিশ্চিত

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : এখনও চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া।

যদিও জেতার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ। অবিশ্বাস্য কিছু দরকার পঞ্চম দিনে ড্রয়ের পথে থাকা ব্রিসবেন টেস্টের ভাগ্য বদলে দিতে। দেওয়াল লিখন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্কদের। দিনের শুরুতে রোহিত শর্মাকে আউটের পর যে উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছিল, দিনের শেষে তা উধাও।

দিনের শেষ ওভারে আকাশ দীপের শটে বাউন্ডারি পেরোনোর পর হতাশার অন্ধকার অজি শিবিরে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পূর্ণ আধিপত্য দেখিয়েও জয় হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা কামিন্স-স্টিভেন স্মিথদের চোখেমুখে। চিন্তা বাড়িয়েছে জোশ হ্যাজেলউডের চোট। চোটের জন্য (সাইড স্ট্রেইন) অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্ট খেলতে পারেননি। এবার ডান পায়ের কাফ স্ট্রেইন।

আজ সারাদিনই মাঠের বাইরে। চলতি টেস্ট তো অবশ্যই, বাকি সিরিজেও অনিশ্চিত। মেলবোর্ন (২৬-৩০ ডিসেম্বর), সিডনিতে (৩-৭ জানুয়ারি) জোশকে ছাড়াই মাঠে নামার চ্যালেঞ্জ অজিদের সামনে। এদিন গা ঘামানোর সময় সমস্যা ধরা পড়ে। প্যাট কামিন্স, স্টিভ স্মিথের সঙ্গে কথা বলেন হ্যাজেলউড। তারপর ফিজিও নিক জোনসের পরামর্শে মাঠ ছেড়ে সোজা হাসপাতালে।

স্ক্যান রিপোর্টে চোট ধরা পড়েছে। দলের মুখপাত্র বলেছেন, 'ডানদিকে কাফ স্ট্রেইনে আক্রান্ত জোশ হ্যাজেলউড। ব্রিসবেন টেস্টে আর খেলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। বাকি সিরিজেও অনিশ্চিত। দ্রুত হ্যাজেলউডের পরিবর্ত বেছে নেওয়া হবে।'

স্কট বোল্যান্ডের প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত। দলের বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরিও সেই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন। বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক। সকালেই অস্বস্তি অনুভব করে। জোশ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হয়নি। বোল্যান্ডই সম্ভাব্য পরিবর্ত। অ্যাডিলেডে ভালো বল করেছে। আর যখনই ডাক পড়েছে দলের প্রয়োজনে দায়িত্ব সামলেছে।'

৪ উইকেট নিয়ে ভারতকে চাপে রাখলেন প্যাট কামিন্স।

ব্রিসবেন টেস্টের পরিস্থিতি নিয়েও বলতে গিয়ে ড্যানিয়েল ভেত্তোরি স্বীকার করে নেন, ভারতকে ফলোঅন করানোর জন্য তাঁরা মরিয়া ছিলেন। দিনের শুরু থেকে সেই লক্ষ্যেই ঝাঁপিয়ে ছিলেন। জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের পার্টনারশিপ ভাঙার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু দুইজনের সম্ভাবনা তৈরি করেও তীরে এসে তরি ডোবে। ভেত্তোরির যুক্তি, জিততে একটাই রাস্তা খোলা ছিল-ভারতকে ফলোঅন করানো। সুযোগ হাতছাড়ার আক্ষেপ।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'জাদেজা আউটের পর সুযোগও চলে এসেছিল। কিন্তু বুমরাহ-দীপের লড়াকু পার্টনারশিপে তা আটকে যায়। চলতি ম্যাচে প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে বৃষ্টিতে, যা আমাদের কাজও কঠিন করে দিয়েছে।' ২১৩/৯ থেকে অবিচ্ছিন্ন দশম উইকেটে ৩৯ করে ফলোঅনের ২৪৬ রানের টার্গেট টপকে যায় বুমরাহ-আকাশ জুটি।

প্রথম ইনিংসে দেরিতে ডিক্লেয়ার করা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ভেত্তোরির যুক্তি, প্রথম ইনিংসের বড় স্কোর সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। আর আবহাওয়াকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতির পরও স্টার্ক-কামিন্স কিন্তু আগুন ঝরিয়েছেন, মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। তবে মানছেন, এদিন হ্যাজেলউডের অনুপস্থিতিতে বাকি বোলারদের বাড়তি ধকল নিতে হয়েছে, যা চিন্তার জায়গা।

আবার ব্যাটিং-প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম : লোকেশ

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : ভেবেছিলেন ফলোঅন নিশ্চিত।

এদিনই দ্বিতীয়বার ব্যাট হাতে নেমে পড়তে হবে। রবীন্দ্র জাদেজা আউট হওয়ার পর মানসিকভাবে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু হতাশার সেই ছবিটা বদলে যায় জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের নায়কোচিত লড়াকু ব্যাটিংয়ে। দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে দুই সতীর্থকে নিয়ে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিলেন লোকেশ রাহুল।

৮৪ রানের অনবদ্য ইনিংসে দলকে রসদ জোগানো লোকেশ বলেছেন, 'আমি তো প্যাড পড়ে ফের মাঠে নামার কথা ভাবছিলাম। ব্যাট হাতে নিয়ে তৈরি হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল মনের মধ্যে। যদিও নিশ্চিত ছিলাম না, ওরা আমাদের ফলোঅন করাবে কিনা। বৃষ্টির ভ্রূকুটি গোটা ম্যাচজুড়েও। এদিনও অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। আমরা মরিয়া ছিলাম ম্যাচে টিকে থাকার রাস্তা খুঁজতে। আকাশ এবং বুমরাহ শেষে সেই কাজটা করল।'

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার মাঝে টেলএন্ডারদের যে লড়াইয়ের কথা বারবার সাংবাদিক সম্মেলনে শোনা গেল লোকেশের গলায়। বলেছেন, 'লোয়ার অর্ডার যখন রান করে, লড়াই চালায়, তা উপভোগ্য হয়ে ওঠে। টিম মিটিংয়ে বারবার যা নিয়ে আমরা আলোচনাও করি। বোলাররাও ব্যাটিং নিয়ে পরিশ্রম করছে। তারই প্রতিফলন। ওদের লড়াকু যুগলবন্দি আজ ফলোঅন বাঁচিয়ে দিল। দুর্দান্ত সব শট খেলল আকাশরা। দিনের শেষে দুরন্ত লড়াই ম্যাচে বড়সড়ো বদল এনে দিল।'

কৃতিত্ব দিচ্ছেন জাদেজাকেও

রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে সকালের যুগলবন্দিতে দলকে লড়াইয়ে রাখেন লোকেশ। তারপর জাদেজা-নীতীশ কুমার রেড্ডির আরও এক হাফ সেঞ্চুরির পার্টনারশিপ। জাদেজার প্রশংসা করে বলেছেন, 'দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার প্রয়াস। দীর্ঘদিন ধরে লোয়ার অর্ডারে এই দায়িত্ব সামলাচ্ছে। জাদেজার থেকে আমরা এই প্রত্যাশা করি।'

চতুর্থ দিনের শেষে ম্যাচ যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে অনেকটাই নিশ্চিন্তে ভারত। লোকেশও জানালেন, তারা খুশি। জাদেজার সঙ্গে জুটি নিয়ে জানান, জাদেজার সঙ্গে পার্টনারশিপের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তখন জুটি দরকারও ছিল ভীষণভাবে। ফলোঅন বাঁচাতে আজ প্রতিটি রানই গুরুত্বপূর্ণ। বোলার জাদেজার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার জাদেজাও। বলেছেন, 'ব্যাট হাতেও দুর্দান্ত পারফরমার। ওর সঙ্গে পার্টনারশিপ উপভোগ করেছি। উপভোগ করি ওর ব্যাটিং। যেভাবে প্রস্তুতি নেয়, তাও বেশ নজরকাড়া।'

বৃষ্টিতে প্রচুর ওভার নষ্ট হয়েছে। ভারতের পক্ষে যা শাপে বর। তবে বারবার খেলা বন্ধের ফলে ব্যাটিং কঠিন হচ্ছিল বলেও জানাচ্ছেন লোকেশ। যুক্তি, বারবার ক্রিজে গিয়ে সেট হতে হচ্ছিল। যা বেশ বিরক্তির, চ্যালেঞ্জিংও। তাল কাটছিল বারবার। যা সামলানো সহজ নয়।

অর্ধশতরানের পর লোকেশ রাহুল। মঙ্গলবার ব্রিসবেনে।

সুদীপরা আজ যাচ্ছেন হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার রেশ এখনও রয়েছে। তার মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ছে বিজয় হাজারে ট্রফি। সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগামীকাল বিকেলে হায়দরাবাদ উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। সেখানেই আগামীকাল দলের সঙ্গে যোগ দেবেন মহম্মদ সামি ও মুকেশ কুমাররা। আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে হাজির হয়ে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'টি২০-র পালা শেষ। সামনে এবার একদিনের ক্রিকেটের চ্যালেঞ্জ। সেরা দল নিয়েই আমরা বুধবার হায়দরাবাদ যাচ্ছি। দেখা যাক কী হয়।'

বিজয় হাজারে ট্রফি

সুদীপ ঘরামির নেতৃত্বাধীন দলে রয়েছেন সামি-মুকেশ দুজনই। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে আগামীকাল রাতেই হায়দরাবাদে বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়বেন সামি। আর অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আপাতত ব্যক্তিগত কাজে পাটনায় থাকা মুকেশও বুধবার রাতেই হায়দরাবাদ পৌঁছে যাচ্ছেন। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামি-মুকেশ থাকার ফলে আমাদের বোলিং শক্তি অবশ্যই বাড়বে। কিন্তু তারও আগে মাঠে নেমে আমাদের সেরাটা দিতে হবে।' অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার টি২০-র স্কোয়াডে না থাকলেও বিজয় হাজারের দলে রয়েছেন। অনুষ্টুপ থাকার ফলে বাংলার ব্যাটিং শক্তিও বাড়বে বলে মনে করছেন সুদীপরা। উল্লেখ্য, ২১ ডিসেম্বর দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিজয় হাজারে অভিযান শুরু করবে বাংলা।

লোকেশের নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিংয়ে মজে গাভাসকার

ব্রিসবেন, ১৭ ডিসেম্বর : টেস্ট ওপেনিংয়ে আর কি দেখা যাবে রোহিত শর্মাকে?

নতুন বল যেভাবে লোকেশ রাহুল সামলাচ্ছেন, প্রশ্নটা ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে। চলতি সিরিজে লোকেশের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পর যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং কম্বিনেশনে আস্থা দেখাচ্ছেন প্রাক্তনরাও। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষেও যা অস্বীকার করা মুশকিল। পারথে যশস্বীর ম্যাচ জেতানো শতরানের পরও চলতি সিরিজে সেরা ব্যাটার এখনও পর্যন্ত লোকেশই। শুধু রান নয়, নিয়ন্ত্রিত ব্যাটিং, ক্রিজে পড়ে থাকার মানসিকতায় নজর কাড়ছেন। সুনীল গাভাসকারের মতে, অফস্টাম্প-জাজমেন্টে দক্ষতা, দেরিতে খেলা-প্রতিফলন লোকেশের ইনিংসে।

লোকেশের ১৩৯ বলে ৮৪ রানের ইনিংস প্রসঙ্গে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকার বলেছেন, 'অফস্টাম্পের বাইরে বল টানা ছেড়ে গেল লোকেশ। গতকাল মার্নাস লাবুশেনকে দেখেছিলাম। অফস্টাম্প জাজমেন্টের মুনশিয়ানা এর আগে দেখেছি মুরলী বিজয়ের মধ্যে। এদিন প্রথম বল বাদ দিলে দুর্দান্ত ব্যাটিং লোকেশের।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়ে অবশ্য সমালোচনা থামার লক্ষণ নেই। চেতেশ্বর পূজারা যেমন বলে দিচ্ছেন, বিরাটের টেকনিক নতুন বল সামলানোর জন্য উপযোগী নয়! চলতি ব্যর্থতা প্রসঙ্গে প্রাক্তন সতীর্থের যুক্তি, শুরুতে একাধিক উইকেট হারাচ্ছে ভারত। ফলে প্রায় নতুন বলটাই সামলাতে হচ্ছে। যার জন্য প্রস্তুত নয় বিরাটের মানসিকতা, টেকনিকও। পারথে দ্বিতীয় ইনিংসে পুরোনো বল খেলার সুযোগ পেয়েছিল। শতরান পেয়েছে।

মহম্মদ কাইফের মুখে আবার রবীন্দ্র জাদেজার ৭৭ রানের লড়াকু ইনিংসের কথা। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে আবেদনও করলেন, পরের টেস্টেই আবার না ছাঁটাইয়ের দলে ফেলা হয় তারকা অলরাউন্ডারকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কাইফ লিখেছেন, 'প্রয়োজনে একজন ব্যাটারকে বাদ দেওয়া যেতে পারে পরের ম্যাচে। কিন্তু জাদেজাকে কখনোই নয়। এই ইনিংসে ব্যাটারদের মধ্যে সবথেকে স্বচ্ছন্দ দেখিয়েছে ওকেই। চলতি সিরিজে এখনও সেরা কম্বিনেশন নামাতে পারেনি ভারত। আশা করি শেষ দুই টেস্টে তা বদলাবে।'

আকাশদের কুর্নিশ হরভজনের

হরভজন সিং মজে আকাশ দীপ-জসপ্রীত বুমরাহর ফলোঅন বাঁচানোর লড়াইয়ে। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় বলেছেন, 'কুর্নিশ জানাই আকাশ-বুমরাহকে। কঠিন পরিস্থিতি থেকে ওদের যুগলবন্দি, বৈতরণি পার করার তাগিদ দলকে অক্সিজেন জোগাবে। এই লড়াইটা জোগাবে বাকি সিরিজে ভারতকে মাথা উঁচু করে লড়াইয়ের আত্মবিশ্বাস। হয়তো বদলে দেবে সিরিজের সমীকরণ।'

অপরদিকে অফস্টাম্প-সমস্যা মেটাতে আদাজল খেয়ে ঘাম ঝরাচ্ছেন বিরাট কোহলি। সুযোগ পেলেই নেমে পড়েন ভুল শুধরোতে। আজ চতুর্থ দিনেও ব্যাট-বলের টানটান উত্তেজনার মাঝে প্র্যাকটিসে নেমে পড়তে দেখা গেল। হর্ষিত রানা, প্রসিধ কৃষ্ণা, ওয়াশিংটন সুন্দরদের বোলিংয়ে বেশ কিছুক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন।

ব্যস্ত রাখলেন দলের থ্রো ডাউন স্পেশালিস্টকেও। বাড়তি নজর অফস্টাম্প লাইনে। যত বেশি খেললেন, তার চেয়ে বেশি বল ছাড়তে দেখা গেল নেটে। কিন্তু প্রশ্ন, ম্যাচ পরিস্থিতিতে কি সেই ধৈর্য দেখাতে পারবেন কোহলি?

শুভেচ্ছা

☺ Abhisek & Keya (কলেজপাড়া, বাগডোগরা) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট' (Veg & N/Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

চেন্নাইয়ে শোভাযাত্রায় বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি নিয়ে হুড খোলা গাড়িতে ডোম্মারাজু গুকেশ। মঙ্গলবার। ছবি : পিটিআই

দ্বিতীয়ার্ধের ঝড়ে জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৪ (হিজাজি, বিষ্ণু, সুরেশ-আত্মঘাতী, ডেভিড)
পাঞ্জাব এফসি-২ (আসমির, ভিদাল)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : তিন বিদেশি নেই। নেই মাঝমাঠে ভরসার পাত্র জিকসন সিংও। পুরোপুরি ফিট নন হেক্টর ইউস্তে। প্রথম একাদশ সাজাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে। এমন পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল যে পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়বে তা বোধহয় জোড় দিয়ে বলতে পারছিলেন না লাল-হলুদ সমর্থকরাও। ম্যাচে প্রথমার্ধের শেষে তো নয়ই। কিন্তু পিছিয়ে পড়া ইস্টবেঙ্গল যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে এদিন ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে তা প্রমাণ করলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, ক্লেইটন সিলভারা। ম্যাচে ফারাকটা বোধহয় গড়ে দিলেন সুপারসাব পিভি বিষ্ণুই। দ্বিতীয়ার্ধে লাল-হলুদের মিনিট কুড়ির ঝড়ে খরকুটোর মতো উড়ে গেল পাঞ্জাব।

ব্রুজোঁ পুরো পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যেই দল সাজিয়েছিলেন। ম্যাচের আগে তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল সাহসী ফুটবল খেলার। কিন্তু সেই পরিকল্পনা মাঠে নেমে তো কাজে লাগাতে হবে ফুটবলারদেরই। পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে সেই কাজটাই প্রথমার্ধে করতে পারছিলেন না নাওরেম মহেশ সিং, নন্দকুমার শেখররা। লুকা মাজসেন, পুলগা ভিদালদের আটকাতে রক্ষণে দুই বিদেশিকে রাখেন অস্কার। সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে মাঝমাঠে জুটি বাঁধেন আনোয়ার আলি। যদিও নতুন পজিশনে মানিয়ে নিতে প্রথম দিকটায় বেশ সমস্যা হচ্ছিল আনোয়ারের। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেয় পাঞ্জাব। ৩৯ মিনিটে বক্সের একেবারে প্রান্ত থেকে বাঁ পায়ের জোরালো শটে জাল কাঁপান ভিদাল। তার আগে ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোল হজম করে ২১ মিনিটে। ভিদালেরই বাড়ানো বলে ধরে লক্ষ্যভেদ আসমির সুলজিচের। মহম্মদ রাকিপ সামনে থাকলেও বলে পা ছোঁয়াতেই পারেননি। ৩৪ মিনিটে আরও একবার পরিকল্পিত আক্রমণে লাল-হলুদ রক্ষণে চিড় ধরিয়ে দেয় পাঞ্জাব। থ্রু বল পেয়েছিলেন অরক্ষিত লুকা। তবে প্রভসুখান সিং গিল সেই যাত্রায় রক্ষা করেন। পরে বলটিকে পুরোপুরি বিপন্মুক্ত করেন লালচুংনুঙ্গা।

উলটোদিকে প্রথমার্ধে শুরুর মিনিট দশেক বাদ দিলে বাকি সময়টা বেশ আগোছালোই দেখায় ইস্টবেঙ্গলকে। মাঝে যদিও বা ক্লেইটন, ডেভিডরা হাতে গোনা কয়েকটা সুযোগ পেলেন তা কাজে লাগাতে পারলেন না। ইস্টবেঙ্গলের ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার সবচেয়ে সহজ সুযোগটা পান ম্যাচ শুরুর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। এই একবারই নয় বেশ কয়েকবার বল পেলেও প্রতিপক্ষের কাছে গতিতে পরাস্ত হন তিনি। ৮ মিনিটে ক্লেইটনেরই ভাসানো ফ্রি কিক দক্ষ শটে গোলে পাঠালেও অফসাইডের জালে জড়ান ডেভিড।

তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই দেখা গেল অন্য ইস্টবেঙ্গলকে। প্রথমার্ধের শেষে মাথায় চোট পান মহেশ। কনকাশন হওয়ায় হুইল চেয়ারে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। ফলে বিরতির পর মহেশের বদলে বিষ্ণুকে নামাতে বাধ্য হন অস্কার। কিন্তু এই পরিবর্তনেই অনেকখনি বদলায় দলের খেলা। লাল-হলুদ একটি গোল শোধ করে দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট খানেকের মধ্যেই। ক্লেইটনের ভাসানো ফ্রি কিক হেডারে জালে জড়িয়ে দেন হিজাজি মাহের। ৫৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান মহেশের পরিবর্ত হিসাবে নামা বিষ্ণু। রাকিপের সেন্টার পাঞ্জাবের সুরেশ মেতেই বিপন্মুক্ত করার চেষ্টা করলেও বল পেয়ে যান বিষ্ণু। ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। ৬০ মিনিটে সেই সুরেশেরই আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। নন্দকুমারের ক্রস তাঁর পায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়। ৬৭ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান ৪-১ করেন ডেভিড। বিষ্ণুর সাজিয়ে দেওয়া বল দক্ষ হেডারে জালে জড়ান তিনি। ম্যাচের বাকি সময়ও দাপট ছিল লাল-হলুদেরই। এদিকে, ৬৪ মিনিটে বিষ্ণুকে ফাউল করায় দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পাঞ্জাবের লুংদিম। শেষ দিকে দশজনের পাঞ্জাবের আক্রমণ হাতে গোনা।

এই জয়ের ফলে ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট হল ইস্টবেঙ্গলের। লিগ টেবিলে যদিও কোনও পরিবর্তন হল না। সেটা করতে হলে ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে অস্কার ব্রুজোঁর দলকে।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, রাকিপ, হিজাজি, হেক্টর, লালচুংনুঙ্গা, আনোয়ার, সৌভিক, নন্দকুমার (নীশু), মহেশ (বিষ্ণু), ডেভিড (আমান) ও ক্লেইটন (সায়ন)।

> দ্বিতীয়ার্ধে সবক্ষেত্রেই বদল এসেছে। একেবারে আলাদা ইস্টবেঙ্গলকে পাওয়া গিয়েছে। আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছে দল। একইসঙ্গে পরিবর্তনগুলো কাজে লেগেছে। প্রত্যাবর্তনটা যে ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসে রয়েছে।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ।**

গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করার পর ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

এমবাপেকে নিয়েই দোহায় রিয়াল মাদ্রিদ

দোহা, ১৭ ডিসেম্বর : ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনাল খেলতে মঙ্গলবারই দোহায় পৌঁছেছে রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার ভারতীয় সময় রাত সাড়ে দশটায় মেক্সিকোর ক্লাব পাচুকা এফসি-র মুখোমুখি হবে তারা। দলের সঙ্গে গিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপেও। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত সপ্তাহে আটালান্টার বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পান ফরাসি তারকা। তবে চোট থেকে সেরে ওঠায় তাঁকে স্কোয়াডে রেখেছে রিয়াল।

দোহা পৌঁছে কিলিয়ান এমবাপে।

আগামী বছর থেকে নতুন মোড়কে শুরু হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। আর পুরোনো ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের আঙ্গিকেই এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ। গত মরশুমের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে বুধবার দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের মেগা ফাইনালে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। অন্যদিকে মেক্সিকান ক্লাবটি প্লে-অফে মিশরের ক্লাব আল আহলিকে হারিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ফাইনালে। শক্তির বিচারে মাদ্রিদ জায়েন্টদের থেকে কয়েক যোজন পিছিয়ে পাচুকা। তবুও তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে মাঠে নামতে চান কার্লো আন্সেলোত্তি। দলের সঙ্গে কাতার সফরে এসেছেন রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ। টিম হোটেলে কোচ আন্সেলোত্তি ও ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন।

কীর্তিকে হারালেন জেটলি-পুত্র

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার নির্বাচনের আগে অরুণ জেটলির পুত্র রোহনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য কীর্তি আজাদ। তারপরও অবশ্য দ্বিতীয়বার রোহনের সভাপতি হওয়া আটকানো যায়নি। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার মোট ভোট ২৪১৩। কীর্তিকে ১৫৭৭-৭৭৭ ভোটে হারিয়ে দেন তিনি। একটা সময় ১৪ বছর দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি ছিলেন অরুণ জেটলি। তাঁর মৃত্যুর পর ক্রিকেট প্রশাসনে এসেছেন রোহন। সংস্থার সচিব হয়েছেন অশোক শর্মা।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৫ সর্বভারতীয় একদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। আজ ফাইনালে তুমুল লড়াইয়ের পর পাঞ্জাবকে ৪৭ রানে হারিয়ে দিল বাংলার মেয়েরা। প্রথমে ব্যাট করে বাংলা তুলেছিল ১৫৭/৮। জবাবে ১১০/৬-এর বেশি করতে পারেনি পাঞ্জাবের অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের দল। সর্বভারতীয় স্তরে দীর্ঘসময় পর বাংলার মেয়েদের দুর্দান্ত সাফল্যের রেশ সিএবি-তেও। সন্ধ্যায় সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার অনূর্ধ্ব-১৫ দলের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নগদ দুই লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন।

ধোনি নয়, জকোভিচ এখন গুকেশের পছন্দ

চেন্নাই, ১৭ ডিসেম্বর : কনিষ্ঠতম হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কিছুদিন আগেই। তারপর দেশে ফিরে পেয়েছেন রাজার সম্মান। বিমানবন্দরে থেকে শুরু করে ছোটবেলার স্কুল সবখানেই ভক্তরা ভরিয়ে দিয়েছেন ভালোবাসায়। বিশ্বনাথন আনন্দকে আদর্শ মেনেই যে এতটা পথ এসেছেন ডোম্মারাজু গুকেশ সে কথা সবাই জানেন। তবে দাবার বাইরে গুকেশের আদর্শ কে?

এদিন সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। জানালেন, 'যখন ছোট ছিলাম ভারতীয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ভালো লাগত।' তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে ভালো লাগা, 'এখন আমি নোভাক জকোভিচের ভক্ত। আমার মতে, দুইজনই অসাধারণ অ্যাথলিট। এবং ওদের পছন্দ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'

৬৪ খোপের লড়াইয়ে চিনের ডিং লিরেনকে হারিয়েছেন আগেই। এবার ছোটবেলার ভয় উচ্চতাও জয় করলেন গুকেশ। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সিঙ্গাপুরে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের ভিডিও নিজেই সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় গুকেশ চিৎকার করে বলছেন, 'আমিই নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।' আসলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ চলাকালীন গুকেশ বাজি ধরেছিলেন ট্রেনার গ্রেজেগর্জ গাজেওয়াস্কির সঙ্গে। শর্ত ছিল লিরেনকে হারালে গুকেশকে বাঞ্জি জাম্পিংয়ে লাফাতে হবে। গ্রেগর বলেছেন, 'আমি অজুহাত খুঁজছিলাম। তবে গুকেশ বাজির শর্ত পূরণে আগ্রহী ছিল।'

রিচার দাপটেও হার স্মৃতিদের

মুম্বই, ১৭ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ওপেনিংয়ের সুযোগ দেওয়া হলেও কাজে লাগাতে পারেননি রিচা ঘোষ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে ফিনিশারের দায়িত্ব পেতেই চেনা ছন্দে ফিরেছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার। প্রথম ম্যাচে ১২ বলে ২০ রানের পর মঙ্গলবার ছয় নম্বরে নেমে রিচা ফিরলেন ১৭ বলে ৩২ নিয়ে। তাঁর হাফ ডজন বাউন্ডারির তিনটিই এল ১৮ নম্বর ওভারে অ্যাফি ফ্লেচারের বোলিংয়ে। তাঁকে ঘিরে যখন আরও একটি অর্ধশতরানের স্বপ্ন জাগছে তখনই ক্যারিবিয়ান উইকেটকিপার শেমাইন ক্যাম্পবেলের দুরন্ত ক্যাচে ফিরতে হয় রিচাকে।

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে রিচা ঘোষ।

এদিন মাঠে নামার আগেই ধাক্কা খেয়েছিল ভারত। ফিটনেসের অভাবে সরে দাঁড়ান অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেন এদিনই টি২০ এবং ওডিআইয়ে ব্যাটারদের তালিকায় যথাক্রমে তিন ও দুই নম্বরে উঠে আসা স্মৃতি মান্ধানা। ব্যাট হাতেও শুরুতে তিনি দলকে টানার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ৪১ বলে স্মৃতি করে যান ৬২ রান। কিন্তু উলটোদিক থেকে উমা ছেত্রী (৪), জেমিমা রডরিগেজ (১৩), রাঘবী বিস্তরা (৫) সাহায্য করতে না পারায় কখনোই ভারতের রান রেট আটের গণ্ডি ছুঁতে পারেনি। ভারত শেষ করে ১৫৯/৯ স্কোরে।

পালটা জবাবে শুরু থেকেই বিধ্বংসী মেজাজে ছিলেন হেইলি ম্যাথিউজ (৪৭ বলে অপরাজিত ৮৫)। কিয়ানা জোসেফ (২২ বলে ৩৮) ও ক্যাম্পবেল (অপরাজিত ২৯) তাঁকে সংগত করায় ভারতীয় বোলাররা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৫.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১৬০ রান তুলে সিরিজে সমতা ফিরিয়ে আনল।

ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং। হয়ে গেল সাই কলকাতা কেন্দ্রের উদ্যোগে। ৮ কিমি সাইক্লিংয়ের উদ্বোধন করতে এসে সাইকেল চালাতে দেখা গেল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো বিশিষ্ট ফুটবলারকে। ছিলেন সুস্মিতা সিংহরায়, সঞ্জয় রাইরা।

ব্রাজিল ফেডারেশন সভাপতি পদে লড়বেন রোনাল্ডো

ব্রাসিলিয়া, ১৭ ডিসেম্বর : ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদের নির্বাচনে লড়বেন কিংবদন্তি ফুটবলার রোনাল্ডো নাজারিও। বর্তমান সভাপতি এডনাল্ডো রডরিগেজের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৬ সালে। সেই নির্বাচনকে মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ২০০২ বিশ্বকাপের নায়ক।

ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে বর্তমান সময়টা ভালো যাচ্ছে না। মাঠে এখন আর 'সাম্বা ম্যাজিক' দেখা যায় না। ব্রাজিলের হৃতগৌরব ফেরানোই লক্ষ্য রোনাল্ডোর। সেইজন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। নির্বাচন প্রসঙ্গে রোনাল্ডো বলেছেন, 'অনেক কিছুই আমাকে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত করেছে। বিশ্ব ফুটবলে ব্রাজিলের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চাই।'

বর্তমানে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল ভায়াডোলিডের মালিকানা রয়েছে রোনাল্ডোর হাতে। তবে তিনি খুব শীঘ্রই তা বিক্রি করে দিতে চান। এই প্রসঙ্গে ব্রাজিল কিংবদন্তি বলেছেন, 'খুব দ্রুতই রিয়াল ভায়োডোলিডে নিজের শেয়ার বিক্রি করে দিতে চাই। তাহলে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে কোনও সমস্যা হবে না।' এর আগে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ক্রুইজেরিওর ৯০ শতাংশ শেয়ার ছিল রোনাল্ডোর কাছে। চলতি বছরে তিনি তা বিক্রি করে দিয়েছেন।

বিদায়ি টেস্টে সাউদিকে জয় উপহার নিউজিল্যান্ডের

হ্যামিল্টন, ১৭ ডিসেম্বর : ১৬ বছরের যাত্রা শেষ হল টিম সাউদির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তাঁর শেষ টেস্টে ৪২৩ রানের রেকর্ড ব্যবধানে জয় উপহার দিলেন সতীর্থরা। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে এটাই সর্বাধিক ব্যবধানে টেস্ট জয়।

প্রথম দুই টেস্টে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজ আগেই পকেটে পুরে নিয়েছিল ইংল্যান্ড। প্রথম ইনিংসে তাদের ৩৪৭ রানের জবাবে ইংল্যান্ড ১৪৩ রানে গুটিয়ে যায়। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের লক্ষ্যমাত্রা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫৮ রান। মঙ্গলবার চতুর্থ দিনের শুরুতে ২ উইকেটে ১৮ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে ইংল্যান্ড। কিউয়ি পেসারদের দাপটে ৪৭.২ ওভারে ইংল্যান্ডের ইনিংস শেষ হয় ২৩৪ রানে। শেষ ইনিংসে সাউদি নিয়েছেন ২ উইকেট। ম্যাচের পর বিদায়ি ভাষণে তিনি বলেছেন, 'ইংল্যান্ডকে সিরিজ জয়ের জন্য অভিনন্দন। আমি ওদের বিরুদ্ধে খেলা উপভোগ করেছি। আমি পরিবার ও সতীর্থদের ধন্যবাদ জানাই আমার পাশে থাকার জন্য।'

আজ গোয়া যাচ্ছে মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : টানা জয়ের মধ্যে থাকলেও দলের মধ্যে কোনওমতেই আত্মতুষ্টি আসতে দিতে নারাজ সবুজ-মেরুন শিবির।

বুধবারই দল রওনা দিচ্ছে গোয়ার উদ্দেশ্যে। এফসি গোয়া ম্যাচ যে কঠিন সেকথা বারবারই উল্লেখ করছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে মোলিনা। আগের ম্যাচে গোল করে জেতানো ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ পরিষ্কার বলছেন, 'গা-ছাড়া মনোভাব দেখানোর কোনও জায়গাই নেই। এখন আমাদের গোয়া ম্যাচের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। যাতে ওই ম্যাচ থেকেই ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারি।' তবে তিনি বা জেসন কামিংসরা কেরালা ম্যাচে শেষমুহূর্তে দলকে জিতিয়ে অসম্ভব খুশি। স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের কথায় অবশ্য বারবারই দলের মধ্যেকার সুম্পর্কের কথা উঠে আসছে। তিনি বলেছেন, 'আসলে আমরা একটা পরিবারের মতো। নিজেদের মধ্যে অসম্ভব ভালো বোঝাপড়ার জন্যই ভালো খেলতে পারছি। প্রত্যেকে একসঙ্গে রোজ পরিশ্রম করি, আরও ভালো খেলার চেষ্টা করি। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হাল না ছাড়া মনোভাবই জিততে সাহায্য করছে। এভাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখন আমাদের সামনের ম্যাচে তিন পয়েন্টই লক্ষ্য। আর তার জন্য এবার প্রস্তুতি শুরু হবে।' মরশুমের শুরুরদিকে যাঁরা ক্রমাগত গোল খাচ্ছিলেন, সেই তাঁদেরই এত ক্লিনশিট রাখতে পারার রহস্য কী জানতে চাইলে তাঁর সোজাসাপটা জবাব, 'দেখুন তখন সদ্য এখানে এসেছি। টম (অ্যালড্রেড), দীপেন্দুরা (বিশ্বাস) কীভাবে খেলে জানতাম না। এখন রোজ মাঠে পরিশ্রম করি, আর মাঠের বাইরে পরিবারের লোকজনের মতো মিশি। তাই এখন ভালো খেলতে পারছি।'

প্রায় প্রতি ম্যাচেই পরে মাঠে নেমে গোল করা এখন অভ্যাসে পরিণত করেছেন কামিংস। এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেখুন আমার কাজই হল গোল করা। তাই কখন নামলাম সেটা বড় কথা নয়, নিজের কাজটা ঠিকমতো করতে পারছি কি না সেটাই আসল। ভালো লাগছে বেঞ্চে থেকে এসেও দলকে সাহায্য করতে পেরে।' দুই বিদেশিই অবশ্য এর জন্য সমর্থকদের পাশে থাকার কথা বারবার উল্লেখ করলেন।

আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ সঞ্জয়ের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর : পরপর দুইটি ম্যাচ জিতে সন্তোষ ট্রফির গ্রুপশীর্ষে রয়েছে বাংলা। বুধবার তারা তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে রাজস্থানের বিরুদ্ধে। প্রতিপক্ষ রাজস্থান এখনও জয়ের দেখা পায়নি। কিন্তু তারপরেও রাজস্থান ম্যাচ নিয়ে সতর্ক কোচ সঞ্জয় সেন। তিনি বলেছেন, 'টানা ম্যাচ জিতলেও দলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। রাজস্থান ভালো দল। ম্যাচটা আমাদের কাছে যথেষ্ট কঠিন। ছেলেদের সতর্ক থাকতে হবে।'

সন্তোষের যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকেই গোলের মধ্যে রয়েছেন রবি হাঁসদা। পাশাপাশি ফর্মে রয়েছেন অধিনায়ক নরহরি শ্রেষ্ঠাও। রাজস্থানের বিরুদ্ধে এই দুই ফুটবলারই সঞ্জয় সেনের তুরুপের তাস হতে চলেছেন।

এদিকে, মহিলাদের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে সিকিমকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে বাংলা। হ্যাটট্রিক করেছেন দলের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার রিম্পা হালদার। অপর গোলটি সুমিত্রা মারান্ডির।

ঝুলন স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ২২ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৭ ডিসেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে সময়টা ভালো যাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়ার। পারথে দুর্দান্ত শুরুর পর আচমকাই ছন্দপতন।

অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে হার। চলতি ব্রিসবেন টেস্টেও খুব একটা ভালো জায়গায় নেই টিম ইন্ডিয়া। বারবার ব্যাটাররা ব্যর্থ হচ্ছেন। জসপ্রীত বুমরাহ বাদে বাকি বোলাররাও ছন্দে নেই। বুমরাহকে সাহায্য দিতে পারছেন না মহম্মদ সিরাজরা। তার মধ্যেই আজ গাব্বায় বৃষ্টিবিঘ্নিত চতুর্থ দিনে বাংলার আকাশ দীপের ব্যাটে কোনওরকমে ফলোঅন বাঁচিয়েছে রোহিত শর্মার ভারত।

আকাশের লড়াই পছন্দ হয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও। আজ সন্ধ্যায় মহারাজ হাজির হয়েছিলেন সিএবি-তে। ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সের লনে আজ সন্ধ্যায় কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামী ও ভারতীয় সেনার প্রয়াত কর্নেল এনজে নায়ারের নামে স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল। আগামী ২২ জানুয়ারি ইডেনে রয়েছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের আন্তর্জাতিক টি২০ ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে দুই স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সৌরভ আজ টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন। বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত ভারত সিরিজের বাকি দুই টেস্টে ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু তার জন্য ব্যাটারদের রান করতেই হবে।' টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের রানে ফেরার পথে মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের দুই সেরা ক্রিকেটার অধিনায়ক রোহিত ও বিরাট কোহলির ফর্মে না থাকা। অনিশ্চয়তার সরণিতে বারবার আউট হচ্ছেন বিরাট। সমস্যাটা কী হচ্ছে কোহলির? প্রশ্নের জবাবে সৌরভ বলছেন, 'কোহলিকে আরও ধৈর্য ধরতেই হবে। অজি পেসাররা অফস্টাম্পের লাইনে বল করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে ওকেই মোকাবিলা করতে হবে। বিরাট জানে কীভাবে রানে ফিরতে হয়। মনে রাখবেন, পারথে ও শতরান করেছিল। আমি নিশ্চিত সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও বড় রান করবে ও।'

বিরাটকে আরও ধৈর্য ধরতে হবে : সৌরভ

ইডেন গার্ডেন্সে মঙ্গলবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামী। -ডি মণ্ডল

লোকেশ রাহুলকে ওপেনিংয়ে পাঠিয়ে অধিনায়ক রোহিত নিজে ছয় নম্বরে ব্যাট করছেন। নিয়মিত ব্যর্থও হয়ে চলেছেন হিটম্যান। রোহিতের জন্য কী পরামর্শ দেবেন? সৌরভের মহারাজকীয় জবাব, 'রোহিত কেন ছয় নম্বরে ব্যাট করছে, ওকে নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা কী, জানি না আমি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, ছয় নম্বরে রোহিত নতুন বল খেলার সুযোগ পাবে। হয়তো তাই এমন সিদ্ধান্ত।' নিজের দীর্ঘ কেরিয়ারে সৌরভ বহুবার ছয় নম্বরে ব্যাটিং করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে মহারাজ বলেছেন, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ছয় নম্বরে নেমে অনেক সময়ই নতুন বল সামলাতে হয়। রোহিত জানে কীভাবে নতুন বল সামলাতে হয়। আমার মনে হয়, দ্রুত রানে ফিরবে ও। বিরাটের মতো ওকেও ধৈর্য ধরে উইকেটে পড়ে থাকতে হবে।'

ব্রিসবেনে আজ ফলোঅন বাঁচানোর পর ভারতীয় সাজঘরে কোচ গৌতম গম্ভীর সহ বাকিদের আস্ফালন দেখে ক্রিকেট দুনিয়া বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। ফলোঅন বাঁচিয়ে টেস্ট জয়ের মতো উল্লাস কেন? সৌরভের কথায়, 'এই প্রশ্নের জবাব গম্ভীররাই দিতে পারবে। আমি শুধু বলব, হয়তো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকেই এমনটা করে ফেলেছে ও।' বাংলার আকাশ দীপ আজ কোহলির থেকে উপহার পাওয়া ব্যাটে নজর কেড়েছেন। বাঁচিয়েছেন দলের ফলোঅন। সৌরভের কথায়, 'আকাশ দুর্দান্ত প্রতিভা। ওর বয়স কম। গাব্বায় ভালো বোলিং করেছে। ব্যাটিংটাও খারাপ করল না। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে যত বেশি ও খেলবে, বুঝতে পারবে ওখানে কীভাবে সফল হতে হয়।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জয় পান্ডে - কে 20.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40E 14878 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটা আমার জীবনে একটি অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটেছে। আমার লটারির টিকিট সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলনা কিন্তু অনেক বিজয়ীদের বিবরণ দেখার পর এটি কিনতে আমি আগ্রহী হয়েছিলাম। সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।